পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 214 Thursday, 4 July, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২১৪ সংখ্যা ✱ ১৯ আষাঢ়, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সাত দিনেই পুরনো ছন্দে ধর্মতলা! ফের ফুটপাত জুড়ে পসরা সাজিয়ে চলছে ব্যবসা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ কলকাতা শহরে হকার-রাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তা, ফুটপাথ দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এরপরই তেড়েফুঁড়ে ওঠে পুরসভা ও পুলিশ। উত্তরের হাতিবাগান থেকে থেকে দক্ষিণের গড়িয়াহাট কিংবা মধ্য কলকাতার ধর্মতলা সর্বত্রই অভিযান চালানো হয়। রাতারাতি বদলেও যায় শহরের ছবি। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে ফের পুরনো ছন্দে ফিরল এসপ্ল্যানেড চত্বর। এক সপ্তাহ ধরে অভিযান চললেও এসপ্ল্যানেডে রাস্তা, ফুটপাতের ছবির তেমন বদল হয়নি। ধর্মতলা আছে ধর্মতলাতেই! কয়েক দিন ধরে চলছে সমীক্ষা। এসপ্ল্যানেডের হকারদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ২০১৫ সালের হকারদের নির্দিষ্ট পেপার যাচাই করা চলছে। কিন্তু বেশ কিছু ফুটপাত জুড়ে ফের

শুরু হয়েছে হকারদের ব্যবসা। প্রশাসনের নিষেধ সত্ত্বেও কেন তাঁরা ফের পসরা সাজিয়ে বসেছেন? এমনকী এই প্রশ্ন করতে গেলেই চড়াও হচ্ছেন ওই হকারদের একাংশ। বেশ কয়েকজন ফুটপাতের ব্যবসায়ীর বক্তব্য, ''জায়গা দিলে আমরা চলে যাব। কিন্তু সরকার যেখানে জায়গা দেবে সেখানে যে আমাদের আগের মতো লাভ হবে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।'' আবার কয়েকজন হকার জানিয়েছেন, ফের মালপত্র নিয়ে বিক্রি করতে বসলেও তাঁরা সরকারের নিয়ম মেনেই সব কিছু করছেন। যেমন ডিসপ্লে, প্লাস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করছেন না তাঁরা। যদিও ধর্মতলায় কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনের ডানদিকের একটি রাস্তায় কিছু ফুটপাতে এখনও কয়েকটি দোকান রয়েছে। গত ২৪ জুন নবান্নের বৈঠকে রাস্তাফুটপাত দখলমুক্ত করার কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই একেবারে বুলডোজার দিয়ে বেআইনি দখলদারি ভাঙতে নেমে পড়ে পুলিশ। রাস্তা দখল করে বসে থাকা হকারদের তুলে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের একাংশ যেমন বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখেন। বিপরীতে, আবার রাতারাতি হকারদের তুলে দেওয়ায় তাঁদের পরিবারের হাহাকার মোটেই ভালো চোখে নেননি অনেকে। এরপর কলকাতা সহ সমস্ত পুরসভা এলাকায় ফুটপাতে হকার বসার সুনির্দিষ্ট নিয়ম করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত পুরসভার মেয়র, জেলা শাসক ও পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক ডেকে মমতা স্পষ্ট জানান, হকারদের নির্দিষ্ট জোন করে দিতে হবে। তাঁরা পরিচয়পত্র পাবেন। সরকার নির্দিষ্ট জায়গাতেই বসবে হকাররা।

বিরোধীদের নির্বাচিত রাজনীতি উদ্বেগজনক!

বাংলায় মহিলাদের ওপরে আক্রমণ নিয়ে সংসদে সরব প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন বিরোধীদের নিশানা করেছেন। তাঁর মুখে এদিন উঠে এসেছে চোপড়া ও সন্দেশখালির প্রসঙ্গ। তিনি পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে বিরোধী দলগুলির নিন্দা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও-র উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''রাজ্যে এক মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় লোকের ছবি তোলায় ব্যস্ত ছিল। সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি।'' প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় এদিন উঠে এসেছিল সন্দেহখালির প্রসঙ্গও। সেখানে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অনেক মহিলাকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল লোকসভা নির্বাচনের আগে। সন্দেশখালির নারী নির্যাতন নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় হয়েছিল। সন্দেখশালি প্রসঙ্গে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''সন্দেশখালির ঘটনা ছিল নার্ভ র‍্যাকিং। কিন্তু সেখানে বিরোধীদের কণ্ঠ শোনা যায়নি।'' তিনি কটাক্ষ করে বলেছে, ''এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে।'' বিষয়টি নিয়ে নীরবতা পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের নেতাদের আক্রমণ করেন। চোপড়া প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর বক্তব্যে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''মহিলাদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে বিরোধীদের মনোভাব উদ্বেজনক।'' তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলার একটি ভিডিও দেখেছেন, যেখানে এক মহিলাকে মারধর করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বর্ষীয়ান বিরোধী নেতারা এব্যাপারে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেননি, রাজ্যসভায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে চোপড়ায় বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে যুগলকে ব্যাপাক মারধরে

যুক্ত হয় চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাজিমুলের নাম। এদিন বিরোধীদের নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''বিরোধীরা বলেছিল ২০২৪ সালের নির্বাচন ছিল সংবিধান বাঁচানোর।'' তবে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) তাঁদেরকে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কারণ সেই সময় সংবাদ মাধ্যমকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে দেশের মানুষ সংবিধান বাঁচাতে ভোট দিয়েছিল বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, ২০২৪-এর মানুষ এনডিএকে বাঁচাতে তাঁদের আস্থা দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বুধবার রাজ্যসভায় ভাষণ দেন এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপরে ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দুর্নীতি, বাংলায় হিংসার প্রসঙ্গ উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন সেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করছে না। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় ভাষণ দেন। ওইদিনই লোকসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা।

পুণরায় ফাইল করুন

মানহানির মামলায় রাজ্যপাল বোসকে ফের আবেদন জানাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ পূর্ব ঘোষণা মতোই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার ওই মামলা আদালতে উঠলে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে আবেদন প্রত্যাহার করে পুনরায় ফাইল করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। রাজ্যপালের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বুধবার আদালতে বলেন, ''রাজ্যপালকে জড়িয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা একাধিক মন্তব্যে সিভি আনন্দ বোসের মানহানি হয়েছে।'' প্রমাণ হিসেবে একাধিক সংবাদপত্রের এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ভিডিও ফুটেজ আদালতে হাজির করেন তিনি। এরপরই আদালত জানতে চায়, যে সব সংবাদমাধ্যমের থেকে আবেদনকারী এই খবর পেয়েছেন মামলায় সেই সব সংবাদমাধ্যমকে পার্টি করা হয়েছে কিনা। জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, ''রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে তা ইউটিউবে রয়েছে, যে কেউ সেটা দেখতে পারেন, শুনতে পারেন। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে রাজ্যপালের ওএসডি-সহ তিন জনকে ১৬০-তে নোটিশ দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল।'' বিচারপতি জানান, ''মামলা প্রত্যাহার করে পুনরায় ফাইল করুন। না হলে পদ্ধতিগত ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।'' ঘটনা সূত্রপাত, সম্প্রতি রাজ্য

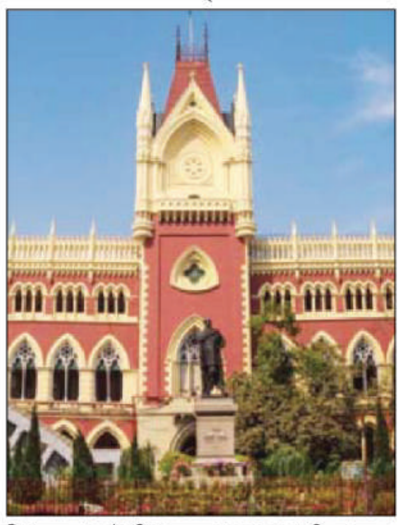

বিধানসভার দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ ঘিরে নতুন করে রাজ্য বনাম রাজ্যপালের সংঘাতে পরিস্থিতি তৈরি হয়। নবনির্বাচিত বিধায়িকা সাযন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, তিনি রাজভবনে যাবেন না বিধানসভায় শপথ নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সায়ন্তিকার বক্তব্যকে সমর্থন করে জানান, রাজভবনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে সেখানে ভয়ে যেতে চাইছেন না মহিলারা। এই প্রেক্ষিতেই সম্প্রতি রাজ্যপাল বলেন, আত্মসম্মান নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলবে তাঁদের ফল ভুগতে হবে। তাঁর স্পষ্ট কথা, ''মুখ্যমন্ত্রী আমার সাংবিধানিক সহকর্মী। কিন্তু কেউ যদি আমার সম্মান নষ্টের চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।'' তখনই বোস জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে তিনি মানহানির মামলা করবেন। জবাবে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সঞ্জয় বসু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারছি। তবে এখনও এবিষয়ে আইনি কোনও চিঠি পাইনি। চিঠি এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''রাজভবনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন। তাছাড়া উনি নিজেও একজন মহিলা।'' সঞ্জয়বাবুর আরও অভিযোগ, বিধানসভার দুই নির্বাচিত বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানকে পিছিয়ে দিতেই রাজনৈতিক কারণে এই মামলা করেছেন রাজ্যপাল।

শুভেন্দুকে রাজভবনের বাইরে ধরনায় বসার অনুমতি হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ রাজভবনের সামনে চার ঘণ্টা ধর্নায় বসতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারীরা। আদালতে এমনটাই জানাল রাজ্য সরকার। আগামী ১৪ জুলাই, রবিবার ওই কর্মসূচি করতে পারবে বিজেপি। আদালত তার অনুমতি দিয়েছে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বিজেপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে তাদের আপত্তি নেই। এর পরেই ধর্নার অনুমতি দিয়েছে হাই কোর্ট। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে শুভেন্দুর মামলার শুনানি ছিল। আদালতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, ১৪ জুলাই, রবিবার সকাল ১০টা থেকে রাজভবনের সামনে শুভেন্দুরা যদি ধর্নায় বসেন, তাতে তাঁদের আপত্তি নেই। চার ঘণ্টা ওই কর্মসূচি করা যাবে। রাজ্যের বক্তব্য মেনে আদালত জানায়, ওই দিন ওই সময়ে নির্ধারিত জায়গায় শুভেন্দুরা কর্মসূচির আয়োজন করতে পারবেন। বিচারপতি সিংহের নির্দেশ, ৩০০ জন লোক নিয়ে এই কর্মসূচি করা যাবে। শুভেন্দুদের উদ্দেশে বিচারপতি আরও জানান, কোনও ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ১৪ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন না। শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্মসূচি করতে হবে। কোনও প্রকার অশান্তি সেখানে বরদাস্ত করা হবে না। এমনকি, ধর্নাস্থল থেকে কোনও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যও করা যাবে না। দূষণবিধি মানতে হবে শুভেন্দু এবং তাঁর সঙ্গীদের। এই শর্তগুলি মেনে তাঁরা কর্মসূচি করতে পারবেন। ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনের সামনে ধর্না করতে চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। এ নিয়ে প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য। বলা হয়, ওই জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে বিজেপির কর্মসূচিতে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। শুভেন্দুদের তরফে এ প্রসঙ্গে গত বছর একই জায়গায় শাসকদলের কর্মসূচির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে রাজভবনের সামনেই টানা পাঁচ দিন

ধর্নায় বসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করেই সেই দৃষ্টান্ত আদালতে জানান শুভেন্দু। আদালত জানিয়েছিল, শাসকদলের নেতা ধর্নায় বসেছিলেন বলে তাঁদেরও ওই জায়গাতেই কর্মসূচি করতে হবে, তার কোনও যুক্তি নেই। শুভেন্দুদের কর্মসূচির জন্য বিকল্প জায়গাও খুঁজতে বলেছিল আদালত। এর পর আদালতে বিজেপির তরফে জানানো হয়, রাজভবনের সামনে কর্মসূচির অনুমতি না পেলে তাঁরা রাজ্য পুলিশের ডিজির দফতরের সামনে ধর্নায় বসতে চান। আদালতে পরে রাজ্য জানায়, রাজভবনের সামনে কর্মসূচি করতে পারবেন বিরোধী দলনেতা। রাজ্যকে কর্মসূচির দিনক্ষণ ঠিক করে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পর রাজ্য জানিয়েছিল, গত রবিবার সেই কর্মসূচি করতে পারেন বিরোধী দলনেতা। তবে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান থাকায় সে দিন ওই কর্মসূচি করতে রাজি হয়নি বিজেপি। এর পরেই রাজ্যের কাছে বিকল্প দিন জানতে চায় আদালত। পরে রাজ্য আবার জানায়, আগামী রবিবার রাজভবনের সামনে ওই কর্মসূচির আয়োজন করতে পারেন শুভেন্দু। কিন্তু ওই দিনেও রাজি হননি বিরোধী দলনেতা। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর আইনজীবী আদালতে জানান, আগামী রবিবার রথযাত্রা রয়েছে। তাই সে দিন ধর্না কর্মসূচি করা যাবে না। আদালত জানিয়ে দেয়, বুধবারই চূড়ান্ত দিন জানাতে হবে রাজ্যকে। তার পর ১৪ জুলাইয়ের কথা আদালতে জানান রাজ্যের আইনজীবী। ওই দিনই ধর্নায় বসতে হবে শুভেন্দুদের।

সব ফন্দি-ফিকির শেষ, পরীক্ষার আগের রাতেও ফাঁস হবে না প্রশ্ন! বড় সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ নিট দুর্নীতি নিয়ে দেশ জুড়ে শোরগোল, তার মাঝেই জানা গিয়েছে, পরীক্ষার আগের রাতেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল নিট-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার। দুর্নীতি কাণ্ডের মাথারা শুধু প্রশ্ন ফাঁসই নয়, তাদের কী উত্তর লিখতে হবে, তাও শিখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার আর তা হবে না। নিট-পিজি পরীক্ষায় যাতে কোনওভাবেই প্রশ্ন ফাঁস না হয়, সেই পদক্ষেপই করা হচ্ছে এনটিএ-এর তরফে। এবার পরীক্ষার দিনই তৈরি হবে প্রশ্নপত্র। তাও আবার পরীক্ষা শুরু হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসেই নিট-পিজি পরীক্ষা হবে। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবার পরীক্ষা শুরু হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে তৈরি করা হবে। মঙ্গলবারই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরা অ্যান্টি-সাইবার ক্রাইমের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন। এরপরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুন নিট-পিজি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গ্রেসমার্কস নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে দেশ তোলপাড় হওয়ায় পরীক্ষার আগেরদিনই নিট-পিজি পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা বাতিল কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভও দেখান। গত মাসেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্যয় কমিটি গঠনের ঘোষণা করেছিলেন। পরীক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে নিয়ামক সংস্থা এনটিএ-কে নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

গণপিটুনির মোকবিলায় আরও তৎপর নবান্ন, জারি হল একগুচ্ছ নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ নবান্নের কড়া হুঁশিয়ারির পরও গণপিটুনির ঘটনা ঘটেই চলেছে। মঙ্গলবার রাতেও শিয়ালদহ এলাকায় এনআরএস হাসপাতালের সামনে গণপিটুনির শিকার হয়েছেন এক যুবক। প্রসঙ্গত, হাতে আইন না তুলে নেওয়ার জন্য মঙ্গলবার বিকেলেই নবান্ন থেকে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা। তারপরও খোদ কলকাতায় যেভাবে একাংশ মানুষ হাতে আইন তুলে নিয়েছেন তাতে উদ্বিগ্ন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে জেলাতেও। পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবার নবান্ন থেকে আরও কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ পৌঁছল জেলায় জেলায়। প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার, রেল পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার-সহ পদস্থ আধিকারিকদের উদ্দেশে বুধবার এডিজি আইন শৃঙ্খলার তরফে এক নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। তাতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্য জুড়ে গণপিটুনির ঘটনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইদানিং তা আরও বেড়েছে। হাতে আইন তুলে নেওয়ার এই প্রবণতা কোনওভাবেই

বাড়তি নজরদারির কথা বলা হয়েছে। পুলিশের শীর্ষ কর্তারা মনে করছেন, বেশ কিছুক্ষেত্রে ভুয়ো খবরও ছড়ানো হচ্ছে। কারা এই ধরনের ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও চক্র পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে বলেও মনে করা হচ্ছে। এবিষয়েও নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে আন্তরাজ্য চক্রের যোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে অভিযানের কথাও বলা হয়েছে। উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে বিশেষত, নারী ও শিশুদের প্রতিও বাড়তি নজরদারির কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা একের পর এক গণপিটুনির ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, এবিষয়ে মঙ্গলবার নবান্নে পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এরপরই শীর্ষ আধিকারিকদের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা বলেন, ''জনগণকে বলব, হাতে আইন তুলে নেবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে পুলিশকে জানান। কিন্তু তা না করে হাতে আইন তুলে নিলে আমরা বরদাস্ত করব না।'' গণপিটুনির ঘটনায় মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি এবং পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও করে রাজ্য। তারপরই হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ না হওয়ায় এবার কড়া হাতে মোকাবিলার উদ্যোগ নিচ্ছে পুলিশ।

'এত বড় ঘটনা লুকোনোর চেষ্টা হয়েছে, কাউকে ছাড়ব না,' হাথরাস নিয়ে যোগী

হাথরাস, ৩ জুলাইঃ এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়াই কাল! পদপিষ্ট হয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১২১ জনের। উত্তরপ্রদেশের হাথরাস আবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। ইতিমধ্যেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। তবে তিনি এও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দুর্ঘটনা যাঁদের জন্য হয়েছে তাঁদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। নারায়ণ সাকার ওরফে 'ভোলে বাবা' নামে স্বঘোষিত এক ধর্মগুরুর ডাকে এই 'সৎসঙ্গ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার গঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক কমিটি দুর্ঘটনার নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি এও জানান, এখন থেকে এই সব অনুষ্ঠান করতে গেলে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল মানতে হবে। আদিত্যনাথ হাথরাসের এই ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ তো করেছেন। তবে তিনি আয়োজকদের নিয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, ''অনুষ্ঠানের আয়োজকরা দুর্ঘটনার বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতবড় ঘটনা লুকোনোর চেষ্টা করে তারা কেউ পার পাবে না।'' যোগীর কথায়, এই ঘটনাকে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা বলা ভুল হবে। যদি সেটাই হয়, তাহলে এতবড় ষড়যন্ত্রের পিছনে কে বা কারা আছে, তা জানতে হবে। আর এই জন্যই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতির তত্বাবধানে তৈরি হওয়া কমিটি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, যেখানে এই অনুষ্ঠান হয়, সেখানে ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি মানুষের ভিড় হয়েছিল। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত 'ভোলে বাবা' এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের মামলাও রয়েছে। তবে সংস্থার ২০২২ সালে, করোনাকালে। উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদে তিনি একটি সৎসঙ্গের আয়োজন করেন। যেখানে পুলিশ প্রশাসন মাত্র ৫০ জনের উপস্থিতির অনুমোদন দেয়। কিন্তু, করোনা বিধি ভেঙে তিনি ৫০ হাজার ভক্তের জমায়েত করেছিলেন।

'খাড়গেজি, কী হল আপনাদের?' অধীরকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস সভাপতিকে খোঁচা শমীকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ সংসদে বাদল অধিবেশন চলছে। আর তা সংসদের দু'কক্ষেই জোরদার বক্তব্য রাখছেন শাসক-বিরোধীরা। আর শাসকদলের রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে প্রথম বক্তব্য রাখলেন রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তবে সেই বক্তব্যে কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিশানা করতে বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর নাম তুলে আনলেন শমীক। আর তখনই প্রবল আপত্তি উঠতে শুরু করল সংসদের উচ্চকক্ষে। কংগ্রেস সাংসদরা এখানে আপত্তি জানিয়ে সরব হনযিনি সংসদে নেই, তাঁর নাম করে এভাবে বক্তব্য রাখা যায় না। তখন রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচলনা করছিলেন রাজীব শুক্লা। তিনিও শমীক ভট্টাচার্যকে থামিয়ে দেন। তবে শমীক ভট্টাচার্য কৌশল করেই অধীর চৌধুরীর নাম ভাসিয়ে দেন রাজ্যসভায় নিজের বক্তব্যে। উদ্দেশ্য ছিল মল্লিকার্জুন খাড়গেকে আক্রমণ করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''২০১৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় ২০০ বেশি বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনের পর ৯ জন খুন হন। কিন্তু আপনাদের একটা টুইটও আসেনি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনাদের ১০ জন কর্মী খুন হন। অধীর চৌধুরীর বিবৃতি প্রকাশ্যে আছে। কিন্তু আপনাদের কোনও বিবৃতি ছিল না। অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল রাজনৈতিক মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তিনি বড় নেতা। তিনি শুধু নিজে জেতেননি, প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জিতিয়ে এনেছিলেন।'' এই পর্যন্ত সব হজম করছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু অতীতের কথা টেনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতেই কংগ্রেস সাংসদরা হইচই ফেলে দেন। প্রবল আপত্তি ওঠায় শমীককে থামিয়ে দেন রাজীব শুক্লা। অতীতে বাংলায় বামেদের বিরুদ্ধে সরব হতো কংগ্রেসের নেতারা। সেই ইতিহাস টেনে এনে শমীক বলতে থাকেন, ''একটা সময় বামেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলত কংগ্রেস। আবার বামেরাও বলত, সাতের দশকে কংগ্রেসের সন্ত্রাসের কথা। কিন্তু এখন সেই বাম-কংগ্রেসই জোট করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বাংলায়। খাড়গেজি, কী হল আপনাদের? কাদের সঙ্গে সমঝোতা করে বিজেপির বিরোধিতা করছেন?'' এখানেই আপত্তি তোলেন কংগ্রেস সাংসদরা। বাংলায় বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বা আসন সমঝোতা যাইহোক না কেন তাতে মূল কারিগর ছিলেন অধীর চৌধুরীই। এআইসিসি না চাইলেও অধীরের জেদের জন্য এবার বাম-কংগ্রেস জোট হয়। আর বাংলায় তার ফলাফল সবাই দেখতে পেয়েছেন। কংগ্রেস একটি আসন পেয়েছে। আর বামেরা শূন্য পেয়েছে। এইসব তথ্য তুলে ধরেন শমীক ভট্টাচার্য। বক্তব্যে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষাকে ছুঁয়ে কথা বলেছেন শমীক। আবার জওহরলাল নেহরু থেকে পিথাগোরাসের তত্ত্ব এনেছেন নিজের বক্তব্যে। এমনকী হিন্দি ছবির গানের লাইনও ব্যবহার করেছেন।

ইস্তফা দেওয়া দুই প্রাক্তন এজি-তে আস্থা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মামলায় তাঁর হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে লড়ছেন দুই আইনজীবী। দুই আইনজীবীই আবার রাজ্যের প্রাক্তন এজি। একসময় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে যাঁরা এজির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁর হয়ে মামলা লড়ার জন্য সেই দুই প্রাক্তন এজির উপরই ভরসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতার সরকারের সময়েরই সেই দুই প্রাক্তন এজি হলেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জয়ন্ত মিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ইস্তফা দেওয়া এই দুই বর্ষীয়ান আইনজীবীকেই এদিন দেখা গেল মমতার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের এই মামলায়। প্রাক্তন এজি সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এজলাসে জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সওয়াল করবেন। জয়ন্ত মিত্র আলাদা করে কিছু উল্লেখ না করলেও তিনিও মমতার হয়েই সওয়াল করবেন বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে রাজ্যের এজি কিশোর দত্তও মামলায় ছিলেন। তিনি সরকারের হয়ে সওয়াল করবেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, বর্তমান এজির বদলে কেন প্রাক্তন দুই এজির উপরেই আস্থা রাখলেন মমতা? আবার ইস্তফা দিলেও মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সওয়াল করতে বর্ষীয়ান দুই আইনজীবী না করেননি বলেও খবর।

মোদীর জবাবি ভাষণে 'বিকশিত ভারত'-এর প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃগত মঙ্গলবার বিকেলে নির্ধারিত সময়েই শুরু হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাবি ভাষণ। এদিন তিনি জবাবি ভাষণে বলেন, বিকশিত ভারত থেকে উপকৃত হচ্ছেন দেশের মানুষ। তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের বহু মানুষ এই সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাঁর কথায়, গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের শহরও যেন পিছিয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টাই করা হবে।তিনি এদিন আরও বলেন, তুষ্টিকরণ নয়, আমরা সন্তুষ্টিকরণ করে চলেছি। আর এই সন্তুষ্টিকরণ হল, দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা। সেইজন্যই দেশের মানুষ আমাদের তৃতীয়বার জয় এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, ১০ বছর কাজ দেখার পরই ভারতের মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করেছে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারকে মোদী নিশানা করে বলেন, ২০১৪ সালের ওই দিনগুলোর কথা মনে করুন। আমাদের দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা বলতেন, এই দেশের আর কিছুই হবে না। সব জায়গায় এই কথা শোনা যেত। ভারতীয়দের হতাশা প্রকাশ পেত। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই দুর্নীতির খবর প্রকাশ হত। মোদী বলেন, ২০১৪-র আগে মানুষ নিজেদের ভাগ্যকেই দোষ দিতে শুরু করেছিল। নায্য রেশনও পেত না মানুষ। তারপরই মানুষ আমাদের সেবা করার সুযোগ দেন। এরপর মানুষ বলতে শুরু করেছেন, ভারত এখন সব করতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০১৪ সালের আগে ব্যাঙ্কের টাকাও লুঠ হয়ে গিয়েছিল। তারপর গতি এসেছে দেশের উন্নয়নে। যদিও এদিন তাঁর ভাষণ শুরু হতেই হট্টগোল শুরু করেন বিরোধীরা। এনিয়ে বিরোধীদের ভর্সনা করেন স্পিকার ওম বিড়লা। এমন আচরণ কাম্য নয় বলে জানান স্পিকার।

উত্তরাখণ্ডে ফের ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক

দেহরাদূন, ৩ জুলাই ঃপ্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শই ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। বুধবারও অব্যাহত ভূমিধসের ঘটনা। এদিন ভূমিধসের জেরে বন্ধ হয়ে যায় বদ্রীনাথ জাতীয় সা।ক। এছা।াও ডাবরকোটে যমুনোত্রী জাতীয়.সড়কের কাছে রাস্তাও ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।বদ্রীনাথ জাতীয় সা।কের একটি অংশ ধসে গিয়েছে। উত্তরাখণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, ধসের কারণে পাগলনালার কাছে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এছাড়াও ডাবরকোটে যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের কাছে রাস্তাও ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পা।ছে। রাস্তা পরিষ্কারের কার্যক্রম চললেও ক্রমাগত ধসের কারণে রাস্তা পরিষ্কার করতে সময় লাগছে।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখের লেহ, রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৪.৪

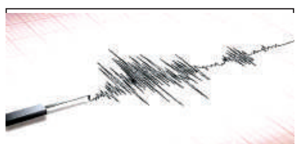

লেহ, ৩ জুলাই ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ। বুধবার সকাল ৮.১২ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৮.১২ মিনিট নাগাদ লেহ-তে ৪.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৬.১০ অক্ষাংশ ও ৭৪.৮১ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১৫০ কিলোমিটার গভীরতায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, কার্গিল থেকে ২০৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও শ্রীনগর থেকে ২২৪ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।

ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে কেন্দ্রঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে কেন্দ্র। সম্প্রতি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমার সরকার সিএএ আইনের অধীনে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু করেছে। যে পরিবারগুলি সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্ব পেয়েছে, আমি তাদের আরও ভাল ভবিষ্যত কামনা করি। আমার সরকার ভবিষ্যত গড়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে।রাষ্ট্রপতি মুর্মু একইসঙ্গে বলেছেন, সম্প্রতি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকেশনাল ক্যাম্পাসের আকারে এটিতে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। নালন্দা শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, এটি মৌলিক জ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রমাণ ছিল। আমি আত্মবিশ্বাসী যে নতুন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতকে একটি বৈশ্বিক জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, এখন আমাদের তরুণরা খেলাধুলাযও নতুন সুযোগ পাচ্ছে। আমার সরকারের কার্যকর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ভারতের তরুণ ক্রীড়াবিদরা রেকর্ড সংখ্যায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদক জিতেছে। প্যারিস অলিম্পিক কিছু দিনের মধ্যে শুরু হবে, আমরা সমস্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য গর্বিত যারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমি তাঁদের জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রাপ্তিগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ২০৩৬ অলিম্পিকের অয়োজন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কাউকে বেকার করার অধিকার আমার নেই, রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই জরিমানাঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩জুলাই ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে হকার উচ্ছেদ। চলছে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান। হকার ইস্যু এবং সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে বৃস্পতিবার আরও একবার বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি গত বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরের এই বৈঠকে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, হাওড়া পুরসভার কমিশনার, অন্যান্য পুরসভার চেয়ারম্যান, পুলিস কমিশনার, পুলিশ সুপার, জেলাশাসক, এসডিও এবং বিডিওরা উপস্থিত ছিলেন।এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, হকার উচ্ছেদ লক্ষ্য নয়। একজন হকারকে একটাই জায়গা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উচ্ছেদ করতে বলছি না, হকারদের জন্য একটি নির্দিষ্ট জোন করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, হকারদের থেকে চাঁদা তোলা বন্ধ করুন। একজন হকার, চারটে ডালা, এটা চলবে না। হকার ইউনিয়নগুলির বিষয়টা দেখা উচিত। উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গড়িয়াহাটে হাঁটার জায়গাই নেই। স্থানীয় কাউন্সিলাররা সব দেখেও, দেখেন না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, কাউকে বেকার করে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। একইসঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমরা কলকাতায় হকার কমিটির সঙ্গে কথা বলব এবং হকারদের পুনর্বাসনের কাজ করব। প্রতিটি জেলায় এই ব্যবস্থা থাকবে। বাজারের কাছাকাছি একটি বিল্ডিং থাকতে হবে, যেখানে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা থাকবে।

প্রতিটি সমাজ ও সরকার এআই থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি অনুভব করছে ঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দফতরের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার নতুন দিল্লিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন গ্লোবাল ইন্ডিয়া সামিটের উদ্বোধন করেছেন। দু''দিনের এই সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, যথার্থ প্রয়োগ ও প্রতিভার উন্মেষে সাহায্যের পাশাপাশি কৃত্রিম মেধা উদ্ভাবনের বিস্তার ক্ষেত্র নিয়ে উপস্থিত সদস্যরা বক্তব্য রাখবেন। বুধবার এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দফতরের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, প্রতিটি সমাজ ও সরকার এআই থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি অনুভব করছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে আমরা দেখেছি কীভাবে বিভ্রান্তি, ভুল তথ্য এবং ভুয়ো খবর বড় ঝুঁকি হতে পারে। সেই ঝুঁকি এআই-এর শক্তি দ্বারা বহুগুণ বেড়ে যায়। এমনটা শুধু যে আমরাই অনুভব করছি তা নয়, সমগ্র বিশ্ব একই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রতিটি সমাজ ও সরকার এআই-এর উপর ভিত্তি করে নতুন ঝুঁকি অনুভব করছে। বিভিন্ন সমাজ অত্যন্ত পদ্ধতিগত এবং চিন্তা-ভাবনার উপায়ে সাড়া দিচ্ছে... আমরা এআই-এর সম্ভাব্যতার দিকে নজর দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের সম্মিলিতভাবে একটি উপায় বের করতে হবে।

করিমগঞ্জে গণধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার পাঁচ

করিমগঞ্জ,৩ জুলাই ঃ মানসিকভাবে অসুস্থ মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল অসমের করিমগঞ্জে। এই ঘটনায় বুধবার পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে করিমগঞ্জে থানার পুলিশ।সোমবার রাতে করিমগঞ্জের কায়স্তগ্রামের রাস্তা দিয়ে.হেঁটে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। জানা যায় ওই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।রাস্তা থেকে জোর করে ওই মহিলাকে একটি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ধর্ষণ করা হয় তাকে। খবর পেয়েই স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় ঘটনার তদন্ত। খোঁজ চলে ধর্ষণকারী অভিযুক্তদের।বুধবার পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে করিমগঞ্জে থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম ফখর মিয়া, আব্দুল মুস্তাক, শামীম উদ্দিন, রিয়াজ উদ্দিন ও প্রণব শর্মাক। সূত্রে খবর, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়।এফআইআর -এর ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ। গণধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

নিট থেকে অব্যাহতিই একমাত্র সমাধান, মন্তব্য অভিনেতা বিজয়ের

চেন্নাই, ৩ জুলাই ঃনিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন তামিল অভিনেতা তথা টিভিকে দলের প্রধান বিজয়। বুধবার দলের এক অনুষ্ঠানে বিজয় বলেছেন, নিট পরীক্ষার ওপর থেকে মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে। দেশের নিট-এর এর দরকার নেই। নিট থেকে অব্যাহতিই একমাত্র সমাধান।অভিনেতা বিজয় আরও বলেছেন, ''রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া নিট-এর বিরুদ্ধে প্রস্তাবকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আমি কেন্দ্রীয় .সরকারকে অনুরোধ করছি, তামিলনাড়ুর জনগণের আবেগকে সম্মান করতে। শিক্ষাকে সমকালীন তালিকা থেকে রাজ্য তালিকার আওতায় আনা উচিত।অভিনেতা বিজয়ের কথায়, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসাবে, একটি ''বিশেষ সমবর্তী তালিকা'' তৈরি করার জন্য ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করা উচিত ও তাতে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য যুক্ত করা উচিত।

'দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাও আন্দোলন' শুরু করেছে কংগ্রেস, নিশানা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃবুধবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস এখন ' ভ্রষ্টচারী (দুর্নীতিগ্রস্ত) বাঁচাও আন্দোলন শুরু করেছে। দুর্নীতিবাজদের জেলে পাঠানো হলে কংগ্রেস হাঙ্গামা করে।'কংগ্রেসের পাশাপাশি আম আদমি পার্টি (এএপি)-র বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন মোদী। বলেন, দুর্নীতি করে এএপি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় এএপি-র। এএপি-র দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয় কংগ্রেস-ই। কিন্তু যখন আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে মামলা হয়, তখন উল্টে মোদীকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এএপি-র বিরুদ্ধে আদালতে শুনানি শুরু হলে, এখন সেই দুই দল (কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি) বন্ধু হয়েছে বলে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

জিওফ্রে বয়কট দ্বিতীয়বার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন

লন্ডন, ৩ জুলাই ঃ ইংলিশ কিংবদন্তি জিওফ বয়কট। ৮৩ বছর বয়সে দ্বিতীয়বারের মতো গলায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথা নিজেই জানিয়েছেন বয়কট। এর আগে ২০০২ সালে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি নিয়ে সুস্থ হয়েছিলেন।ইংলিশ প্রাক্তন এই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্যান্সার অপসারণের জন্য তৈরি হচ্ছেন।

সাগরে প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জনের আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসী কে

নিজস্ব সংবাদদাতা,সাগর ঃ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস। সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক দের নিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জনের আহ্বান জানান হল।বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন প্রতি বছর ৩রা জুলাই, আমরা 'আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস' উদযাপন করি। এটা একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ, যার লক্ষ্য প্লাস্টিক ব্যাগ নির্মূল করা এবং টেকসই বিকল্প প্রচার করা। এই দিনটি প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবেশগত প্রভাব তুলে ধরে এবং আমাদের পরিবেশ বান্ধব অভ্যাস গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। পরিবেশগত সুবিধার বাইরে, এই আন্দোলন আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের সাথে গভীর সংযোগের সুযোগ দেয়। প্রধান শিক্ষক বলেন প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবেশগত প্রভাব প্লাস্টিক ব্যাগ, যদিও সুবিধাজনক, গুরুতর পরিবেশগত পরিণতি আছে। তারা দূষণে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে, বন্যপ্রাণী এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে। শত শত বছর ধরে অপচনশীল হওয়ার ফলে তারা মাটি ও জলে বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত করে, যা মানুষ ও প্রাণীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করে। প্লাস্টিকের ব্যাগ প্রত্যাখ্যান করা আমাদের গ্রহকে রক্ষা করার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার একটি পদক্ষেপ। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা অর্পণা শীট বলেন ভআন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস আমাদের সচেতন জীবন চর্চার আমন্ত্রণ জানায়। এতে আমরা যে পছন্দগুলি করি সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাদের বিস্তৃত প্রভাব বোঝার অন্তর্ভুক্ত। আমরা কীভাবে এই অনুশীলনটি গ্রহণ করতে পারি তা এখানে বলা হয়েছে ঃশম্পামহতা মান্না বলেন পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্যাগ ব্যবহার করুনঃকাপড় বা অন্যান্য টেকসই উপকরণ দিয়ে তৈরি পুনঃ ব্যবহারযোগ্য ব্যাগ বেছে নিন।ভ শিক্ষিত করুন এবং অনুপ্রাণিত করুনঃআপনার সম্প্রদায়ের সাথে প্লাস্টিকের ব্যাগের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করুন।সুস্মিতা দিদিমণি বলেন মননশীল ব্যবহার ঃআপনার খাওয়ার অভ্যাসের প্রতিফলন করুন এবং সর্বনিম্ন প্যাকেজিং সহ পণ্যগুলি বেছে নিন। প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস শুধু প্লাস্টিক ব্যাগ প্রত্যাখ্যান নয় এটি আমাদের চেতনা জাগ্রত করার এবং আমাদের গ্রহের জন্য দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান। আমাদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে আমাদের ক্রিয়াগুলি সারিবদ্ধ করে, আমরা আরও টেঁকসই এবং সুরেলা বিশ্ব তৈরি করতে পারি। প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন করে বিশ্ব কে দূষণ মুক্ত করা আমাদের কর্তব্য ।ভপ্রতি বছর ৩ জুলাই আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস পালিত হয়। দিবসটি প্লাস্টিক দূষণের প্রতি সকলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পালিত হয়। সচেতন করার জন্য প্রায়১৫০০টি সংস্থা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা সাধারণ মানুষ কতটা সচেতন তা আমরা নিজেরাই জানি। আমরা কেনা কাটার সময় কেউই প্লাস্টিক ব্যাগে মাল নিতে না করিনা। আমরা আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির ভেতরে এবং বাড়ির বাইরে আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই কী ভয়ঙ্কর অবস্থা তা বুঝতে পারব। দেখতে পাব প্লাস্টিক ব্যাগের কান্না। আইন আছে, কিন্তু আইন পালন করার কেউ নেই, সবাই আইন অমান্যকারী, এমনকি আমিও ।ভ তাই ৩রা জুলাই, আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস। আসুন সকলে সচেতন হই, প্লাস্টিক নয় ব্যবহার করি পাটের তৈরি পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যাগ। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে সাথে বাঁচবে বাংলার পাট-শিল্প। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় ৭৩ শতাংশ পাট উপাদিত হয় আমাদের বাংলায়। বাংলার শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হোক, পৃথিবী দূষণমুক্ত হোক, বর্জন করুন প্লাস্টিক ব্যাগ। শুভদীপ, নন্দিনী, অঙ্কিতা এই সকল শিশু শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগ ও সিঙ্গেল ব্যবহার করে ফেলেদেওয়া প্লাস্টিক বর্জ্যনের আহ্বান জানান।

ভয়াবহ করিমগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি, বাস্তুচ্যুতদের জন্য খোলা হয়েছে ৩০টি ত্রাণ শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুলাইঃ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে করিমগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি। বন্যায় বাস্তুচ্যুতদের জন্য জেলা প্রশাসন খুলেছে ৩০টি ত্রাণ শিবির, জানিয়েছেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব।জেলাশাসক মৃদুল যাদব জানান, জেলার তিনটি প্রধান নদী, কুশিয়ারা, লঙ্গাই এবং সিংলা, বিপদচিহ্নের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুশিয়ারার জল ঢুকে জেলা সদর শহরকে তছনছ করে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে বাস্তুচ্যুত জনগণকে আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্কুল এবং অন্যান্য কমিউনিটি বিল্ডিংয়ে ৩০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ওই সব ত্রাণ শিবিরে ৯,২১২ জন আশয় নিয়েছেন। তিনি জানান, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বলেছেন জেলাশাসক।তিনি বলেন, প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতে নদীগুলির জলস্তর ব্যাপক বেড়েছে। প্লাবিত হয়েছে ঘরবাড়ি, কৃষিখেত এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জেলার সব স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেন, সবচেয়ে বেশি বন্যার কবলে পড়েছে জেলার পাথারকান্দি, রামকৃষ্ণনগর এবং বদরপুর বিধানসভা এলাকা। পাথারকা।িদর প্রায় পাঁচটি স্থানে লঙ্গাই নদীর বাঁধ ভাঙায় জল জনপদে ঢুকছে। জেলাশাসক বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বতোপ্রকারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রশাসন। ত্রাণ শিবিরগুলিতে পৌঁছনো হচ্ছে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী, জানান জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক, পুলিশকে তিরস্কার হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ এক অদ্ভুত মামলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে কড়া তিরস্কার করল কলকাতা হাইকোর্ট।সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক লাইভ সম্প্রচারিত হচ্ছিল। সেই সময়েই লাইভের কমেন্ট বক্সে মন্ত্রী অরূপ রায়-সহ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন এরশাদ সুলতান নামে হাওড়ার এক বাসিন্দা। গত ২৮ জুন মুখ্যমন্ত্রীর ওই বৈঠক লাইভ হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেইদিনই ওই অভিযোগ তুলে কমেন্ট করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছিল। ৩০ জুন গ্রেফতার করা হয়েছিল ওই ব্যক্তিকে। সেই নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চ বুধবার নির্দেশ দিয়েছে, অভিযুক্তকে এদিন বিকেল ৫টার মধ্যে জেল থেকে ছেড়ে দিতে হবে।বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিন মন্তব্য করেন, ব্যক্তিঃ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে পুলিশ। এদিন মামলার শুনানির সময় বিচারপতির প্রশ্ন, কোনও নাগরিক ক্ষোভ জানালে, তাকে গ্রেফতার করা হবে? অরূপ রায় কি কোনও অভিযোগ দায়ের করেছেন? বিচারপতি সিনহার মন্তব্য, ' ব্যক্তির নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোলের ঘটনায় তৃতীয় ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করল, আর পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করল?' বিচারপতি এদিন মন্তব্য করেন, ' নাক গলিয়েছে পুলিশ।' এদিনই বিকেল পাঁচটার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পাশাপাশি যেদিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেদিনের অর্থাৎ, ৩০ জুন শিবপুর থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণেরও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা।

দিল্লিতে অত্যধিক বৃষ্টির পূর্বাভাস, ভারী বর্ষণের সতর্কতা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃদেশের সর্বত্রই পৌঁছে গিয়েছে বর্ষা, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কোথাও ভারী, আবার কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বৃষ্টিতে ভাসছে, বৃষ্টিতে দুর্বিষহ অবস্থা রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যেও। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও দিল্লিতে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।অসম ও মেঘালয়-সহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এমনিতেই বৃষ্টি হচ্ছে। আইএমডি জানিয়েছে, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরামে আগামী কিছু দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছা।াও ৫ ও ৬ জুলাই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে কর্ণাটক উপকূলে। গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রেও বৃষ্টি হচ্ছে, আর সেই বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে।

পামবান রেল সেতুর কাজ শেষের মুখে, শীঘ্রই রামেশ্বরমে শুরু হবে ট্রেন পরিষেবা

রামেশ্বরম, ৩ জুলাই ঃ রামেশ্বরম দ্বীপ অঞ্চলের প্রবেশদ্বার পামবানে নতুন রেল সেতু নির্মাণের কাজ চলছে জোরকদমে। পামবান রেল সেতুর কাজ প্রায় শেষের মুখে, ১.৬ কিলোমিটারের ১০০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকি রয়েছে আর মাত্র অল্প কিছু কাজ। কাজ সমাপ্ত হলেই রামেশ্বরমে শুরু হয়ে যাবে ট্রেন পরিষেবা।সেতুটি তৈরি করতে ব্যয়.হয়েছে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ২০২০ সালে। আধুনিক বৈদ্যুতিক লিফট প্রযুক্তির সঙ্গে ডিজাইন করা ড্রব্রিজটি ১৩ মার্চ নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়াররা একটি হাইড্রোলিক সিস্টেম ব্যবহার করে ড্রব্রিজটি তুলতে চারটি ইস্পাত পিয়ার ও সংযুক্ত লোহার প্লেট এবং চাকা স্থাপন করেছিলেন। শীঘ্রই সেতুর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এর পরেই ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সুষ্ঠুভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, পুণ্যার্থীদের সব ধরনের সহায়তা প্রশাসনের

জম্মু, ৩ জুলাই ঃকঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা সুষ্ঠুভাবে চলেছে। বুধবার অমরনাথ যাত্রার পঞ্চম দিনে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী পবিত্র গুহা দর্শন করেছেন। তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়, তাই সব ধরনের পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। যাত্রাপথে মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী।চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে ২৯ জুন থেকে, চলবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীদের জন্য লাইভ টেলিকাস্টের (সরাসরি সম্প্রচার) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বরফে ঢাকা শিবলিঙ্গের গুহা দর্শনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা ভিড় করেন অমরনাথে। এ বছরও অন্যথা হয়নি, ৫২ দিন ধরে পুণ্যার্থীরা অমরনাথ দর্শন করতে পারবেন। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের পহেলগাঁও থেকে ৪৮ কিমি এবং মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরওয়ালের বালতাল থেকে ১৪ কিমি হেঁটে পৌঁছাতে হয় অমরনাথে। দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ হলেও মহাদেবের টানে বয়স নির্বিশেষে ভক্তদের সমাগম হয় এই পুণ্যস্থানে।

হাথরাসের ঘটনার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার সম্পূর্ণ দায়ীঃঅখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের হাথরাসে পদপিষ্ট হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে উত্তর প্রদেশ সরকারকে দুষলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বুধবার অখিলেশ যাদব বলেছেন, হাথরাসের ঘটনার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার সম্পূর্ণ দায়ী।সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। আমরা এই ঘটনায় শোকাহত। উত্তর প্রদেশ সরকার এবং প্রশাসন এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এই ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছে সরকারের অবহেলার কারণে। সঠিক চিকিৎসার অভাবে কিছু আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বিজেপি সরকার এই ঘটনার জন্য দায়ী।

উচ্ছেদের পাশাপাশি পুনর্বাসনের ভাবনা পুরসভার

বাঁকুড়া, ৩ জুলাই রাস্তা জবরদখল হঠাতে হকার উচ্ছেদের পাশাপাশি হকারদের পুনর্বাসনের চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে বাঁকু।া পুরসভা।এনিয়ে দফায় দফায় বৈঠকও হয়েছে।ইতিপূর্বে নতুন চটির কৃষান মাণ্ডিতে হকারদের জন্য স্থান নির্ধারিত হলেও অধিকাংশ হকার সেখানে যেতে রাজি হননি।অনেকে তাদের মালপত্র নিয়ে দোকানও মেলেছিলেন কিন্তু ক্রেতা না মেলায় তারা ফের রাস্তাতেই বসে প।নে।একদিকে হকার অপরদিকে এক শ্রেণীর দোকানদার তাদের দোকানের সামনের ফুটপাত দখল করে মালপত্র সাজিয়ে রাখছেন।ফলে রাস্তায় ফুটপাত বলে কিছু নেই ,শহরের প্রধান রাস্তায় ভি। ঠেলেই যাতায়াত করতে হয়।সঙ্কুচিত রাস্তায় যানজটে জেরবার শহরবাসী।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পর নড়েচড়ে বসেছে রাস্তা জবরদখল মুক্ত করতে।বাঁকু।া জেলা প্রশাসন ও পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তা জবরদখল মুক্ত করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়।তিন দিন ধরে মাইকযোগে প্রচার করে রাস্তা থেকে জবরদখল সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।১লা জুলাই চূড়ান্ত সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।মঙ্গলবার থেকেই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পুরসভা আটঘাট বেঁধেই নামতে চাইছে।ইতিমধ্যেই সুভাষ রোড, ব।বাজার, রানীগঞ্জ মো।, লালবাজারের মত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে দোকানদাররা ফুটপাত ফাঁকা করলেও মাচানতলা ,কলেজমো। পোস্ট অফিস, মসজিদ গোড়া এলাকায় যথারীতি হকাররা কেনাবেচা করছে।এমনকি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত শেড ও জবরদখলেই ।এদিকে ব্যবসায়ী সংগঠন চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকেও ব্যবসায়ীদের সরকারি জায়গা, ফুটপাত দখলমুক্ত করার সরকারী নির্দেশ পালন করার আবেদন জানানো হয়েছে। চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক মধুসূদন দরিপা জানান রাস্তা ফুটপাত জুড়ে যারা ব্যবসা করছেন তাদের সরকারি জায়গা খালি করে নিজ নিজ দোকানঘরে ব্যবসা করার আবেদন জানানো হয়েছে।এবিষয়ে পুরপ্রধান অলকাসেন মজুমদার বলেন আমরা কাউকে উচ্ছেদ করতে চাইছি না।সরকারি জায়গা, ফুটপাত যারা দখল করেছেন তাদের খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।হকারদের পুনর্বাসনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে।সদর থানার আই সি, উপ পুরপ্রধান সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠক করা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৮ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ৩ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১৯ আষা।, চান্দ্রঃ২৭ বামন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দ; বাংলাদেশঃ ১৯ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১২ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৭ ইঙা, আসামঃ১৮ আহার, মুসলিমঃ২৬-জিলহজ্জ-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ ৫৪ঃ১১ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ ২২ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০২ঃ৪৮ঃ৩৬(৩)(এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ১২ঃ২৩(৪)(কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) সকাল ঘ ০৫ঃ৪৮ঃ৩৪ দং ১২৩৭.৫ পর্যন্ত পরে নক্ষত্রঃরোহিণী সকাল ঘ ০৪ঃ২৭ঃ০৭ দং ৫৮৩৮৪২.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃগর বিকাল ঘ ০৬ঃ১০ঃ২৬ দং ৩২৫৭৫২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশূল সকাল ঘ ১০ঃ ০৭ঃ৪০ দং ১২৫০৫৭.৫ পর্যন্ত পরে গণ্ডঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৩৯ঃ ৫৬ থেকে - ১১ঃ১৪ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৪ঃ৪৯ থেকে - ০৫ঃ ২৯ঃ০২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২২ঃ ৩৫ থেকে - ০৯ঃ৫৪ঃ৪৯ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০২ঃ০৯ থেকে - ০১ঃ ২৭ঃ০৩ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১৪ঃ০৯ থেকে - ১২ঃ০৭ঃ৪২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ৩৭ঃ১৬ থেকে - ১১ঃ১৯ঃ৪২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ৪০ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ২১ঃ২১ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২০ঃ০৬ থেকে - ১০ঃ০০ঃ৩১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০ঃ২ঃ০৬ থেকে- ঃ ৩৯ঃ৪১ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ২১৭৪৭৪০ (৬) ৪ পদ চন্দ্রঃ ১২২৯১৬ (৪) ৪ পদ,মঙ্গলঃ০২১১০২৮ (২) ৩ পদ বুধঃ৩৬১৬১১ (৮) ১ পদ,বৃহস্পতিঃ ১১৫১৩৫০ (৪) ২ পদ শুক্রঃ ২২৬১৬৪ (৭) ২ পদ,শনিঃ ১০২২২৯৯ (২৫) ১ পদসরাহুঃ ১১১৯১০৩৫ (২৭) ১ পদসকেতুঃ ৫১৯১০৩৫ (১৩) ৩ পদসশনি বক্রি।লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ ৫৩ঃ২৪ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, আবার কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৭শতকরা এবং ৯১শতকরা। জোয়ার- সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। গৃহ- সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না করাই ভালো।

বৃষ রাশিঃ উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের কাজ সম্পন্ন করুন।

মিথুন ঃ অর্থকষ্ট আসতে পারে। বাবার শরীর সামান্য খারাপ হলেও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। চাকরিরত জাতক-জাতিকাদের কর্মে উন্নতি সম্ভব।

কর্কট রাশি ঃ আপনার জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। এই সময় শেয়ারে বিনিয়োগের ফলে বাড়তি উপার্জন হতে পারে।

সিংহ রাশি ঃ জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। এই সময় শেয়ারে বিনিয়োগের ফলে বাড়তি উপার্জন হতে পারে। সড়কপথে কোনও ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন না।

কন্যা রাশি ঃ আপনার আর্থিক অবস্থা খুব একটা অনুকূলে থাকবে না। স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় হতে পারে।

তুলারাশি ঃ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে বহুদিন বাদে সম্পর্ক তৈরি হবে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা সেবা ও পরোপকারের মধ্য দিয়ে মানসিক শান্তি লাভ করবেন।

বৃশ্চিক রাশি ঃ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময় অসুস্থতার জন্য পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হবে না। লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে যাবেন না।

ধনু রাশি ঃ কর্মপ্রার্থীদের নতুন কাজের সুযোগ আসবে। সৃষ্টিশীল কাজে বিশেষ স্বীকৃতির যোগ ও অর্থপ্রাপ্তি।

মকর রাশিঃকর্মে উন্নতি ও আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্য করা যায়। বাবা-মায়েরা সন্তানের প্রতি সচেতন হোন। পরিবারে ভাইবোনদের ব্যবহারে কষ্ট পেতে পারেন।

কুম্ভ রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ফলে পদোন্নতি আটকে যেতে পারে।

মীন রাশিঃ অত্যধিক ব্যয়ে নজর দেওয়া দরকার। এই সময় মনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। জাতক-জাতিকার শর্করা বৃদ্ধি ও রক্তচাপ সাময়িক অসুবিধায় ফেলতে পারে।

মেঘলা আকাশ দক্ষিণবঙ্গে নিম্নমুখী হল তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ সারা সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, আবার কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা নেই। উত্তরবঙ্গের পাহাড় লাগোয়া জেলাগুলিতে আবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৪ জুলাই পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। এরপর ৫ জুলাই মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পঙ ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৪ জুলাই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে, এই জেলাগুলিতে হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৫ জুলাই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙ জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম। এদিন সকাল থেকে মেঘলা আকাশ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই। আবহাওয়া রয়েছে মনোরম। বৃষ্টিও হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে।

আন্দুলে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ নেশায় ব্যবহৃত নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের খোঁজ মিলল হাওড়ার আন্দুলে। এর পিছনে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগ থাকার অভিযোগ উঠেছে। সাঁকরাইল থানা এলাকার আন্দুল স্টেশন রোড সংলগ্ন দুইল্যা পরিচয় পার্কের কাছে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিস পেটি পেটি সিরাপের বোতল উদ্ধার করেছে। সব মিলিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৬৯ লিটার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। বাংলাদেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে এই সিরাপের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিস। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত দফায় দফায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, হাওড়া সিটি পুলিসের গোয়েন্দারা এবং সাঁকরাইল থানার পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেন আন্দুল স্টেশন রোডের ওই বাড়িতে। সেখানে থরে থরে সাজানো নিষিদ্ধ সিরাপের পেটি। সব মিলিয়ে পাওয়া গিয়েছে ২৬টি পেটি। পুলিস জানিয়েছে, ওই বাড়ি থেকেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হল দীপেন চট্টোপাধ্যায়, সুরজ মহানন্দ এবং জাভেদ আক্তার। ধৃতদের মধ্যে দীপেন আন্দুলের বাসিন্দা। বাকি দু'জনের বাড়ি ওড়িশায়। গত কয়েক মাস ধরেই এই বাড়িতে চলছিল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ মজুত করার কাজ। প্রসঙ্গত, আন্দুল রোডের এই বাড়ি থেকে ৩৬৯ লিটার কাফ সিরাপ ছাড়াও প্রচুর নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। সেই নথিপত্র যাচাই করে পাচারচক্রের আরও গভীরে যাওয়া যাবে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওষুধের ব্যবসা করার নামে বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে সাঁকরাইলের বিডিও বলেন, নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ভর্তি ২৬টি পেটি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও ওই কাফ সিরাপের বেশ কিছু খুচরো বোতলও পাওয়া গিয়েছে ওই বাড়ি থেকে।

নিউটাউনে উল্টে গেল গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৩ জুলাই ঃ নিউটাউনে বেপরোয়া গতির কারণে উল্টে গেল গাড়ি, গুরুতর জখম দুই। দুর্ঘটনাটি ঘটে নিউটাউন নজরুল তীর্থের সামনে। জানা গিয়েছে, বিশ্ব বাংলা সরণী দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল প্রাইভেট গাড়িটি। মাত্রাতিরিক্ত গতিবেগে ছুটছিল গাড়িটি। নজরুল তীর্থের সামনে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায় ওই গাড়ি। প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, এরপর ছিটকে উল্টোদিকের সার্ভিস রোডে গিয়ে পড়ে উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়ির চালক ও পাশে বসা যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চালক ও সহযাত্রী মত্ত ছিল কি না, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৪৯ জনকে ভাতা দেওয়ার কেন্দ্রীয় অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার আরও দেড়লক্ষ মানুষকে বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভাতার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর সমস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে অনলাইন বৈঠক করে দ্রুত অপেক্ষার তালিকায় থাকা নামের তালিকা থেকে যোগ্য উপভোক্তাদের বাছাই করতে বলা হয়েছে। তাদের নাম সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ মানুষ বিধবা ভাতা পাচ্ছেন। বর্তমানে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন ৫ লক্ষ চার হাজারের বেশি মানুষ। বিশেষভাবে সক্ষম ভাতার উপভোক্তা সংখ্যা ৪০ হাজার ৬৮৫। অথচ তিনটি বিভাগ মিলিয়ে ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৪৯ জনকে ভাতা দেওয়ার কেন্দ্রীয় অনুমোদন রয়েছে। অর্থাৎ এখনও আরও দেড় লক্ষ মানুষকে এই ভাতা দেওয়া সম্ভব। সেকারণে দ্রুত এই তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে।

সুন্দরবনে ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ জুলাই ঃ সু ন্দরবনে ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে চিংড়ি চাষিরা।দীর্ঘ সাফল্যের পরে ও ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখ দেখছেন চাষিরা। পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে এই চিংড়ি চাষ করে মৎস্যজীবীরা আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছিলেন। কিন্তু এ বছর হঠাৎ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে চাষিরা। জানা যায়,একেবারে প্রাচীন পদ্ধতিতে দেশীয় বাগদা চিংড়ি চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৪০০ থেকে ৫০০ কেজির মতো বাগদা চিংড়ি উপাদন সম্ভব। তবে এই চিংড়ি নিবি। পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি দেড় টন থেকে দুই টন চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, নিবিড় পদ্ধতিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। এতে লাভ হয় প্রচুর। কিন্তু সঠিক উপায়ে ভেনামি চিংড়ি চাষ না করা গেলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। জল ও বর্জ্য পদার্থ শোধন, বায়ু সঞ্চালন,স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগের তথ্য সংরক্ষণ,খাদ্য প্রয়োগ সহ অন্যান্য

তথ্য ঠিকমতো না রাখলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। এই চিংড়ি চাষে ৯০ দিনের কালচারের সময় লাগে।সেই কালচারের সময় কম হলে অথবা মড়ক দেখা দিলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে পড়ে মস্যজীবীরা। বর্তমানে এই চিংড়ির বাজার দর ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি দরে। ফলে কৃষকরা খুবই নিরাশ হচ্ছেন। আর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হোক এটাই চাইছেন কৃষকেরা। এই মুহূর্তে সরকারি হস্তক্ষেপ অথবা বড় আড়তদের দ্বারা এই চিংড়ির দাম বাড়ানো হলে তবেই মস্যজীবীরা লাভবান হবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। আর ক্যানিং, কুলতলি, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ,নামখানা সহ সুন্দরবনের বহু এলাকায় চাষের জমিকে চিংড়ি চাষের ভেড়ি বানিয়ে ভালো লাভের আশায় ভেনামি চিংড়ি চাষ করেছিলো চাষিরা। কিন্তু বর্তমানে চিংড়ির খাবার সহ অন্যান্য জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেলে ও চিংড়ির বাজার দর বাড়েনি। উৎপাদন প্রচুর হলে ও বিক্রয় দর না বাড়ার ফলে ক্ষতির সামনে পড়েছেন চাষিরা।এ ব্যাপারে কুলতলি ও মৈপীঠ এলাকার কয়েকজন চিংড়ি চাষি বলেন,আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ভেড়িতে ভেনামি চিংড়ি চাষ করছি। কিন্তু এ বছর এই চিংড়ির বাজার দর ঠিক মতন না পাওয়ায় ক্ষতির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। আমরা চাই সরকার এব্যাপারে কিছু করুক।

নিট কেলেঙ্কারিতে নাম জড়াল কলকাতার! নিউটাউনের আবাসনে তল্লাশি সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ নিট কেলেঙ্কারির তদন্তে বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের নাম উঠে এসেছিল আগেই। এবার নাম জড়ালো বাংলার পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডেরও। এবার স্নাতক স্তরে ডাক্তারির এই প্রবেশিকা পরীক্ষার কারচুপিতে জড়াল কলকাতার নামও। ঝাড়খণ্ডে তদন্ত করার সময় নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটের মালিক, অমিত কুমারের নাম উঠে আসে। বুধবার সকালে তাঁর নিউটাউনের আবাসনে হানা দেয় সিবিআই। অমিতের ফ্ল্যাট তালা বন্দি থাকায় প্রথমে ঢুকতে বেগ পান আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ফ্ল্যাটে ঢোকেন তাঁরা। তবে অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কে এই অমিত কুমার? কী করেন? নিট কেলেঙ্কারির সঙ্গে তিনি কী ভাবে যুক্ত উঠছে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠে আসছে। ডাক্তারির এই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে তোলপাড় দেশ। ঝড় ওঠে সংসদে। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে সিবিআইকে তদন্তের সুপারিশ করে কেন্দ্র। তদন্তে নেমে একাধিক বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাকদের গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ঝাড়খণ্ডেও তদন্তে নামে সিবিআই। প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড থেকেই প্রথম প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল, তা মিডল ম্যানদের মাধ্যমে বিহারে পৌঁছয়। পরীক্ষার আগের রাতে তা পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছয়। ঝাড়খণ্ডে তদন্ত চলাকালীন উঠে আসে অমিত কুমারের নাম। তাঁর আবাসনেই তল্লাশি চালাচ্ছেন সিবিআই। অমিত কুমার নিট প্রশ্ন পত্র ফাঁসে অন্যতম অভিযুক্ত বলেই দাবি সিবিআই আধিকারিকদের।

বিদ্যাধরীর লকগেটে ফুটো হয়ে জল ঢুকছে তপসিয়ার খালে,সারাইয়ের নির্দেশ তারক সিং-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ মহানগরের পঁচাত্তর শতাংশ বৃষ্টির জল যে নদী দিয়ে বেরোয়, তারই লকগেটে 'ফুটো' হাতেনাতে ধরলেন মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। বর্ষায় শহরের খাল কী অবস্থায় আছে। পরিদর্শনে বেরিয়েছিল নিকাশি বিভাগ। সেখানেই মেয়র পারিষদ দেখেন, বিদ্যাধরী নদীর ঘুসিগাটা লক গেটের পাঁচ নম্বর গেটে রয়েছে বড়সড় ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে জোয়ারের সময় খালের জল নদীতে যাওয়ার বদলে উলটে চলে আসছে খালে। তপসিয়া এলাকায় রয়েছে সুদুর বিস্তৃত খাল, যা পুরসভার কাছে স্টর্ম ওয়াটার আউটলেট নামে পরিচিত। এই 'স্টম ওয়াটার আউটলেট' খাল দিয়ে বর্ষার জল বিদ্যাধরী নদীতে পড়ে। কিন্তু ঘুসিগাটা লক গেটের ফাটলের ফলে উলটো পথে জল চলে আসছে খালে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি। সামনে ভরা শ্রাবণ। তার আগে এই লকগেট মেরামত না হলে ভেসে যেতে পারে কলকাতা! এই অবস্থা দেখার পরই লকগেটের মেকানিক্যাল বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের দ্রুত তা ঠিক করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র পারিষদ। পনেরো দিনের মধ্যে ফাটল ঠিক করতে হবে নির্দেশ দিয়েছেন তারকবাবু। ফাটল ধরা পড়েছে কেষ্টপুর লক গেটেও। সেখানেও একই অবস্থা। জোয়ারের সময় বিদ্যাধরীর জল উলটো ঢুকছে

কেষ্টপুর খালে। শহরের খালগুলি সেচ দপ্তরের অন্তর্গত। সমস্ত খাল পরিদর্শন করে একটি অডিও ভিজুয়াল প্রেজেন্টশন তৈরি করেছে নিকাশি বিভাগ। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে তা তুলে দেওয়া হয়েছে সেচ দপ্তরের হাতে। পুরসভা সূত্রে খবর, কুড়ি দফা সমস্যা চিহ্নিত করেছে নিকাশি বিভাগ। তার মধ্যে অন্যতম একাধিক খালের দুপাড়ে জবরদখল। আর যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলার অভ্যাস বেড়েছে। দক্ষিণ শহরতলির সন্তোষপুর জোড়াব্রিজে সুতি খাল আর গুনিয়াগাছি খালে জলের স্রোত অত্যন্ত কম। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কথায়, যথেচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যবহারের ফলেই বাধা পাচ্ছে জলের স্রোত। দক্ষিণ শহরতলির মুকু ঃদপুর দাসপাড়া ব্রিজের কাছেও খালে জলের স্রোত নেই বললেই চলে। এই খালে জলের স্রোত বাড়ানোর জন্য সেচ দপ্তরকে বলেছে নিকাশি বিভাগ। একাধিক খালে জবরদখল পুরসভার মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশ জবরদখল হতে থাকায় খাল ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে পলি তোলার কাজ। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, সেচ দপ্তরের জায়গা দখল করে বাড়ি উঠে গিয়েছে। পলি তুলে বোটে করে পাঁচ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ফেলা বিপুল খরচসাপেক্ষ। ফিরহাদ জানিয়েছেন, ঠিক হয়েছে খালের দুপারে স্থায়ী রাস্তা তৈরি করবে পুরসভা। তাহলে ব্ল্যাক টপে জবরদখল করা ঠেকানো যাবে। বেলেঘাটা খাল, সুতি খাল, বেগোর খালে জবর দখল সরাতে অভিযান করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা-সেচ দপ্তর। ফিরহাদ বলেছেন, এর পর খালে ময়লা ফেললে মোটা টাকা জরিমানা নেওয়া হবে।

বাজেটে বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ অংশের ছাড়পত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার চলতি অর্থবছরে কর্মচারীদের বেতন, চিকিৎসা খরচ, ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড এবং বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের জন্যে বাজেটে বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ অংশের ছাড়পত্র দিয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কর্মচারীদের বেতন ও চিকিৎসা খরচের ৭৫ শতাংশ, ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের জন্যে ৭৫ শতাংশ এবং জয় বাংলা ও লক্ষীর ভান্ডারের মত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ৫০ শতাংশ অর্থ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জেলায় জেলায় জমি জরিপের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ বেহাত হয়ে যাওয়া খাস জমি পুনরুদ্ধার করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত রাজ্য প্রশাসন জেলায় জেলায় জমি জরিপের কাজ শুরু করেছে। বিভিন্ন সরকারি দফতরের অধীনস্থ জমির পাশাপাশি সরকারের ল্যান্ড ব্যাংকের আওতায় থাকা জমির বাস্তবিক পরিমাপ নির্ধারণ করতেও জরিপ করে দেখা হবে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে খুব প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিনিয়র আইএস আধিকারিক বিবেক কুমার কে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। তারপরেই বিভিন্ন জেলাকে এই সমীক্ষা করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে চলতি সপ্তাহেই বিবেক কুমার নবান্নে এই বিষয় নিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। সেখানে তার কাছে বিভিন্ন জেলায় থাকা খাস জমির পরিমাণ এবং তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা হবে। তারপরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে।

ভিন রাজ্যের পড়ুয়ারাও বেছে নিচ্ছে বাংলাকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ বাংলায় শিক্ষার হাল নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ঘিরে বেড়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তা সত্ত্বেও এবার বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ' ছবি তুলে ধরলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। হাতিয়ার করলেন কলেজে ভর্তির জন্য ভিন রাজ্যের পড়ুয়াদের আবেদনের পরিসংখ্যান। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কেরলের পড়ুয়াদের কাছে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাই যে গন্তব্য, বুঝিয়ে দিলেন সেকথা। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে শিক্ষামন্ত্রী লেখেন, স্নাতকস্তরে পড়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা অনলাইন অ্যাডমিশন পোর্টালে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলার বাইরে থেকে এখনও পর্যন্ত ৮৭ হাজার ১০ জন পড়ুয়া বাংলার কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন।

রথযাত্রার সময় যাত্রীদের ভিড়ের জন্য বিশেষ ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ রথযাত্রার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৩১০১০৩১০২ শিয়ালদহ-খুর্দা রোড-শিয়ালদহ রথযাত্রা বিশেষ ০৩১০১ শিয়ালদহ-খুর্দা রোড স্পেশাল ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৩.০৭.২০২৪ তারিখে শিয়ালদহ থেকে ০০.০৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ০৮.৩০ টায় খুরদা রোডে পৌঁছাবে। ফেরার দিকে, ০৩১০২ খুরদা রোড-শিয়ালদহ স্পেশাল ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৩.০৭.২০২৪ তারিখে খুরদা রোড থেকে ১৬.৪০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ০২.০০ টায় শিয়ালদহ পৌঁছবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আন্দুল, খড়গপুর এবং বালেশ্বরে। ০৩৪১৯০৩৪২০ মালদা টাউন-মালতিপাতপুর-মালদা টাউন রথযাত্রা বিশেষ ০৩৪১৯ মালদা টাউন-মালতিপাতপুর স্পেশালটি ০৪.০৭.২০২৪ এবং ১১.০৭.২০২৪ তারিখে মালদা টাউন থেকে ০৯.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৩.৫৫ টায় মালতিপাতপুরে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৩৪২০ মালতিপাতপুর-মালদা টাউন স্পেশাল ০৫.০৭.২০২৪ এবং ১২.০৭.২০২৪ তারিখে মালতিপাতপুর থেকে ০৬.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২৩.৪৫ ঘটিকায় মালদা শহরে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে আদ্রা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হিজলি এবং বালেশ্বরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে।

বেলুড়ে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে বাইক আরোহীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ৩ জুলাই ঃ বেলুড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে বাইক আরোহীর মৃত্যু, উত্তেজনা। আটক ঘাতক লরি সহ চালক। বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ হাওড়ার বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডে ডনবস্কো বাস স্টপেজের সামনে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় বছর পঁয়ত্রিশের ওই বাইক আরোহীর। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মালবাহী লরিটি ডনবস্কো থেকে গিরীশ রোড ধরে বজরংবলীর দিকে যাবার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকের। দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে প।লে লরির চাকায় তিনি পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে বেলুড় থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। বালি ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গেছে, চালক সহ ঘাতক লরি আটক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রশ্নের মুখে পড়ে ইসলামপুরের বিধায়ক হামিদুল ইসলাম মেজাজ হারান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ ইসলামপুরের চোপড়ায় প্রেমিক যুগলকে রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনার আবহে সেখানকার তৃনমূল কংগ্রেস বিধায়ক হামিদুল ইসলাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অংশ নিতে আজ বিধানসভায় আসেন। সেখানে এই ঘটনা নিয়ে তার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়লে তিনি মেজাজ হারান। পরে বিধানসভা থেকে তিনি বেরিয়ে যান। উল্লেখ্য এই ঘটনা নিয়ে তার ইসলামিক রাষ্ট্র সংক্রান্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দলের তরফে ইতিমধ্যেই তাকে কারন দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।

জেল থেকে বেড়িয়েও ঘর ছাড়া হলেন আরাবুল ইসলাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ 'ঘরছাড়া' তৃণমূলের আরাবুল ইসলাম। ভাঙড় পঞ্চায়েত সমিতিতে 'গৃহহীন' আরাবুল। ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সরানো হল আরাবুলের নেম প্লেট। সভাপতির ঘরে এখন সহ-সভাপতি ও শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ খাইরুল ইসলাম। প্রায. পাঁচমাস জেলবন্দি থাকার পর জামিন পেয়েছেন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। কিন্তু তাঁর জেলমুক্তি নিয়ে ভাঙড়ে তেমন কোনও উত্তেজনা নেই। উল্লেখ্য, ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড

গঠন করে তৃণমূল। সভাপতি হন আমিনা বেগম বিশ্বাস। আরাবুল তখন বিধায়ক। এরপর বিধায়ক পদ খুইযে.ভাঙ। ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন আরাবুল। পাকাপাকিভাবে নামের ফলক দিয়ে আরাবুলের নামে আধুনিক মানের ঘর তৈরি হয়। যা অক্ষত হয়ে ছিল। ২০১৮ সালে ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হলেও নিজের ঘর ছাড়েননি তিনি। ২০২৩ সালে আবার সভাপতি হন আরাবুল। ঘর সেই একই রেখে দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকার পরও বুধবার সেই ঘর থেকেই সরলো আরাবুলের নামের ফলক। প্রশ্ন উঠছে, ভাঙড়ে কি তাহলে আরাবুলের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি!

পশ্চিমবঙ্গের প্রাঞ্জল নাধানির কৌশিও প্রি-সিড ফান্ডিংয়ে ৬.৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ কৌশিও, ভিজ্যুয়াল টেলিমেটিক্স স্পেসে একটি স্টার্টআপ, আজ অন্টলর, ৮টি এবং এইউ ব্যাংকের নেতৃত্বে ৬.৩ কোটি টাকা প্রি- সিড সংগ্রহ করার ঘোষণা করেছে।, ইক্যুইটি এবং ঋণের মিশ্রিত এই ফান্ডিংটির নেতৃত্বে ছিল অন্টলর, ৮টি ভেঞ্চারস এবং এইউ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক এর সাথে ছিল কৌশিওর প্রাথমিক বিশ্বাসী গ্রাহক এবং বিশিষ্ট এঞ্জেল ইনভেস্টরদের অংশগ্রহণ। প্রাঞ্জল নাধানি, প্রাক্তন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- ভার্চুয়ালনেস, ড্রিম ১১ ও আরবান কোম্পানি এবং অঙ্কিত আচার্য, প্রাক্তন সিনিযর এক্সিকিউটিভ-নম্মা যাত্রী, বাউন্স এন্ড বাউন্স ইনফিনিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কৌশিও ভারতের গতিশীলতা এবং পরিবহন স্থানের মধ্যে নিরাপত্তা উদ্বেগ মোকাবেলায় সতর্কতার জন্য নিবেদিত। খরচ-কার্যকর ভিডিও টেলিমেটিক্স প্রোডাক্টস অফার করে, কৌশিও ভারতে প্রচলিত নিরাপত্তা সমস্যা প্রশমিত করার লক্ষ্যে উপযোগী সমাধান সরবরাহ করে। কাস্টমাইজযোগ্য ড্যাশ ক্যাম ডিভাইস এবং একটি এআই -চালিত অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে, কৌশিও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, ড্রাইভারের আচরণ উন্নত করে, রাজস্ব ক্ষতি কমিয়ে দেয় এবং একটি এপিআই -ফার্স্ট স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে। কৌশিও ভারতের পরিবহন সেক্টরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য নিবেদিত। খরচ-কার্যকর ড্যাশ ক্যাম ডিভাইস এবং একটি এআই-চালিত অপারেটিং সিস্টেম অফার করে, এটি এমন সমাধান প্রদান করে যা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, ড্রাইভার এবং যাত্রীদের আচরণ উন্নত করে, একটি এপিআই -ফার্স্ট স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে।. প্রাঞ্জল নাধানি-সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিটিও, কৌশিও বলেছেনঃ অন্টলর, ৮টি ভেঞ্চারস এবং এইউ ব্যাংকের আমাদের বন্ধুদের সমর্থনে, আমরা সারা দেশে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সমাধান স্থাপনে আমাদের প্রচেষ্টাকে বাড়িয়ে তুলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ, তার যথেষ্ট সংখ্যক বাণিজ্যিক যানবাহন সহ, আমাদের জন্য একটি অসাধারণ সম্ভাবনার বাজারের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা গতিশীলতার নিরাপত্তা

বাড়াতে এবং রাজ্যের বৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য উন্মুখ - যোগ করেছেন অঙ্কিত আচার্য-সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। ভারতের বাণিজ্যিক সেক্টরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, স্টার্টআপটি ক্লায়েন্টদের বিস্তৃত বিশ্ববিদ্যালয়, গতিশীলতা কোম্পানি, ৩ গুপ্ত প্রদানকারী, লজিস্টিক ফার্ম, ট্রাকিং এন্টারপ্রাইজ এবং বাস পরিষেবা নিয়ে গর্ব করে। দেশের অসংখ্য পাইলট প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে জড়িত এই কোম্পানিটি, একবারে একটি গাড়ির নিরাপত্তা সক্ষম করার কাজ করছে। কৌশিও-তে আমাদের বিনিযোগে পরিবহন ইন্ডাস্ট্রিতে উদ্ভাবনী সমাধানকে উসাহিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির উপরে জোর দেয়। কৌশিওর গ্রাহকের আবেশ এবং অভিযোজন আমাদের সিদ্ধান্তের মূল কারণ ছিল, অন্টলরের পার্টনার নীতিন শর্মা মন্তব্য করেছেন। ৮টি ভেঞ্চারস এর জেনারেল পার্টনার, বিশ্বনাথ, মন্তব্য করেছেন, কৌশিওর সমাধানগুলি ভিডিও টেলিমেটিকসকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়, আমাদের রাস্তায় নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। প্রাঞ্জল এবং অঙ্কিতের স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি এবং কাস্টমার সেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি শুরু থেকেই আমাদের প্রভাবিত করেছিল। রঞ্জন আগরওয়াল, ইভিপি এবং ন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজার, এউ ব্যাঙ্ক, বলেছেন, কৌশিও কে সাপোর্ট করা ভবিষ্যতের আমাদের এক বিশ্বাসের সাথে সারিবদ্ধ যেখানে প্রযুক্তি নিরাপত্তা এবং দক্ষতা বাড়ায়। ক্লায়েন্ট এবং চলমান পাইলটদের চিত্তাকর্ষক লাইনআপ কেউটিওর প্রতিশ্রুতিশীল যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত। ভারত গণপরিবহনে সক্রিয় নজরদারির দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি যানবাহন নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করছে, যা নিরাপদ পরিবহনের জন্য সম্মিলিত উৎসর্গকে প্রতিফলিত করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা গৃহীত শহরগুলিতে ড্যাশ ক্যামের ক্রমবর্ধমান গ্রহণ, সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেয়। নিরাপত্তার প্রতি কৌশিওর অটুট নিবেদন ক্যাব, অটো, এবং ফ্লিট মালিক এবং ড্রাইভারদের কাছ থেকে ব্যাপক আগ্রহ অর্জন করেছে, যা পরিবহন নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে সক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।

৫.১৮ লক্ষেরও বেশি 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ রাইড কলকাতা অ্যাপ' তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এখনও পর্যন্ত ৫.১৮ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড এবং ৮২০০ আইওএস ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। এই অ্যাপটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউ আর কোড ভিত্তিক টিকিট যেকোন সময় যেকোন স্থান থেকে বুক করতে সক্ষম করেছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে এবং ২২.০৩.২০২৪ তারিখে আইওএস প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছিল। ৩০.০৬.২০২৪

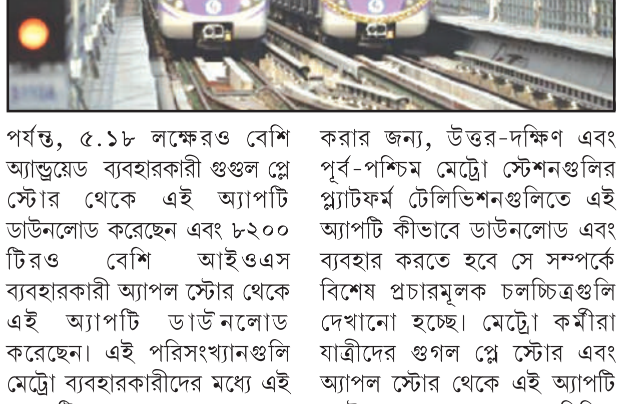

পর্যন্ত, ৫.১৮ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী গুগুল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৮২০০ টিরও বেশি আইওএস ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যানগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৪ সংখ্যা, বৃহস্পতি, ১৯ আষাঢ়, ১৪৩১

সাঁওতাল বিদ্রোহ

ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ বা মহান সঁওতাল 'হুল' দিবস। আজ থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগে আদবাসী সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব এই চার ভাইয়ের নেতৃত্বে সাঁওতালসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের আদিবাসী হিসেবে যাদের আখ্যায়িত করা হয তাদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায হল সবচাইতে সরল জীবন-যাপনকারী অল্পেই সন্তুষ্ট একটি জাতী গোষ্ঠী। অত্যন্ত নিরীহ, শান্তপ্রিয় আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাদামাটা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর যোগসাজশে স্থানীয় জমিদার, জোতদার এবং মহাজনরা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত করেছিল। সাঁওতালদের ওপর ক্রমাগত শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, দাসত্ব আর নারীর অবমাননা যখন সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করেছিল, তখনই শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা ঐক্যে পৌঁছেছিল। গড়ে তুলেছিল দুর্বার আন্দোলন। এই বিদ্রোহে প্রতিবাদী সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবসহ প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল প্রাণ দেয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘটিত প্রতিবাদ । ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসের এ এক অতুলনীয় অধ্যায়। যে প্রকার শাসন,শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টি হয় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ সে ধরনের শোষণ অত্যাচারেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ১৮৫৫-৫৭ সাল পর্যন্ত এ বিদ্রোহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের তীব্রতা ও ভয়াবহতায় ইংরেজ শাসনের ভিত কেঁপে উঠেছিল। লর্ড ডালহৌসী কতৃক মার্শাল ল' জারি করেও এ বিদ্রোহ দমানো সম্ভব হয় নি। সান্তাল হুলের ইতিহাস হতে জানা যায দামিন-ই কোহ ছিল সাঁওতালদের নিজস্ব গ্রাম, নিজস্ব দেশ। ১৮৫২ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের ফলে তাদের উপর অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র গণসংগ্রাম। সাঁওতাল বিদ্রোহে যে সকল কারণগুলো মুখ্য ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা হয় সেগুলো হলোঃ- ১। ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সাঁওতালরা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে যে জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে, সে জমি সমতল ভূমিতে বসবাসকারী জমিদার-জোতদার-তালুকদাররা জোরপূর্বক দখল করে এবং সাঁওতালদেরকে ঐ জমিতে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করে; ২। বৃটিশরাজ কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের সুযোগে ব্যাপারী-মহাজনরা নিরক্ষর-অজ্ঞ ও সহজ-সরল সাঁওতালদের ছল-চাতুরির মাধ্যমে প্রতারিত করে। ৩। সাঁওতালদের অঞ্চলে ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যাপারী ও সুদখোর মহাজনদের অতি লোভ ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তির ফলে জোরজবর দখল করে সাঁওতালদের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

আকাশবাণীর দেবদুলাল

ছোটবেলায় থাকতেন শান্তিপুরে। পরিবারে ব্যাপক অর্থকষ্ট। ছোট ছেলেটি বুঝল কাজে না ঢুকলে পরিবারের হাল ফেরানো অসম্ভব। পড়াশোনা ছেড়ে পাড়ি দিলেন কলকাতা। উঠলেন হ্যারিসন রোডের একটি মেসে। ওই মেসে ছেলেটির সঙ্গে থাকতেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। রোজগারের জন্য তখন যা পেতেন তাই করতেন। চায়ের দোকানের কাজ। রেল কোম্পানির হয়ে সার্ভে। অর্থকষ্ট এতটাই ভয়াবহ ছিল। তবে সৃষ্টিশীল মনটা তাতেও হারিয়ে যায়নি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাতে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা কবিতা লিখেছেন। তিনি শিল্পী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১৯৬০ সাল ও সুধীন দাশগুপ্ত দেবদুলালবাবুকে আকাশবাণীর 'অনুষ্ঠান ঘোষক'-এর পদে চাকরির কথা বলেন। পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছিলেন। তারপর একটানা বত্রিশ বছর আকাশবাণীর সংসারে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পড়ায় একটা আলাদা ঘরানা তৈরি করেছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ' কলকাতার আকাশবাণীর "আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়"; ভরাট কণ্ঠের এই সম্ভাষণ বাঙালির হৃদয়ে স্থান লাভ করে রয়েছে। সংবাদ পাঠকে তিনি এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে, ঘরে ঘরে সংবাদ পরিক্রমা শোনার জন্য রেডিও পেতে রাখত। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেডিও-জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা সম্ভবত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্প্রচারটি। ১৯৬৬ সাল থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা চলে আসতেন কলকাতায়। তারা সোজা গিয়ে দেখা করতেন আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে। শোনাতেন নিজেদের অসহায় জীবনের নানা কাহিনী। আকাশবাণীর 'সংবাদ পরিক্রমা'-র লেখক প্রণবেশ সেন আর সংবাদ পাঠক দেবদুলালকে সব কাহিনী অসম্ভব বিচলিত করেছিল। প্রতিদিন রাত দশটা থেকে দশটা পাঁচ মিনিট দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে লাগলেন যুদ্ধের কথা। যন্ত্রণার ইতিহাস। যাঁরা রেডিয়োর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাঁরা তো বটেই শ্রোতারাও জানেন কী প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিল সে অনুষ্ঠান। ১৯৭২ সালে এই সংবাদ পাঠের জন্যই পদ্মশ্রী উপাধি পান দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন - আকাশবাণীর খবর পড়তে গিয়ে মাঝেমধ্যে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারিনি। মনে হতো, আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। সেদিন আমার বুকের ভেতরের সব লুকানো আবেগ আর উত্তেজনা ঢেলে দিয়েছিলাম আকাশবাণীর সংবাদ, সংবাদ-পরিক্রমা পড়তে গিয়ে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে তাই স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। মাকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। তিনি বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আর্শিবাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। ঠাকুর মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে মানবের একটি কথা বলা হয়েছে আসল পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের কৃপা লাভ করতে হবে। মাতৃ ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়।

'সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা 'অস্ত্র আইন' এবং 'ভার্নাকুলার প্রেস আইন' চালু করলে প্রতিবাদ দেখা দিল

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ হওয়ার ফলে ইংরেজ শাসকেরা সতর্ক হয়ে পা ফেলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিল। যদিও ওই সিপাহী বিদ্রোহকে তৎকালীন শিক্ষত সমাজ ভালো নজরে দেখেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত তখন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে আধুনিক ভারত গড়ের ওঠার ষোল আনা সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়কার উচ্চবিত্ত সন্তনরা বিলাতে পড়াশুনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের চোখে নতুন ভারত তৈরি করার স্বপ্ন দেখা দিতে করেছে। সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের অধিকাংশ জনগণ বিশেষ করে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়রা সমর্থন করেনি। তারা সিপাহী বিদ্রোহকে বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করে। সিপাহী বিদ্রোহের মূল কথাই ছিল ইংরেজ শাসকদের ভারত থেকে বহিস্কার করতে হবে। এবং হিন্দু এবং ইসলাম এক হয়ে ব্রিটিশ বিতারিত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করবে। সিপাহী বিদ্রোহ একটি হঠাৎ করে তৈরি করা কোনও বিদ্রোহ নয়। বহুকাল ধরে একটি ধর্মীয় অসন্তোষ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। এই ধর্মীয় অসন্তোষের মূল কারণ হচ্ছে মিশনারীদের ভারতে আগমন এবং খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার। কিন্তু এই সব খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারকেরা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তারা শুধু ধর্ম প্রচার করেননি। পাশাপাশি তারা বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং ধর্মীয় কুসংস্কার বিরোধী মানসিকতা গ্রহণ করতে শুরু করে। বাংলায় যে নবজাগরণের পথ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তারমূলেই ছিল খ্রিষ্টান মিশনারীদের অবদান। তারা বাংলা ভাষার উন্নতি এবং ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে শুরু করে। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নয়া ভারত গড়ের তোলার পথিক ছিলেন বলা যেতেই পারে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ভারত থেকে কোম্পানি শাসনের অবসান হল। তার ফল ভারত তখন সরাসরি ব্রিটিশ রানি অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনের সুফল ভারতের ওপরে ক্রমশ এসে পড়তে থাকে। কোম্পানি শাসন ছিল শুধু মাত্র ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য। এর বাইরে তাদের আর কোনও চিন্তাভাবনা তৈরি হতে পারছিল না। কোম্পানি আমলে যেসব ব্রিটিশ সেনারা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির স্বার্থকে রক্ষা করা। তার বাইরে তারা আর কোনও দিকে বেশি মনোযোগ দিত না। পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও তারাও তখন ব্রিটিশ কোম্পানির স্বার্থের কথা ভাবতো। তবে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ রানি অধীনে ভারত চলে গেলে নয়া ভারত তৈরি হওয়ার পথকে আরও প্রস্তত করে। সিপাহী বিদ্রোহের মূল সূর ছিল আবার ভারতে নবাবী শাসনের মধ্যে চলে যাওয়া। ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করে দিয়ে সেখানে দিল্লির নবাবী শাসনকে ভারততে আবার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ভারতকে তখন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার শিক্ষিত সমাজ। তারা যা ভাবছে তার প্রভাব সারা ভারতের ওপরে

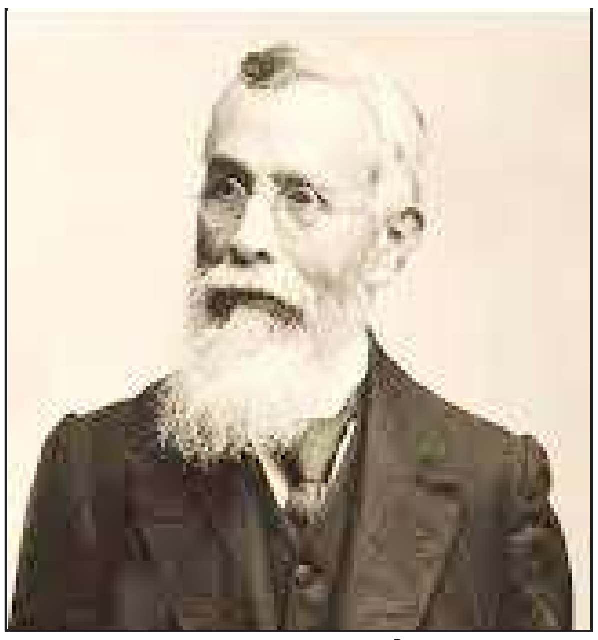

গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। ফলে বাংলার নব্য শিক্ষিত সমাজ সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতে আর নবাবী শাসনের পুনপ্রতিষ্ঠা চাননি। এদিকে ব্রিটিশ শক্তি অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের প্রশাসনিক দুর্বলতা। সেই প্রশাসনিক দুর্বলতার পথ ধরে সিপাহী বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল বলে তারা মনে করে থাকে। বাংলা তখন মনে করতে থাকে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন করা মানেই হল একটি বিশৃঙ্খল ভারত সৃষ্টি করা। উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজারা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করলেও বাংলা তথা দক্ষিণ ভারত সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। তারা তখন ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল। নবাবী শাসনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পক্ষে তারা ছিল না। নয়া ভারত তৈরি করার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছিল তৎকালীন শিক্ষিত তরুণরা। যদিও ইংরেজ শাসকেরা যখন আর্মস অ্যাক্ট এবং ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করে ভারতীয়দের শক্তিকে নাশ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে থাকে। তখন আর্মস অ্যাক্ট চালু হওয়ার ফলে কোনও ব্যক্তি অস্ত্র রাখতে গেলে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন নিতে হবে। এবং সরকারকে জানাতে হবে কেন তারা অস্ত্র রাখতে যায়। সরকারি অনুমোদনলাভ করলেই তবে কোনও ব্যক্তি তার সঙ্গে অস্ত্র রাখার অধিকার পাবে। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করে দেওয়ার পক্ষে ব্রিটিশ সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও প্রচার যেন জনগণের মধ্যে দিয়ে প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে লিখছেন," In the dark days of Indian munity, when the British Empire in Indian was really exposed to serious danger. Lord Canning and his advisers did not think it necessary to disarm the Indian population. The Afgan War in Lord Lytton's time (which by the way, was a grievous blunder, the whole policy was dictated it having been undone) cause no serious excitment in India, none at any rate among the Hindu population, and little, or hardly any, among the Mohamadans, except perhaps on the frontiers. The arms Act was unnecessary in the sense that it was not required as a measure of protection against internal revolt; it was mischievous because it made an irritating and invidious distinction between Europeans and Indians, a distinction that has recently been done away with. It inaugurated a policy of mistrust and suspicion, utterly underserved and strongly resented by our people, and it imposed upon us a badge of racial inferiority. We protested against it at the time. We appealed to Mr. Gladstone, and he supported our protest and campaign, but, unhappy, when he became Prime Minister he did us only partial justice- he repealed the Vernacular Press Act but the Arms Act he left untouched. " ('এ নেশন ইন মেকিং' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাতা- ৯৬)। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ' এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে বলে দিলেন যে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ একটি অন্ধকার যুগ। তিনিও সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেননি। যখন ভারত সমানের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে শুরু করে শিক্ষা সাহিত্যে সামনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে দিয়েছে তখন সিপাহী বিদ্রোহ করে ভারতকে আবার অতীতের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি গভীর ষড়যন্ত্র বলেই গণ্য করতে শুরু করে দিয়েছিল তৎকালনী যুক্তিবাদী সমাজ। তারা কিছুতেই সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। কিন্তু ইংরেজ প্রশাসন তখন থেকেই ভারতবাসী সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা এমনভাবে তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে দিয়েছিল যে সেখানে ভারতীয়দের ব্যাপারে একটি অতি সন্দেহের বাতারণ তৈরি হতে থাকে। তার ফলে তার গুণগার ভারতবাসীকে দিতে হয়েছিল। ভারতবাসীদের সমানে উপস্থিত করা হয়েছিল ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৮৭৮ সালে এপ্রিল মাসে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করলো। এ ব্যাপারে কারোর মতামত গ্রহণ করেনি ব্রিটিশ প্রশাসন। "The Vernacular Press Act itself as repealed; the partition of Bengal, the most of settled of settled facts, has been unsetlled. When an unpopular measure is passed, the public for the moment submit as to the stoke of an invetable fate. The bide their time; they gather their forces; they renew the attact, and the idols of the bureacracy are sweept away from their places of worship, and remain only as enduring monuments of administrative unwisdom and the waste of administrative energy and resources. " ('এ নেশন ইন মেকিং' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাতা- ৯৭) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে ব্রিটিশ সরকার খুবই দুটো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল। যার ফলে তারা প্রশাসনিক দিক দিয়ে ক্রমশ সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকে। এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তারা নিরাপত্তার অভাববোধ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করার ফলে যে শিক্ষিত সমাজ ক্রমশ ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব দেখাতে শুরু করে ছিল এবং এর বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে প্রতিবাদ করার একটি আন্দোলন তৈরি করার পথ তৈরি করা কথা ভাবতে থাকে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ। এই সিদ্ধান্তও ভারতের ব্রিটিশ শক্তিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছিল। যে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ভরসা করে ভারতবাসীরা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিল সেই সব শিক্ষিত তরুণরা ক্রমশ ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মানসিকতা গ্রহণ করতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের ওরে ভারতীয় তরুণদের সহানুভূতি ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করে ছিল। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ভারতের শক্তিশালী ভিত ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে। "The Vernacular Press Act came upon the educated community as a bolt from the blue, but that something of the kind was coming had long been anticipated. To the Delhi Assemblage of 1877 the press was invited. I attended the Delhi Assemblage as the corresponded of he Hindoo Patriot, then the leading Indian paper in Bengal, under the editorship of that prince of Indian journalists, Kristo Das Pal. I was connected with the Press at this time in any definite capacity, but, when I was in London in 1874-75, I was acted as the London correspondent of the Hindoo Patriot. " ('এ নেশন ইন মেকিং' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাতা- ৯৭)। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে তো রয়েছে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট যা নিয়ে সারা দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা ক্রমশ ঘনীভূত হতে শুরু করে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। "At Delhi, I organized a Press Association consisting of all the members of the Indian Press who attended the Assemblage, and we waited in the deputation, but I represented the greatest Indian paper in the country." রাষ্ট্রগুরু দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে যেভাবে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাতে ইংরেজ সরকার না টললেও তাদের প্রশাসনিক দিক দিয়ে তাদের বহু ক্ষতি হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম ব্রিটিশ শক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম।

হারানো পালকি লোক সাহিত্যের অঙ্গ

বিশেষ প্রতিবেদক

হারিয়ে যাওয়া পালকির খোঁজে। আগের দিনে দাপুটে লোকেরা পালকিতে চড়ত। বড্ড গরিব ছিল সেকালের সাধারণ মানুষ। পায়ে হেঁটেই চলত দূরের যাত্রা। কিন্তু যারা দাপুটে জমিদার, কিংবা রাজা-মহারাজা, পালকি ছিল তাঁদের অন্যতম বাহন।

ঘোড়া ছিল, ঘোড়ার গাড়িও ছিল, কিন্তু ধনীদের আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ছিল পালকি। এক শ বছর আগেও এ দেশে মোটরগাড়ি ছিল না, রেলগাড়ির প্রচলন হয়েছে কেবল, তার আগে ছিল না রেলগাড়িও। তখন গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি আর পালকিই ভরসা। পরিবারের লোকেরা ছোটখাটো দূরত্বে চলাচলের জন্য ব্যবহার করত পালকি।

পালকির ব্যবহার ঠিক কত আগে শুরু হয়, বছরের মাপকাঠিতে তা বলা মুশকিল। মিশরীয় ও মায়া সভ্যতার চিত্রলিপিতে পালকির ছবি পাওয়া গেছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা বাল্মিকীর রামায়ণেও পালকির কথা এসেছে বহুবার। পুরাণ কাহিনিতে পালকির ব্যবহার শুধু ঠাকুর-দেবতাদের জন্য।

আদিম যুগের মানুষ পশু শিকার করে খাদ্যের চাহিদা মেটাত। তারা শিকার করা মৃত পশু বড় একটা লাঠির মঝখানে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে। এ দেশের সাঁওতালরা এখনো শিকার করা পশু এভাবেই বহন করে। শিকার বহনের এই পদ্ধতিই পরে পালকির ধারণা তৈরি করে বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। মোগল আমলে রাজপরিবারের নারীদের মধ্যে পালকি বেশ জনপ্রিয় ছিল।

বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। মোগল রাজবংশের একটা রীতি ছিল। যুদ্ধের সময় মোগল রমণীরাও সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন পালকি চড়ে। সম্রাট হুমায়ুন সিংহাসনে বসার কিছুদিন পরেই ক্ষমতাচ্যুত হন বাংলার শাসক শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে। তারপর বহুদিন তিনি ফেরারি ছিলেন। অল্প কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন গুজরাট-মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে। হুমায়ুনের স্ত্রী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতেন পালকিতে চড়ে। তিনি তখন সন্তানসম্ভবা। পালকিতে ঘুরতে ঘুরতে গুজরাটের মরুপ্রান্তরে জন্ম বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী সম্রাট আকবরের।

এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও পালকি আছে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে। ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'পালকির গান' নামের ছড়ায় তুলে ধরেছেন এ দেশের গাঁয়ের পথে চলা পালকির এক অবিস্মরণীয় চিত্র; 'পালকি চলে!/ পালকি চলে!/ গগন তলে/আগুন জ্বলে!/ স্তব্ধ গাঁয়ে/ আদুল গায়ে/ যাচ্ছে কারা/ রোদ্র সারা...'

পরে এই ছড়াটাই কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গান হিসেবেও খ্যাতি লাভ করে। পালকি নিয়ে গান গেয়েছেন ভূপেন হাজারিকাও। তাঁর 'দোলা হে দোলা' গানটিতে তিনি পালকির বেহারাদের দুঃখভরা জীবন সংগ্রামের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

যাঁরা পালকি বহন করেন তাঁদের বলে বেহারা। কোথাও কোথাও আবার বলে কাহার। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার জন্ম দেয়। উপন্যাসটিতে হতদরিদ্র কাহার সমাজের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতার সেই ছোট্ট ছেলেটির মা-ও চলছিল পালকিতে চড়ে, 'তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজাটুকু একটুকু ফাঁক করে...' রবীন্দ্রনাথ নিজেও পালকিতে চড়ে ঘোরাঘুরি করতেন। তিনি যখন শিলাইদহের জমিদার, তখন প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন পালকি। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্রকুঠিতে আজও রাখা আছে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা বেশ কিছু পালকি। কুষ্টিয়ারই আরেক বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনও চড়তেন পালকিতে। বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের জন্য খ্যাত এই লেখকের ব্যবহৃত একটা ভাঙাচোরা পালকি রাখা আছে তাঁর লাহিনীপাড়ার বাড়িতে।

পালকি আসলে কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট বাহন। সাধারণত পালকিতে একজনই চড়তে পারতেন। অবশ্য বড় পালকিতে একাধিক মানুষের বসার ব্যবস্থাও ছিল। পালকির আকার-আকৃতি ছিল নানা রকম। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পালকির চল ছিল। দেশের সামাজিক রীতিনীতির ওপরই নির্ভর করত পালকি দেখতে কেমন হবে। কোথাও একেবারে বন্ধ-গুমোট পালকির চল ছিল, কোথাওবা ছাদখোলা পালকি। আমাদের উপমহাদেশের পালকির চেহারা ছিল চারকোনা সিন্দুকের মতো। দুপাশে দুটো দরজা; কাপড়ের পর্দা দিয়ে দরজা ঢাকা। কিছু পালকির চেহারা সিংহাসনের মতো। ওপরের দিক খোলা আরামদায়ক এক চেয়ার যেন। 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' সিনেমার ওই পালকিটা সিংহাসনের মতো ছিল দেখতে। ব্রিটেনের অভিজাত লোকেরা যেসব পালকিতে চড়তেন, সেগুলোতে আবার ছিল শোবার ব্যবস্থাও।

পালকির সামনে ও পেছনে এক বা একাধিক লম্বা হাতল থাকে। সেই হাতল কাঁধে রেখে বেহারা বয়ে নিয়ে চলেন পালকি। পালকির আকারের ওপর নির্ভর করে পালকির ভার বইবেন কজন বেহারা। দুই, চার, ছয়, আট এমনকি ষোলো বেহারার পালকির চল ছিল এ দেশে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে, ভীষণ কষ্ট সয়ে বেহারার দল পালকি বয়ে নিয়ে যেত মাইলের পর মাইল। কষ্ট ভুলতেই তাঁরা একটা ছন্দ আওড়াতেন; হুনহুনা, হুনহুনা।

পৃথিবী বদলে গেছে, রাজাদের রাজত্ব গেছে, গেছে জমিদারের জমিদারিও। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, রিকশা ইত্যাদি কত রকমের যানবাহন এসেছে। এসব যানবাহনে ধনী-গরিব সবাই চলাচল করতে পারে। বিয়েতেও আজকাল কত রকম বাহারি গাড়ি ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসের দায় মিটিয়ে তাই হারিয়ে গেছে পালকি। শেষ হয়েছে কাহারদের রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা কষ্টের জীবন। পালকির স্থান এখন ইতিহাসের পাতায়, সিনেমার পর্দায় আর জাদুঘরের শোকেসে। হারিয়ে গেলেও পালকি এখন বাংলার লোক সাহিত্যের একটি অঙ্গ। বহু গ্রামীন দুর্গা পুজো বা লক্ষ্মী পুজোর সময়ে দেবীকে পালকি করে নিয়ে আসা হয় পুজামণ্ডপে। পালকি থেকে দেবীকে তুলে নিয়ে এসে দুর্গা মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। পালকি নিয়ে লোক সঙ্গীত রয়েছে। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পালকি।

বারাণসীর কড়চা ঃ

ক্রীড়া জগতে সুখ্যাতি অর্জন

জয়দেব দাস, কাশী

পূর্ব প্রকাশের পর

কানপুরে টেস্ট ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলেন। তার ঐকান্তিক ইচ্ছার ফসলস্বরূপ (ক্রমশ)

৬১ বছর বয়সে সি. কে. নায়ডু ১৯৫৬-৫৭ মৌসুমে উত্তরপ্রদেশের অধিনায়কত্ব করেন। দক্ষিণ ভারতে ক্রিকেটের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেন ও মহীসূর ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ১৯৪৮-৪৯ মৌসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অনুষ্ঠিত সিরিজে বিজ্জি রেডিও ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে ভারত দলের ইংল্যান্ড সফরে বিবিসির অতিথি ধারাভাষ্যকার ছিলেন তিনি। সচরাচর তিনি ভাষ্যকর্মে সফল ছিলেন না। কাশিপুরের জমিদারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। ২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ তারিখে নিজের ৬০তম জন্মদিনের পূর্বে বেনারসে (বর্তমানে বারানসিতে) তার দেহাবসান ঘটে। কেদার ঘাট লাগোয়া ঘাটের নাম এই মহান রাজাকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। বারানসীর আরও এক বাঙালি, ক্রিকেট জগতের বড় নাম তারক দাস মুখার্জি; আজীবন টি ডি দাদা নামে পরিচিত। তার সময়ের একজন প্রাক্তন উইকেট-রক্ষক ব্যাটার, টিডি প্রাক্তন রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটার এবং ডেপুটি ডিরেক্টর (ক্রীড়া) নীরু কাপুরের সাথে ১৯৬২ সালে এলাহাবাদে একটি আন্তঃজেলা ম্যাচ চলাকালীন দেখা করেছিলেন এবং তারপর থেকে তারা ভাল বন্ধু হয়ে ওঠেন। এমনকি বারাণসীতে আমার পোস্টিংয়ের সময়, আমরা ক্রিকেট সম্পর্কে অনেক আলোচনা করতাম এবং টিডি সবসময় খেলা সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলত, কাপুর বলেছেন। তিনি (টিডি) একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন এবং একজন ভালো আম্পায়ারও ছিলেন। তার আরও এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং আম্পায়ার মুকুল ঘোষ বলেন, দাদা বিয়ে করেননি এবং ভদ্রলোকের এই খেলায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে আম্পায়ারিং করার রেকর্ড রয়েছে। ১৯৭২ সালে রঞ্জি ট্রফি প্যানেলে স্নাতক হওয়ার আগে টিডি শুধুমাত্র ১৯৬৬ সালে রাজ্য প্যানেল আম্পায়ার হয়েছিলেন। তারপরে, তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি কারণ তিনি ১৯৮২ সালে বিসিসিআই প্যানেলের এলিট গ্রুপে যোগদানকারী উত্তর প্রদেশ থেকে প্রথম আম্পায়ার হয়েছিলেন। টিডি ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ২৫টি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে আম্পায়ার ছিলেন, তিনটি দলীপ ট্রফি ম্যাচ, তিনটি উইলস ট্রফি গেম, তিনটি অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং পাঁচটি মহিলাদের টেস্ট ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছিলেন। ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্যানেলে উত্তরপ্রদেশের প্রথম আম্পায়ার, তারক দাস মুখার্জি বারাণসীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ৮৯ বছর বয়সী টি ডি দাদা মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটে বারানসীর অবদান কে ভোলা কঠিন।

(সংযোজনে রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ বারাণসীর কড়চা লিখে চলেছেন জয়দেব দাস। তিনি বারাণসীর বাসিন্দা। তবে তিনি কলকাতায় মাঝে মধ্যে আসেন। বেশ কয়েকদিন বসবাস করেন। তারপরে আবার কাশীতে ফিরে যান। কাশীতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখান থেকে লেখাপড়া শুরু। কাশীকে নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা লিখেছেন। এবারে কাশীর ক্রীড়াজগতকে নিয়ে লিখেছেন। আশা করি পাঠকদের ভালো লেগেছে)

১০০ বছরের অধিক সময় ধরে মাদুর তৈরি করে চলেছেন শিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ জুলাই ঃ শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত সহ ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশাদীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য কার্যত রোজগারের লক্ষ্যে কুশকারী পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন। জানা গেছে, এই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব জমি বা অন্যের জমি চুক্তি করে নিয়ে মাদুরকাঠির চাষ করে মাদুর তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছেন। আর এতেই তাদের লক্ষ্মীর ভার পূর্ণ হচ্ছে তথাকথিতভাবে মাদুর তৈরি করে সেই আয়ের টাকায় সংসার চলে এই এলাকার শতাধিক পরিবারের। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফাল্গুন- চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন- কার্তিক মাসে সে মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। এবং একবার বছরে জমিতে বীজ বপন করলে তা তিন বছর আর করার প্রয়োজন পড়ে না সেই বীজেই নতুন মাদুরকাঠি থেকেই তারা মাদুর কেটে মাদুর তৈরি করে বাজারজাত করে বাজারে বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত করে। প্রতিদিন সারাদিনে খেটে খুঁটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করে। পাইকারি দরে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে। তথাকথিতভাবে মাদুর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশকারী এলাকার পীর পুকুরের প্রায় শতাধিক পরিবার মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বংশ পরম্পরায় চলে আসা কার্যের মধ্য দিয়ে তা বলাই বাহুল্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও কোনোরকম সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পাননি বলে অভিযোগ করেন ওই এলাকার একাংশ মাদুর শিল্পীরা। এই বিষয়ে মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ (৬০) জানান, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তবে বাজারে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা চাষ করা বড় দুষ্কর হয়ে উঠেছে কোনরকম কোনরূপ সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা তথা এই মাদুর শিল্পীরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নানান রকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তা প্রাকৃতিক নিয়মে এরপর সেগুলো কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে মাদুর তৈরি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে তাছাড়াও বছরের একটা লাভের অংশ আসলেও সেখান থেকে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার জন্য খরচায় হয় বেশি সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব উপকার হত। এছাড়াও মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার বা কুড়ি হাজার টাকা লাভ হলেও এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে খুব কষ্টে দিন গুজরান করতে হয়। সরকার যদি ওই একবার আমাদের মত এই মাদুর শিল্পীদের দিকে নজর দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম। সর্বশেষে বলাবাহুল্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুসকারী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের এই মাদুর শিল্পীরা বংশপরম্পরার টানে আজও নস্টালজিয়া এই মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তা যারপরনাই ভাবে বলা যেতে পারে।

বহু রাস্তা বন্ধ, বিকল্প পথের চিন্তা ভাবনা কালিম্পংয়ের প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং, ৩ জুলাই ঃ লাগাতর বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের একধিক এলাকা। ধস নেমে বেহাল রাস্তা। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মেল্লি, রাবিঝোরা -সহ জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায়। ঘুম উগেছে বহু পর্যটকের। স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের পরিস্থিতি বিচার করে বিকল্প পথের ঘোষণা করল কালিম্পং প্রশাসন। এখনই বৃষ্টি থামার কোনো সম্ভবনা নেই। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ চলবে আগামী শনিবার অবধি এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দুর্যোগের কথা ভেবে বুধবার বড় সিদ্ধান্ত জানালো কালিম্পংয়ের প্রশাসন। কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে নোটিস জারি করে জানানো হয়েছে, ধসের কারণে কয়েকদিনের জন্য বন্ধ থাকবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। গাড়ি চলবে বিকল্প পথে। মেরামতির জন্য আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে এই রাস্তা। প্রশাসনের পরবর্তী নোটিস জারি করার আগে এমটাই নিয়ম বহাল থাকবে। কবে থেকে আবার এই রাস্তা ব্যবহার করা যাবে সেবিষয়ে জানিয়ে দেবে প্রশাসন।

তিস্তার জলে প্লাবিত একের পর এক গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জুলাই ঃ তিস্তা নদীর জলে প্লাবিত মালবাজারের টোটগাঁও গ্রাম। সিকিম পাহাড়ে একটানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর জল উপচে ঢুকতে শুরু করেছে গ্রামে। জলবন্দি এলাকার প্রায় ৫৩টি পরিবার। আতঙ্কে মানুষশূন্য হচ্ছে গোটা গ্রাম। সিকিম পাহাড়ে একটানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর জল উপচে গ্রামে ঢুকতে শুরু করেছে। ঘরের ভেতর বাড়ির উঠোনের উপর দিয়ে বইছে জলের স্রোত। কোথাও এক হাঁটু জল তো কোথাও এক কোমর জল। বাড়ি ঘর ছেড়ে ভয়ে অন্যত্র নিরাপদ জায়গার খোঁজে পালিয়ে যেতে শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার জলস্তর বাড়ছে । মঙ্গলবার পর্যন্ত যে সব জায়গায় চাষের জমি ছিল, বুধবার সকালের মধ্যে সেখানে এক কোমর জল বইছে। ক্ষেতের উপর পড়ে গেছে পলি। দিশহারা এলাকার মানুষের। এখানকার মানুষের মূল জীবিকা কৃষিকাজ।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার ফিনান্স অফিসার ও কন্ট্রোলার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অরাজকতার জন্য রাজ্যের রাজ্যপালই দায়ী। এমনটাই দাবি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। তাই স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার, ফিনান্স অফিসার ও কন্ট্রোলারের নিয়োগের দাবিতে বুধবার বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য ও অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। এদিন অস্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার দু'জনের কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মায়াপুরে জবরদখল হটাতে অভিযান স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩ জুলাই ঃ বুধবার দুপুরে মায়াপুরের গৌরনগর মোড় থেকে ইসকনের প্রধান গেট, রাস্তার দুপাশে সরকারি জমি দখল করে রাখা অবৈধ দখলদারদের হটাতে অভিযানে নামল পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসন। আগামী রবিবার জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব। রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে মায়াপুরে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটবে। সে কথা মাথায় রেখে ও অবৈধ দখলদারি হটাতে বুধবার থেকে শুরু হয় অভিযান। মায়াপুর গৌরনগর মোড় থেকে ইসকনের প্রধান গেট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখল করে রাখা অস্থায়ী দোকানদারদের একদিন ও যে সব বৈধ দোকানের সেড সরকারি জায়গার উপর রয়েছে সেগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য দুদিন সময় দেওয়া হয়েছে বলে জানান, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ। পাশাপাশি তিনি বলেন, মায়াপুর একটি আন্তর্জাতিক তীর্থ কেন্দ্র। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় মন্দির নগরী মায়াপুরে। সে কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মায়াপুর হুলোর ঘাট থেকে গৌরনগর মোড় পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার জন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। তাপসবাবু বলেন, সে সময়ও জবরদখল ছিল। সেই জবরদখল সরিয়ে রাস্তা চওড়া করার কাজ সম্পন্ন করা হয়। তাপসবাবুর অভিযোগ, মাত্র এক থেকে দেড় বছরের

মধ্যে ফের জবরদখল। বিষয়টি বারবার প্রশাসনের কাছে জানিও তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। প্রশাসনকে জানানোর চিঠির প্রতিলিপিও আমাদের কাছে আছে বলে জানান, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি। বুধবারের অভিযানের বিষয়ে তাপসবাবু বলেন, আজ থেকে এক বছর আগে জবরদখল মুক্ত করেছিলাম। আজ আবারও করজোড়ে প্রতিটি জবরদখল কারীদের বলছি, আপনারা সাধারণ মানুষের স্বার্থে দখল করে রাখা জায়গা ছেড়ে দিন। এদিনের অভিযানে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মায়াপুর বামনপুকুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৈত্রী ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য ও পুলিশের একাধিক আধিকারিক।

প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার সরেজমিনে রাজ্য বিধানসভার স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, গ্রামীণ শিক্ষায় প্রাণের স্পন্দন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জুলাই ঃ এবার শহর ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার সরেজমিনে পরিদর্শকের ভূমিকায় রাজ্য বিধানসভার স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটি। দু'দিন ধরে সংশ্লিষ্ট স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যরা প্রান্তিক গ্রামীণ স্কুলের হালহকিকত দেখে সরকারকে তার রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য বীরভূম জেলায় হাজির। বুধবার পারুলডাঙার বোলপুর শিক্ষা নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে চার সদস্যের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি স্কুলের পড়ুয়া শিক্ষক অনুপাত, ক্লাসরুমের সংখ্যা, সামগ্রিক পরিকাঠামো, পঠন পাঠন, নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়াও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের অটুট বন্ধন সব কিছু খতিয়ে দেখেন। কমিটির মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্কুল শিক্ষা দফতর সংক্রান্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কালিপদ মণ্ডল, মুর্শিদাবাদের বিধায়ক আশীষ মার্জিত। কোচবিহারের শীতলকুচির বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বিধায়ক বুধরাই টুডু, ডিরেক্টর মহাদেব সোরেণ এবং জেলা শিক্ষা দফতরের স্কুল শিক্ষা পরিদর্শকর এবং রাজ্য ও জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কালিপদ মণ্ডল বলেন, এতদিন স্ট্যাণ্ডিং কমিটির পরিদর্শন ছিল অনেকটা শহরকেন্দ্রিক। এবার আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছি তাদের মর্যাদা দিতে। তাই গ্রামীণ হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল, মাস এডুকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে যেখানে বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলে - মেয়েরা প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে, সেখানেও যাচ্ছি। এছাড়াও গ্রামীন গ্রন্থাগারে আমরা যাচ্ছি। এই সমস্ত জায়গা থেকে ফিল্ডনোট নিয়ে সুপারিশ করে রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। সরকার তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আমরা হয়তো দশটা সুপারিশ করলাম। বিবেচনা করে হয়তো সরকার পাঁচটি মঞ্জুর করলো। তিনি বলেন, বুধবারের এই স্কুল পরিদর্শন আমাদের ভালো লেগেছে। অনেক শহরের নামীদামি স্কুলে শিক্ষকরা হয়তো স্যুট বুট পরে ক্লাসে আসেন। ক্লাস করে বাড়ি চলে যান। কিন্তু পারুলডাঙার এই স্কুলে প্রাণের স্পন্দন পেলাম। শিক্ষক ছাত্রের একটা আন্তরিক সম্পর্ক আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি। যেটা এখানে দেখতে পেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, স্কুলে স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এই পরিদর্শনে আমরা খুবই আনন্দিত। যেটুকু বুঝেছি, উনারা আমাদের স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ম শৃঙ্খলা, ছাত্র শিক্ষক, পরিচালন সমিতির সম্পর্ক অর্থা এক কথায় স্কুলের সামগ্রিক পরিবেশ উনাদের ভালো লেগেছে। এটাই চরম প্রাপ্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদার্থে সর্বসাধারণএর উদ্দেশে জানান যাইতেছে এই যে আমার মক্কেল শ্রীমতী পুষ্প হালদার, স্বামী- শ্রী সহদেব হালদার, সাং- পশ্চিম কোদালিয়া, পোস্ট ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩১, বিগত ০৫/০১/২০১৮ তারিখে মোকাম ০১ নং জেলা সদর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০০১০৮/২০১৮ নং দানপত্র বলে ০৩ (তিন) কাঠা ০৬ (ছয়) ছটাক জমি দাতা শ্রী আশোক বৈদ্য মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হয়েন।

এক্ষণে আরও প্রকাশ থাকে এই যে উক্ত জমি ইতিপূর্বে আর.এস. ৩৮/৭৪৪ নং দাগে শালি ১৬ শতক সম্পত্তি সহ অন্যান্য সম্পত্তি অসিত চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জনৈক কেশব মোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ০৫/৫/১৯৬২ তারিখে মোকাম বারাকপুর এস.আর. অফিসে ২৮৩৯ নং এককেতা কোবালা দলিল দ্বারা খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগদখলে থাকাকালীন, অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তৎত্যাক্ত সম্পত্তি শ্রীমতী অরুণা দত্ত মহাশয়া অসিত চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র ভগিনী বিধায় প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজী ১৯৮৯ সালে মোকাম বারাসাত ডি.আর. অফিসের ৩১৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা রামলাল নন্দী মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে পর বিগত ইংরাজী ২৭/৫/২০০৩ তারিখে মোকাম এ.ডি.এস.আর, ব্যারাকপুর অফিসের ১ নং বহির, ৭৬ নং ভল্যুমের, ৫১ হইতে ৫৮ নং পাতায় নকলিকৃত ২৮০৩ নং এককেতা কোবালা দলিল দ্বারা উক্ত জমিজমা শ্রী আশোক বৈদ্য মহাশয় প্রাপ্ত হয়েন।

এক্ষণে উক্ত জমিজমা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সাবেক থানা ঘোলা তথা হাল থানা নিউ ব্যারাকপুর, এবং নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার ২০ ওয়ার্ড ভুক্ত ১২৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত তথা হাল কোদালিয়া মৌজা ও গ্রামে আর এস দাগ নং ৩৮/৭৪৪, এবং আর এস ৫৩৩ নং খতিয়ান এর অন্দরে শালি শ্রেণীভুক্ত ০৩ (তিন) কাঠা ০৬ (ছয়) ছটাক জমি পশ্চিমবঙ্গ

ভুমি ও ভুমি সংস্কার আইনের ৫০ নং ধারা মোতাবেক নামপত্তন নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট ব্যারাকপুর-২ বি.এল.এল.আর.ও অফিসে নিজ নাম পত্তনের নিমিত্তে কেস নং- এম.এন./২০২৪/১৫০৯/১৪২২৯, দাখিল করেন এবং উক্ত নাম আমার মক্কেলের নামপত্তন এর বিরুদ্ধে কোন ব্যাক্তির যদি কোনরুপ আপত্তি থাকিলে পর তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে হইতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যারাকপুর-২ বি এল এল আর ও অফিসে অভিযোগ আকারে জানাইবেন নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

ইতি -
(শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল)
এডভোকেট, ব্যারাকপুর কোর্ট,
এনরোলমেন্ট নং- F/256/35/2015.

বনদপ্তরের জমি দখলমুক্ত করতে অভিযান চালালো বনদপ্তরের ডাবগ্রাম রেঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জুলাই ঃ বনদপ্তরের জমি দখলমুক্ত করতে অভিযান চালালো বনদপ্তরের ডাবগ্রাম রেঞ্জ। বুধবার সকালে ফাঁড়াবাড়ি এলাকায় বনদপ্তরের ০.৯৬ হেক্টর জমি দখলমুক্ত করল বনদপ্তরের ডাবগ্রাম রেঞ্জ। জানা গেছে, আশিঘর এলাকার বাসিন্দা মন্টু চন্দ্র রায় দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে ওই জমিতে চাষ আবাদের আড়ালে জমি দখল করার ছক কষেছিল। বিষয়টি নিয়ে ২০০৯ সালে বনদপ্তরের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলার জলগড়ায় কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে। এরপর এপ্রিল মাসে আদালত বনদপ্তর এর পক্ষেই রায় দেয়। বুধবার সকালে বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফ ও মঞ্জুলা তির্কির ও রাজীব লামাই নেতৃত্বে বনকর্মীরা ওই জমি দখল মুক্ত করে। জানা গেছে আপাতত সেখানে বনদপ্তরের তরফে বিভিন্ন ধরনের চারা গাছ লাগানো হবে। ওই এলাকায় বনদপ্তরের আরো কোন জমি রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

Office of the Bargachia-II Gram Panchayat
Bargachia, under Jagatballavpur Developmey Block, Dist-Howrah
Notice Inviting E-Tender

Office of the Prodhan, Bargachia-II Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Dist- Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice :- 1.BAR-II/E-Tender/318/2024(15-th FC) SI No-01 Dated:-01/07/2024 2.BAR-II/E-Tender/319/2024(15-th FC) SI No-01 Dated:-01/07/2024, 3. BAR-II/E-Tender/320/2024(15-th FC) SI No-01 Dated:-01/07/2024, 4. BAR-II/E-Tender/321/2024(5-th SFC) SI No-01 Dated:-01/07/2024, 5. BAR-II/E-Tender/322/2024(5-th SFC) SI No-01 Dated:- 01/07/2024. Bid Submission date- 04/07/2024, 5:00 PM and End of Bid Submission 10/07/2024 at 6:30 PM. The details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at http://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT

গ্রিলের দোকানে চুরি, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জুলাই ঃ ভোররাতে লোহার গ্রিলের দোকানে চুরির ঘটনা! লক্ষাধিক টাকার লোহার সামগ্রী ও লোহা কাটার মেশিন নিয়ে পালাল চোরেদের দল! নকশালবাড়ির উত্তর রথখোলার এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কের পাশের ঘটনা। বুধবার ভোররাতে তপন শীল নামে এক ব্যক্তি লোহার গ্রিলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরের দল বৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে দোকানে সামনে পিকআপ ভ্যানে করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার লোহার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়।

মোকাম বালুরঘাট, সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), দক্ষিণ দিনাজপুর
বিজ্ঞপ্তি
মোকদ্দমা নং-৩৭ / ২০২২ (মিস সাকশেসন)
রাম টুডু, পিতা মৃত লোথার টুডু, সাকিন- জোতগোপাল, পোষ্ট- ঠাকুরপুরা, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর
...... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, মৃত ফুলমনি সরেন, স্বামী- রাম টুডু, সাকিন- জোতগোপাল, পোষ্ট- ঠাকুরপুরা, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর ত্যক্ত টাকা পয়সা যাহা এল.আই.সি. অফিস বালুরঘাট শাখায় জমা আছে তাহার সাকশেসন শংসাপত্র পাইবার কামনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরাজির ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Kirtipur – I Gram Panchayat Chowmuha, P:O Mudiahat, P.S. - Sashan,24 Parganas (N)

NIT has been invited by the Pradhan, Kirtipur - I Gram panchayat under Barasat -II Panchayat Samity, North 24 parganas vide **NIT No.94/K-IGP/24-25 (Fund BEUP)** dated 02.07.2024. Last date of bid submission is**16.07.2024 upto18.30 hrs**.For other information please follow the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan, Kirtipur-I Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

The Prodhan Dharmapur - I G. P. has invited e-Tenders vide **NIT No. 01/DH-1/2024-25 Dated - 28/06/2024** for works under Dharmapur – I G. P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on : **08/07/2024** Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or **https://etender/wb.nic.in**

Sd/-
Prodhan
Dharmapur -I G.P.,
Gaighata Dev. Block, (N) 24 Pgs.

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১) শ্রী যোশেফ বিশ্বাস, পিতা মৃত ক্রিসটো বিশ্বাস, ২) সীমা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী যোশেফ বিশ্বাস, সাং- আর.পি. গুপ্তা পথ, পোঃ টিটাগড়, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, নিবাসী গত ইং- 22.09.2017 তারিখে A.D.S.R. নৈহাটি অফিসে ১ নং বহির, ৭৩৮৩ নং কোবালা মূলে মালিক শ্রী স্বপন বেরার পক্ষে আমোক্তার শ্রী সুকুমার বেরা, পিতা- নিতাই চন্দ্র বেরা, সাং হাঁসির দাসপাড়া, পোঃ শ্যামনগর, থানা- জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগণা নিবাসী (Power No. ৬৪১ /২০১৭ A.D.S.R.O. নৈহাটি) মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- জগ্গদল, মৌজা- হাঁসিয়া গ্রাম, R.S. এবং L.R.Dag No. ৪২৭, L.R. খতিয়ান নং. - ৪০৮, ২ দুই কাঠা জমি খরিদ করে।

বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত জমি B.L. & LR.O শ্যামনগর দপ্তরে নিজ নাম পত্তন করিতে ইচ্ছুক। কোনো সূচনার জন্য কল করুন 9163785825।

PALLAVI SAHA,
Advocate.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মকেলদ্বয় শ্রী শঙ্কর দে পিতা-শ্রী খোকন দে, সাং- ব্রীজি পূর্বপাড়া, পোষ্ট অফিস- গড়িয়া, থানা- পাটুলী, কোলকাতা-৭০০০৮৪ ও শ্রী গৌতম পাল পিতা - স্বর্গীয় হরেন্দ্র পাল, সাং- পূর্ব তেঁতুলবেড়িয়া, পোস্ট অফিস- পাঁচপোতা, পূর্বতন থানা-সোনারপুর বর্তমান থানা- নরেন্দ্রপুর, কোলকাতা ৭০০০৮৪ বিগত ইংরাজীর ১৪.০৭.২০২৩ তারিখে ভাঁটা মৌজায় আরএস খতিয়ান নং ১৯, এল.আর খতিয়ান নং ২১১৩ খতিয়ানভুক্ত, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং ১৫৫ দাগে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক শালি জমি শ্রী শঙ্কর দে ৮৯০৫ / ২০২৩ নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিল মূলে ও উপরোক্ত মৌজা, জে.এল. খতিয়ান ও দাগে ২ কাঠা ০৮ ছটাক জমি শ্রী গৌতম পাল ৮৯০৪ / ২০২৩ নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিল মূলে শ্রী স্বপন বিশ্বাসের ধর্মপত্নী শ্রীমতী মঞ্জু বিশ্বাসের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন ঘোষ পুত্র শ্রী জহর কুমার ঘোষের নিকট হইতে আমরা উপরোক্ত দলিল মূলে ক্রয় করি।

এক্ষনে আমরা উপরোক্ত দুইটি পৃথক পৃথক দলিল দ্বারা B.L.& L.R.O. Baruipur Office এ নিজ নিজ নামে রেকর্ড করার জন্য আবেদন করিয়াছি। Case Nos. MN/ 2024/ 1601/4396 ও MN/2024/1601/4398 তারিখ ২৪।০৬।২০২৪। অত্র আবেদনের বিরুদ্ধে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে লিখিত আপত্তি কাগজাদি সহ দাখিল করিবেন। অন্যথ্যায় আইন অনুযায়ী একতরফা শুনানী হইবে।

অরুণ কুমার মাজী, এ্যাডভোকেট
আলিপুর জার্জেস কোর্ট,
কোলকাতা- ২৭

NOTICE INVITING e-TENDER

1. Re e-Tender Reference No- P-1/638/016/EO/2023-24, Dated-27/06/2024
Tender ID: 2024_ZPHD_701991_1 to 6 has been floated Construction of (Litchpit, Silt Chember Tube well Platform) with grey water management system fund SBM(G)
2. Re e-Tender Reference No- P-1/17/643/BEUP/EO/2023-24, Dated-28/06/2024
Tender ID: 2024_ZPHD_702899_1 has been floated Construction of Bathing Ghat at Pranab Mukherjees Pukur GP Samudragarh fund BEUP(2021-22)
3. P-I/594/EO/2023-24, Dated-19/06/2024,has been floated Construction of (Litchpit, Silt Chember Tube well Platform) with grey water management system fund SBM(G)
4. P-1/18/647/E0/2024-25, Dated-01/07/2024, has been floated 5 nos different work fund 15 th (2024- 25). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, PurbaBardhaman.

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-02/2024-25 (Tender ID-2024_ZPHD_700192) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 14 no works. Last date of documents download & bid submission is 12 th July 2024 at 6:30 p.m. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

KALYANI PANCHAYAT SAMITY

Sealed Tender is being invited by the undersigned vide eNIT no. -49, Memo No- 267/BDO/ Kalyani Dated 28.06.2024. Bid Submission start date is 01.07.2024. Last date of Bid Submission 08.07.2024 upto 5.00 pm. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11.00 am to 5.00 pm.

Sd/-
Block Development Officer,
Kalyani, Development Block

আইএনসি - ২৬
কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে
পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ, কলকাতা
কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ৪ এবং ধারার বিষয়ে (ক)
কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা ২০১৪ এর ৩০ বিধির উপ-ধারা (৫)
এবং
এম /এস এর ক্ষেত্রে পাইওনিয়ার ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর রয়েছে রেজিস্টার্ড অফিস ২৬৭ রবীন্দ্র সরণী জোড়া বাগান কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৭

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের মেয়াদে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ কোম্পানির পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণের জন্য। ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত অফিস ২৬৭ রবীন্দ্র সরণি জোড়া বাগান কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৭ IN - ROC কলকাতা থেকে '' B-3077, ওবেরয় গার্ডেন এস্টেট, চান্দিভালি ফার্ম রোড, চান্দিভালি ফার্ম রোড, ০২-০৪-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় মুম্বাই''।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে এমসিএ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিতরণ করতে পারেন বা তার / তার আপত্তি সমর্থিত নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সরবরাহ করতে বা পাঠাতে পারেন। একটি হলফনামা দ্বারা নিজাম প্লেসে আঞ্চলিক পরিচালকের প্রতি তার আগ্রহ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে, ।। এমএসও বিল্ডিং, ৩ তল, ২৩৪ / ৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা -৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ১৪ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লেখিত ঠিকানায় একটি অনুলিপি সহ ঃ

নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানাঃ ২৬৭ রবীন্দ্র সরণি জোড়া বাগান কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৭

আবেদনকারীর পক্ষে এবং তার পক্ষে পাইওনিয়ার ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড
শশাঙ্ক আগরওয়াল
পরিচালক

তারিখ ঃ ০৩ জুলাই, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

Office of the KANTBARI GRAM PANCHAYAT
Vill: Purusottampur, P.O: Agarda
Onda :: Bankura

Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) No of NIeT on 03/07/2024 Vide NIeT No:-04/2024-25, Vide Memo no 233/15 th FC-Untied/KGP Dated 03/07/2024 scheduled to be open on 15/07/2024 (at 12.00 PM) and last date of submission is on 11/07/2024 (up to 06:00 PM) For more details please visit on:- https:// wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

BHANDARPUARA CHIPIDA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Pendra, P.O.-Dorodih, Dist.-PURULIA(W.B.), Pin.-723102
NOTICE INVITING e-TENDER No. B/ Chipida g.p./15 th FC/eNIt-01/24-25

Prodha, B/Chipida Gram Panchayat invites e-tender for total 12 (Twelve) Nos. different works. Bid Submission Closing date (Online) 08.07.2024 at 11.00 AM. Bid Opening date for Technical Proposals (Online) 10.07.2024 at 11.00 AM. For details please visit website https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Bhandarpuara Chipida Gram Panchayat

Office of the Dahala Gram Panchayat
At+PO-Kankradara, PS: Khatra, Dist.:- Bankura, Pin-722140
E-mail: dahalagp@gmail.com
NOTICE INVITING E-TENDER No.-2 of (SI No-1 to 8) 2024-25, Tender ID: 2024_ZPHD_701085_1 to 8

Separate tenders are invited by the Dahala Gram Panchayat, Kankradara, Khatra, Bankura for the 8 (Eight) Nos. similar nature of works. Last date of submission of bid (online) 05.07.2024 (18.00 pm). Date of opening of technical proposals (online): 08.07.2024 at 12.00 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Dahala Gram Panchayat

Office of The Beldih Gram Panchayat
At-Juradih, PO-Tumbajhalda, PS- Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting E-Tender No.-01(E)/ BGP/2024-25/XVFC

For and on behalf of the Beldih Gram Panchyat Authority, the Pradhan Beldih Gram Panchyat, tenders are invited. Bid submission (online) starting from 28/06/2024 at 17.00 Hrs. Bid submission closing (online) on 06/07/2024 up to 16:00 Hrs. Time and Date of Opening of Bid (Online): 08/07/2024 at 14:00 Hrs. For details please visit website www.wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-03/ 2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 08/07/2024 & Time up to 12.00 PM. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site http:// www.wbiwd.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

লামডিং মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি /১২ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ০১-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৪-২৫/০৯। কাজের নামঃ আগরতলা কোচিং ডিপোতে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ রেকসমূহের পাওয়ার কারসমূহে সংলগ্ন করা ইহার সরঞ্জামসমূহ সহিত আগরতলা থেকে যাত্রা প্রারম্ভ করা বিভিন্ন রেকের পাওয়ার কারসমূহে সংলগ্ন ৫০০ কেভিএ ডিজি সেটসমূহের (কিউমিনস, গ্রীভস, কির্লোস্কার) এ, বি এবং সি পরীক্ষণ, বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, এসকোর্টিং, পরিচালন। টেণ্ডার রাশিঃ ৬,২৩,৭৫,৯৫৩.৯১ টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৬১,৯০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৩-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৩-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডওপি, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ শুভদীপ বারিক, দিপালী রায়, সুজয় দাস ও শিল্পী বারিক, ১৮।০১।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ০২৫৮ / ২০২৪, ০২৫৯ / ২০২৪, ০২৬০ / ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) মুরুলী শীট ২) রুমা পাল ৩) আন্না শীট ৪) অরূপ শীট ৫) অপর্ণা সরকার ৬) কৃষ্ণ কেশব নন্দী ৭) সোনালী নায়েক ৮) আনন্দ গোপাল চীনা ৯) নন্দলাল চীনা ১০) দীপালী ধুয়া উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R. OFFICE ২০১৬১৪ /২০২৩ নং আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া পাতাকোলা মৌজার ২৩৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৭৯৯ নং দাগে ০.০৩৩০ একর (শুভদীপ বারিক), ০.০৫৪১ একর (সুজয় দাস ও শিল্পী বারিক) ০.০৩৩০ একর (দিপালী রায়) এবং ৮০০ নং দাগে ০.০২৮৫ একর (সুজয় দাস ও শিল্পী বারিক) জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L. & LR.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
এ্যাডভোকেট
জার্জেস কোর্ট, বাঁকুড়া
Enrol. No. F/423/652/2017

বিভিন্ন স্টেশন ইয়ার্ডে ইন-সিটু আঠা দেওয়া জয়েন্টগুলির সন্নিবেশ

ই-টেন্ডার নং.: আরই-এনজেপি-টেন্ডার-ইএনজিজি-ডব্লিউটি-২৯৬, তারিখঃ ০১-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে বিদ্যুতায়ন কাজের সাথে সম্পর্কিত (i) ফরকাটিং জং.-বড়ুয়া বামুনগাঁও-মারিয়ানি জং., (ii) তিনসুকিয়া-মাকুম জং.- ডাঙ্গারি এবং (iii) মাকুম জং.- তিরাপ -এর মধ্যে তিনসুকিয়া ডিভিশনের একক লাইন সেকশনে অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের সাথে বিভিন্ন স্টেশন ইয়ার্ডে প্রয়োজন ৮৯৬টি ইন-সিটু আঠা দেওয়া জয়েন্ট (বেশিরভাগ ৫২ কেজি) সন্নিবেশ করা। (জিআর.-৩১০)। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৩,১১,৪২,১২৮.৬৪ টাকা; বায়না মূল্য: ৩,০৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২২-০৭-২০২৪ তারিখে ১২:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার-II/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/W77-39/T-08/24-25
Name of the Work : **Development of Filtered Water Supply near 61/1 Dr. Sudhir Bose Road in Ward No. 77.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,033.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **04 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/W77-38/T-07/24-25
Name of the Work : **Improvement of F.W. Supply near 47/1, 52/F, 48/1/1A of Mansatala Lane providing 100 mm dia D.I. pipe in Ward No. 77.** Estimated Amount : **Rs. 1,75,313.00.** Earnest Money : **Rs. 3,550.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **13.07.2024 at 11 a.m./ 15.07.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Director General (Mech.)/Roads, KMC invites quotation online in two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/ASPH/PB/KT/E-05/2023-24 (2nd Call)
Work No. ASPH/PB/KT/E-05/2023-24
Name of the Work : **Continuation of operation and maintenance of Fuel Burners of reserve Bitumen Tanks and Thermodrums at Asphaltum Department Palmer Bazar.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.** Period of Completion : **365 days.** Last date and time of submission of bid: **18.07.2024 at 12 noon.** Bid opening date for technical proposal: **20.07.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024** at **11 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC invites e-tender for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/05
Name of the Work : **Renovation with replacement of Damaged Spare Parts, Testing and Commissioning of Reciprocating Air Compressor No. 3 with allied works at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs. 3,055.00.** Period of Completion : **10 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/06
Name of the Work : **Renovation of inlet and outlet Penstock Gate of Flocculator No. 4 & 6 at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs. 3,560.00.** Period of Completion : **10 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/02
Name of the Work : **Renovation with replacement of worn out spare parts of Pneumatic System of Tube Settler No. 8 with other allied works at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 1,49,915.00.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/17
Name of the Work : **Construction of surface drain & adjacent yard between Chlorine Tonner Room and sub-station with ancillary works at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 1,73,415.00.** Earnest Money : **Rs. 3,500.00.** Period of Completion : **21 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **24.07.2024 at 2 p.m./26.07.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/GRBU/T12/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Begore khal DPS under GRBU (for 6 months).** Estimated Amount : **Rs. 3,57,564.00.** Earnest Money : **Rs. 7,200.00.** Period of Completion : **6 months.** Last date and time of submission of bid: **13.07.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024** at **12 noon.** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No.: S_D/S-I/XV/138/16/24-25
Name of the Work : **Removal silt etc. from Mother Saheb Nikashi drain in Ward No. 138 under BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,98,050.39.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **90 days.** Last date and time of submission of bid (online) : **11.07.2024 up to 2 p.m.** Bid submission start date and time (online) : **04.07.2024** at **2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **04.07.2024** at **2 p.m.** in the website **https://etender.wb.nic.in**

172/24-25

টলি-বলি

রোগা, টিংটিঙে, খয়েরি রং শাহরুখকে দেখেই সেদিন বিরক্ত হয়েছিলেন জুহি

ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগের (আইপিএল) দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের যৌথ কর্ণধার শাহরুখ খান ও জুহি চাওলার জুটি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিল বলিউডে। 'রাজু বন গ্যায়া জেন্টেলম্যান', 'ডর', 'ইয়েস বস', 'কাভি হা কাভি না'সহ অনেক ছবিতে কাজ করেছেন দুজনে। তবে শুনলে অবাক হবেন, প্রথম দিকে শাহরুখ খানকে দেখেই ভ্রু কুঁচকেছিলেন জুহি। এক সাক্ষাৎকারে জুহিকে বলতে শোনা গেল, কীভাবে প্রযোজক বিবেক বাসওয়ানি তাঁকে শাহরুখের ব্যাপারে বর্ণনা করেছিলেন। তখনো তিনি চিনতেন না সদ্য বলিউডে পা রাখা ছেলেটিকে। 'রাজু বন গ্যায়া জেন্টেলম্যান' ছিল তাঁদের প্রথম কাজ। এই সময় বিবেক শাহরুখ খানের বর্ণনা দিতে গিয়ে তুলনা টানেন আমির খানের সঙ্গে। যাঁর সঙ্গে 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'-এ কাজ করে ফেলেছিলেন জুহি। জুহির কথায়, 'তখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন। ''রাজু বন গ্যায়া জেন্টেলম্যান-এর কথা হচ্ছে। সেই সময় প্রযোজক বিবেক বাসওয়ানি বলেন, তাঁর হিরো খুব বিখ্যাত, দেখতে অনেকটা আমির খানের মতো। আমিও মনে মনে সুন্দর দেখতে একটা ছেলে, চকলেট বয় লুক ভেবে রেখেছিলাম ঠিক আমিরের মতো।' এরপর কী হয়েছিল, সেটাও জানান জুহি। তিনি বলেন, 'এরপর সেটা গিয়ে আমি তো অবাক।

রোগা, টিংটিঙে, খয়েরি রং, সাদা রঙের একটা শার্ট পরে আছে। মোটা ঠোঁট, মোটা নাক। আমার মনে হচ্ছিল, এটা কী হলো! আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন দিক থেকে আপনাদের একে আমির খানের মতো লাগছে?' তবে জুহির মনে প্রথম দিকে একটু দ্বিধা তৈরি হলেও পরে তিনি শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। মজা করে অভিনেত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'দেখো, ওকেও স্টার বানিয়ে দিলাম আমি।'

চলে গেলেন 'চায়নাটাউন'-এর চিত্রনাট্যকার রবার্ট টাউন

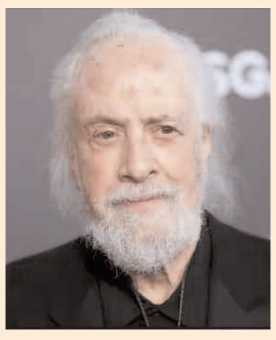

অস্কারজয়ী মার্কিন চিত্রনাট্যকার রবার্ট টাউন মারা গেছেন। টাউনের মুখপাত্র জানান, যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। রোমান পোলানস্কির আলোচিত সিনেমা 'চায়নাটাউন'-এর চিত্রনাট্যকার হিসেবে রবার্ট টাউন ব্যাপক পরিচিতি পান। 'চায়নাটাউন'-এর চিত্রনাট্যকে সর্বকালের সেরা চিত্রনাট্যের একটি মনে করা হয়। ১৯৬০-এর দশক থেকে চলচ্চিত্রে যুক্ত হন রবার্ট টাউন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি 'চায়নাটাউন' ছাড়াও 'দ্য লাস্ট ডিটেইল', 'শ্যাম্পু'-এর মতো আলোচিত সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন। এ ছাড়া যুক্ত ছিলেন 'বনি অ্যান্ড ক্লাইড', 'দ্য গডফাদার'-এর মতো সিনেমার সঙ্গে। দুর্দান্ত সংলাপ লেখার জন্য টাউন সমালোচকদের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। চিত্রনাট্য লেখা ছাড়াও সিনেমা পরিচালনা করেছেন টাউন। তাঁর পরিচালিত সিনেমার মধ্যে রয়েছে 'পারসোনাল বেস্ট', 'উইদাউট লিমিটস', 'আস্ক দ্য ডাস্ট' ইত্যাদি। ১৯৩৪ সালের ২৩ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্ম রবার্ট টাউনের। মূলত লেখক ও অভিনেতা হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। এ জন্য তিনি অভিনয়ের প্রশিক্ষণও নেন। কিন্তু পর্দার সামনে নয়, চিত্রনাট্যকার হিসেবে পর্দার পেছনেই প্রতিষ্ঠা পান টাউন। টেলিভিশনে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন টাউন। 'ব্রেকিং পয়েন্ট', 'দ্য আউটার লিমিটস', 'দ্য ম্যান ফ্রম ইউএনসিএলই' টেলিভিশনে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯৯০ সালে টম ক্রুজ অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমা 'ডেজ অব থান্ডার'-এর চিত্রনাট্য লেখেন টাউন। এ সিনেমায় কাজ করতে করতে টম ক্রুজের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরে টম ক্রুজের আলোচিত সিনেমা 'দ্য ফার্ম', 'মিশন ইমপসিবল' ও 'মিশন ইমপসিবল ২'-এর চিত্রনাট্যও লেখেন টাউন। চারবার অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন রবার্ট টাউন। পুরস্কার জেতেন 'চায়নাটাউন'-এর জন্য। এ ছাড়া বাফটা ও গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারও আছে তাঁর ঝুলিতে।

অনন্ত-রাধিকার বিয়েতে গাইবেন কারা

মুকেশ ও নীতা আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি ও শিল্পপতি বীরেন মার্চেন্টের মেয়ে রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলছে বেশ কয়েক মাস ধরেই। তাঁদের প্রাক্‌বিবাহের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে রীতিমতো তারার মেলা বসেছিল। ১২ থেকে ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা। মুম্বাইতে হতে যাওয়া এ অনুষ্ঠানেও বসবে তারার মেলা। ভারতীয় গণমাধ্যমটির তথ্যমতে, অনন্ত ও রাধিকার বিয়েতে পারফর্ম করতে পারেন বিশ্বসংগীতের বড় তিন তারকা অ্যাডেল, ড্রেক ও লানা দেল রে।জানা গেছে, এই তারকাদের সঙ্গে এখন আলোচনা চলছে। আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, তিন তারকার বিয়েতে পারফর্ম করার ব্যাপারটি অনেকটাই নিশ্চিত। এরই মধ্যে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র অতিথিদের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেছে। তবে এই নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সোনালি রঙের একটি বাক্স পাঠিয়ে। চকচকে এই বাক্সে ছিল শিল্প, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মিশেল। এই নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন, এমন একজন বাক্সটি খোলার ভিডিও করেছেন। এটি ছিল পাঁচ মিনিটের। গত ২৯ জুন আম্বানির মুম্বাইয়ের বাসভবনে পূজার মধ্য দিয়ে অন্তত ও রাধিকার বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। ১২ জুলাই চার হাত এক হবে মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে। বিয়ের অনুষ্ঠানটি চলবে তিন দিন ধরে। বিয়ের পরদিন হবে শুভ আশীর্বাদ ও মঙ্গল উৎসব। আর এর পরদিন হবে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। বিবাহপূর্ববর্তী দুটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন অন্তত ও রাধিকা। প্রথম অনুষ্ঠানটি ১ থেকে ৩ মার্চ ছিল ভারতের গুজরাটের জামনগরে। সেখানে দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, ক্রীড়া, বিনোদনসহ নানা অঙ্গনের খ্যাতনামা এক হাজার অতিথি যোগ দিয়েছিলেন। আর গত ২৯ মে বিলাসবহুল ক্রুজে চড়ে প্রাক্-বিবাহের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান উপভোগ করেন অনন্ত-রাধিকা। জাহাজটি ইতালি থেকে ছেড়ে ১ জুন ফ্রান্সে যায়।

'কুইন অব টিয়ারস' জুটির প্রেমের গুঞ্জন

আলোচিত কে ড্রামা 'কুইন অব টিয়ারস'-এর জুটি অভিনেতা কিম সু হিয়োন ও অভিনেত্রী কিম জি উনের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। পর্দায় দুজনের রসায়ন উপভোগ করেছেন দর্শকেরা এবার বাস্তবেও তাঁরা প্রেমে জড়িয়েছেন বলে খবর। তবে বিষয়টি নিয়ে দুজনই মুখে কুলুপ এঁটেছেন কারও তরফ থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিম সু হিয়োন এশিয়ার ট্যুরের চারটি ছবি পোস্ট করার পর গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেছে। এর মধ্যে একটি ছবিতে মুঠোফোন হাতে সেলফি তুলতে দেখা গেছে তাঁকে। কিম জি উনেরও একই ভঙ্গিতে তোলা একটি ছবি রয়েছে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'লাভস্টগ্রাম' বলে দাবি করছেন দর্শকেরা। লাভস্টগ্রাম মানে হলো যুগলরা ইনস্টাগ্রামে পোস্টের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটি নিয়ে বিস্তর চর্চার মধ্যে তিনটি ছবি মুছে ফেলেছেন কিম সু হিয়োন। 'কুইন অব টিয়ারস'-এ দম্পতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিম সু হিয়োন ও কিম জি উন। এর আগে এই আরেক অভিনেত্রী কিম সে রনের সঙ্গে কিম সু হিয়োনের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। তবে তাঁর এজেন্সি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, সেটির কোনো সত্যতা ছিল না।

উড়ছেন শর্বরী, কারণ

বলিউডের নবাগত অভিনেত্রীদের একজন তিনি। হালের আলোচিত 'মুনজ্যা' তাঁর ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ছবি। তুলনামূলক নতুন হলেও এরই মধ্যে হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন শর্বরী বাগ। তাঁর অভিনীত হরর-কমেডি সিনেমাটি ১০০ কোটি বেশি ব্যবসা করে ফেলেছে। এদিকে ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবির সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী হিসেবে ভোট পেয়েছেন শর্বরী। তাই সব মিলিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত এই অভিনেত্রী। শর্বরী তাঁর অভিষেক ছবি 'বান্টি অওর বাবলি ২'-তেই সবার নজর কেড়েছিলেন। এখন 'মুনজ্যা' ছবির কারণে তিনি জোর চর্চায়। এদিকে নেটফ্লিক্সের 'মহারাজ' ছবিতে আমির খানের পুত্র জুনায়েদ খানের সঙ্গে দেখা গেছে তাঁকে। এই ছবিতে 'বিরাজ' চরিত্রে নজর কেড়েছেন তিনি। 'মুনজ্যা' ১০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করায় যারপরনাই আনন্দিত শর্বরী। এ প্রসঙ্গে বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'যখন বড় বড় তারকার ছবি ১০০ কোটি ব্যবসা করত, এমন খবর শুনে বিস্মিত হতাম। এখন আমার নিজের অভিনীত সিনেমা এই মাইলফলক স্পর্শ করেছে, বিস্ময়ের ঘোর আর কাটছে না। সবাই আমার সিনেমা দেখতে হলে এসেছেন, অভিনয়ের প্রশংসা করছেন সবকিছু মিলিয়ে আমি সত্যিই আপ্লুত।' 'মুনজ্যা' ছবির সাফল্য প্রসঙ্গে শর্বরী আরও বলেন, 'দ্বিতীয় ছবিতেই এত বড় সাফল্যের স্বাদ পেলাম। এই সাফল্য আমাকে আরও এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। সব শিল্পীই চান, তাঁর অভিনীত সিনেমা হিট হোক। কারণ, একটা হিটের পর আরও ভালো চরিত্রে অভিনয় করার লোভ হয়, আরও বেশি পরিশ্রম করার জেদ পেয়ে বসে।' এখন শর্বরীর গায়ে '১০০ কোটি ব্যবসা করা সিনেমার তারকা'র তকমা লেগে গেছে।

যাত্রীর ভিড় সামাল দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ট্রেনে স্থায়ীভাবে কোচ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৩ জুলাই ঃ যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং ট্রেন যাত্রার সময় অধিক সুবিধা প্রদান করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ছয়টি বিদ্যমান ট্রেনে অতিরিক্ত জেনারেল সিটিং কোচ সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের দ্বারা গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় আরও অধিক ভ্রমণ ক্ষমতা সহ ট্রেন যাত্রীদের সুবিধা প্রদান করা যাবে।

সংযোজিত কোচ সহ ট্রেনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রেন নং. ০৫৬৩৬০৫৬৩৫ (গুয়াহাটি শ্রী গঙ্গানগর - গুয়াহাটি) স্পেশাল-এ অতিরিক্ত ০৪ (চার)টি জেনারেল সিটিং কোচ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে গুয়াহাটি থেকে এবং ৭ জুলাই ২০২৪ থেকে শ্রী গঙ্গানগর থেকে রওনা হবে। ট্রেন নং. ০৫৯৫২০৫৯৫১ (নিউ তিনসুকিয়া এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া) স্পেশাল- এ অতিরিক্ত ০২ (দুই)টি জেনারেল সিটিং কোচ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ৪ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে নিউ তিনসুকিয়া থেকে এবং ৮ জুলাই ২০২৪ থেকে এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে রওনা হবে।

ট্রেন নং. ১৫৯৬২১৫৯৬১ (ডিব্রুগড় হাওড়া - ডিব্রুগড়)-এ অতিরিক্ত ০১ (এক)টি জেনারেল সিটিং কোচ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে ডিব্রুগড় থেকে এবং ৬ জুলাই ২০২৪ থেকে হাওড়া থেকে রওনা হবে।

ট্রেন নং. ১৫৯৬০১৫৯৫৯ (ডিব্রুগড় হাওড়া - ডিব্রুগড়)-এ অতিরিক্ত ০১ (এক)টি জেনারেল সিটিং কোচ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে ডিব্রুগড় থেকে এবং ৭ জুলাই ২০২৪ থেকে হাওড়া থেকে রওনা হবে।

ট্রেন নং. ১৫৬২৬১৫৬২৫ (আগরতলা দেওঘর - আগরতলা)-এ অতিরিক্ত ০১ (এক)টি জেনারেল সিটিং কোচ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ৬ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে আগরতলা থেকে এবং ৮ জুলাই ২০২৪ থেকে দেওঘর থেকে রওনা হবে।

ট্রেন নং. ০৫৬২৮০৫৬২৭ (আগরতলা গুয়াহাটি - আগরতলা) স্পেশাল-এ অতিরিক্ত ০১ (এক)টি জেনারেল সিটিং কোচ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ৪ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে আগরতলা থেকে এবং ৫ জুলাই ২০২৪ থেকে গুয়াহাটি থেকে রওনা হবে।

বৃষ্টিতে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কে ধস, যান চলাচল বিঘ্নিত

গন্ডাছড়া, ৩ জুলাই ঃ কয়েকদিনের ঝড়বৃষ্টিতে ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। লাগাতর বৃষ্টিতে গন্ডাছড়া- অমরপুর সড়কে পড়ছে ধস। মূল সড়কের উপর ভেঙে পড়ছে বিশাল আকারের গাছ। অপরদিকে গন্ডাছড়া -রতননগর সড়ক জলমগ্ন হয়ে পড়ায় গাড়ী চলাচল প্রায় বন্ধের পথে। যদিও সমস্যা নিরসনে মাঠে নেমেছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রসঙ্গত গত কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে স্বাভাবিক ভাবেই নাজেহাল অবস্থায় রয়েছে সাধারণ মানুষজন। লাগাতর বৃষ্টির ফলে সাধারণ মানুষজন ঘর থেকে বেরুতে পারছে না। একেবারেই দৈনিক মজুরী শ্রমিকদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে ঘরে অভাব অনটন শুরু হয়েছে। অপরদিকে গত কয়েকদিনের লাগাতর বৃষ্টিতে গন্ডাছড়া -অমরপুর সড়কের বাবুশাই এলাকায় ধস সহ পাহাড়ের চূড়া থেকে বিশালকার গাছ মাটির ধসের সাথে মূল রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যদিও ধস পড়ার সংবাদ পেয়েই গন্ডাছড়া মহকুমার বন কর্মীরা এবং পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা জরুরী ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ ধস পরিষ্কার করে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে মঙ্গলবার এবং বুধবার কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হয় গন্ডাছড়া -অমরপুর সড়কে যান চলাচল। ওই সড়কের মতই গন্ডাছড়া -রতননগর সড়কটি অতি বর্ষণের ফলে চলে যায় জলের তলায়। বর্তমানে ওই রাস্তা ধরে কোন গাড়ী যাতায়াত করা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষজনদের। গত কয়েকদিনের অতি বর্ষণে ডুম্বুর জলাশয়ের জলও বেশ স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে গন্ডাছড়া মহকুমাবাসীর নাজেহাল অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

দীর্ঘতম সাইকেল তৈরি করেছে নেদারল্যান্ডসের একটি দল

নেদারল্যান্ডস, ৩ জুলাইঃ বিশ্বের দীর্ঘতম বাইসাইকেল তৈরি করেছে নেদারল্যান্ডসের ৮ জন প্রকৌশলীর একটি দল। এটির দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট ১১ ইঞ্চি। এর আগে ২০২০ সালে বিশ্বের দীর্ঘতম বাইসাইকেল তৈরির রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার বার্নি রায়ানের। তাঁর সাইকেলটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। নেদারল্যান্ডসের প্রকৌশলীদের তৈরি বাইসাইকেলটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সহজেই চালাতে পারেন যেকোনো চালক। কয়েকজন মিলে এ সাইকেল চালানো সম্ভব। তবে এটি শহরে নিয়মিত ব্যবহারের উপযোগী নয়। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্য অনুযায়ী, ৩৯ বছর বয়সী প্রকৌশলী ইভান শ্যাকের নেতৃত্বে এই বাইসাইকেল তৈরি হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি এ রকম একটি সাইকেল তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমি এ রকম একটি সাইকেল তৈরির কথা ভাবছিলাম। আমি একবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের একটি বই পেয়েছিলাম, যেখানে আমি এই রেকর্ড দেখেছিলাম।' গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্য অনুযায়ী, গত ৬০ বছরে বিশ্বের দীর্ঘতম সাইকেলের রেকর্ড অনেকবার ভেঙেছে। ১৯৬৫ সালে প্রথম জার্মানির কোলনে ৮ মিটার দৈর্ঘ্যের সাইকেল তৈরি করে এই রেকর্ড ভাঙে। এরপর নিউজিল্যান্ড, ইতালি, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসের দুটি দল এই রেকর্ড ভেঙেছে। এই রেকর্ড নতুন করে গড়তে অবসর সময়কে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন ইভান। ২০১৮ সালে তিনি শুরু করেন দীর্ঘ বাইসাইকেল তৈরির কাজ। নিজের গ্রাম প্রিনসেনবিকের এক স্থানীয় অনুষ্ঠানে তিনি দলের বাকি সদস্যদের জোগাড় করেন। তিনি বলেন, তাঁর গ্রামটি স্বেচ্ছাসেবক ও কারিগরি দক্ষ লোকজনে ভরা। ইভান আরও বলেন, অনেকে বসে বসে টিভি দেখতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রিনসেনবিকে এ রকম লোক পাওয়া দুষ্কর। এখানে সবার কারিগরি জ্ঞান রয়েছে এবং তাঁরা এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চান।

কয়েকদিনের টানা বর্ষণে ব্যাপকভাবে ফুঁসেছে কুমারঘাট মহকুমার দেও এবং মনু নদীর জল

কুমারঘাট, ৩ জুলাই ঃ কয়েকদিনের টানা বর্ষণে ব্যাপকভাবে ফুঁসেছে ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার দেও এবং মনু নদীর জল। পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে দুই নদীতে স্বাভাবিক জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চলগুলি।

খাল-বিলগুলিও ডুবে গিয়েছে অতিবৃষ্টিতে। বন্যার জেরে কুমারঘাট শিবথলি, হালাইমুড়া, ফটিকরায়ের ইন্দিরা কলোনি, নামা রাজনগরের বেশ কিছু অঞ্চল বন্যার গ্রাসে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। অবস্থার অবনতি দেখে বন্যা কবলিতদের আশ্রয়ের জন্য খোলা হয় প্রশাসনিক ত্রাণ শিবির।

এদিকে ফটিকরায় নামা রাজনগরের বন্যা কবলিতরা অভিযোগ তুলেছেন প্রশাসনিক অসহযোগিতার। বন্যাদূর্গত তহিদ মিঞা, ফরিজ মিয়াদের অভিযোগ পরিবার নিয়ে বাড়ীতে জলবন্দী অবস্থায় থাকলেও তাদের খোঁজ নেয়নি কেউই। এমনকি জল পেরিয়ে যাবার জন্য এলাকায় নৌকোর ব্যাবস্থা না থাকার ফলেই তাদের বাড়ীতে জলবন্দী দিন কাটাতে হয়েছে বলে অভিযোগ। তারা চাইছেন বন্যায় হওয়া ক্ষতিপূরনের ব্যাবস্থা করুক প্রশাসন। বন্যার জেরে কুমারঘাটের দেও নদীতে বৃদ্ধি পেয়েছে ভাঙ্গন। নদী গর্ভে চলে যাওয়ার উপক্রম কুমারঘাটের পুরাতন শিববাড়ী রোড তথা দেও নদীর বাঁধটি। জলের তোড়ে ফাঁটল দেখা দিয়েছে ওই রাস্তায়। ফলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেই রাস্তার যান চলাচল।

উল্লেখ্য, মাত্র একমাস আগেই এই নদীর বাঁধ সংস্কারের নামে নদীর ধারে ফেলা হয়েছিলো বালিভর্তী বস্তা। স্থানীয়রা তখনই এই বিষয়টিকে ছিপ দিয়ে তিমি শিকারের চেষ্টা বলে কটাক্ষ করে কাজের গুনগত মান বজায় রাখার দাবীতে সরব হন। কিন্তু ঠিকেদার সংস্থার মর্জিমাফিক কাজের ফলে একমাসের মাঝেই বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধে ফেলা ইট বালির সেই বস্তা। এদিকে এই বাঁধটি ভেঙে গেলে জলে প্লাবিত হবে হালাইমুড়া, নিদেবী সহ বিস্তীর্ন এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বহু পরিবার। সব জেনেও মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের এবিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেই বলেই অভিযোগ। স্থানীয়রা চাইছেন এই বাঁধের ভাঙ্গন রোধে গুনগত মান বজায় রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, বন্যার জেরে মহকুমায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রেও। বন্যার জলে ডুবে গেছে ফসল। যদিও ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে বন্যার জল। এই অবস্থায় দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে বন্যা দুর্গতদের।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sanjoo Shaw (পুরাতন নাম) পিতা Rabi Show , ঠিকানা- 16, Arabindanagar, P.O.- R. C. Thakurani, Kolkata-700104, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 03.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanju Show (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanju Show (নতুন নাম) এবং Sanjoo Shaw (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Dipashree Sarkar (পুরাতন নাম) স্বামী Sujay Sarkar, পিতা Hira Lal Dey, ঠিকানা-Subhas Vatika, Flat-1A, 8 Purbalok, 1st Street, Kolkata- 700099, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 03.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dipashree Dey (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dipashree Dey (নতুন নাম) এবং Dipashree Sarkar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SK JAHANGIR HOSSAIN, S/O LATE SK SHUKUR MOHAMMAD,R/O VILL-ASOLPOTA,PO-KASWARA,PS-POLBA,HOOGHLY-712102,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK JAHANGIR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024,THAT SK JAHANGIR HOSSAIN AND SK JAHANGIR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SREEDAM SARKAR, S/O ABHIMANYA SARKAR, R/O PANPARA PURBA, PO & PS RANAGHAT, NADIA, PIN-741402, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHRIDAM SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT SHRIDAM SARKAR AND SREEDAM SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Asgar Ali Lakdawala (পুরাতন নাম) পিতা Alihussain Lakdawala ঠিকানা 76/2, 6th Floor, Flat-6C, Christopher Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 02-07-2024 এর Affidavit no. 62/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Asgarali Alihussain Lakdawala (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Asgarali Alihussain Lakdawala (নতুন নাম) ও Asgar Ali Lakdawala (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Azizul Haque Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Haru Manda ঠিকানা .Vill. + P.O.- Gazna, P.S.- Hanskhali, Nadia, W.B- 741507, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 03-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ayjel Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ayjel Mandal (নতুন নাম) ও Azizul Haque Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MST RUBINA KHATUN, W/O ABUL FARAH MALLICK, R/O VILL PASCHIM BAINAN, PO BAINAN, PS BAGNAN, HOWRAH RURAL -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUBINA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT MST RUBINA KHATUN AND RUBINA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Alamin Gazi declare that my and my father's said name Alamin Gazi S/O Anarul Gazi (old name), residing at Vill.- Taki, P.O.- Taki, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743429, West Bengal, INDIA, have changed my and my father's name to (shall henceforth be known as) Md Alamin Gazi S/O Md Anarul Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/07/2024. That Md Alamin Gazi S/O Md Anarul Gazi and Alamin Gazi S/O Anarul Gazi both are same identical person respectively.

Name Change

I SATTAR ALI, S/O IYAKUB, R/O VILL-MELLOCK, PO-MELLOCK, PS-BAGNAN, HOWRAH-711303, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SATTAR ALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT SATTAR ALI AND SK SATTAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAIDUL ALI SEKH, S/O SK SATTAR ALI, R/O VILL-MELLOCK, PO-MELLOCK, PS-BAGNAN, HOWRAH-711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MOYDUL ALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT MAIDUL ALI SEKH AND SK MOYDUL ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MOHAMMAD HANIF MONDAL, SON OF MOHAMMAD ATOR ALI MONDAL, RESIDING AT 189, MATHURAPUR, PO-GUM, PS-HABRA, NORTH 24 PARGANAS -743704, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HANIFA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT HANIF MONDAL AND MD HANIFA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I VIKASH AGRAWAL & VIKASH KUMAR AGRAWAL & VIKASH AGARWAL, S/O LATE HIRA LAL AGARWAL,D.O.B-02/04/1973, R/O ALCOVE GLORIA, TOWER 2, FLAT NO 151, 403/1, DAKSHINSARI ROAD, PO SREEBHUMI, PS LAKE TOWN, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700048, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIKASH KUMAR AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 03/07/2024, THAT VIKASH AGRAWAL & VIKASH KUMAR AGRAWAL & VIKASH AGARWAL AND VIKASH KUMAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MIJANUR DAPTARI, S/O NURISLAM DAPTARI, R/O NO 361, NATABERIYA PS BAGDAN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIJANUR RAHAMAN DAPTARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT MIJANUR RAHAMAN DAPTARI AND MIJANUR DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BIJOY KRISHNA BALA, S/O BIDHUBHUSAN BALA, R/O PUTIKHALI, KRISHNAGANJ, NADIA, 741507, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY BALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024,THAT BIJOY KRISHNA BALA AND BIJAY BALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANGHAMITRA BISWAS GUHA & SANGHAMITRA BISWAS & SANGHAMITRAGUHA BISWAS, W/O DIPANKAR BISWAS, D.O.B-09/10/1985, R/O RIVERSIDE TOWNSHIP, BUNGLOW, NO 12, ROAD NO -4, BURNPUR, PO HIRAPUR, PS HIRAPUR, ASANSOL, DIST PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713325, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGHAMITRA GUHA BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 03/07/2024, THAT SANGHAMITRA GUHA BISWAS AND SANGHAMITRA BISWAS GUHA & SANGHAMITRA BISWAS & SANGHAMITRAGUHA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NISHA AGARWAL & NISHA AGRWAL, W/O VIKASH KUMAR AGARWAL,D.O.B-30/09/1976,R/O ALCOVE GLORIA, TOWER 2, FLAT 151, 403/1, DAKSHINSARI ROAD, PO SREEBHUMI, PS LAKE TOWN, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700048, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NISHA AGRAWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 03/07/2024, THAT NISHA AGARWAL & NISHA AGRWAL AND NISHA AGRAWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I, Ehsaas Singh (DOB:13/05/2005), D/o Rana Singh, R/o 630,Rabindra Sarani, Baghbazar, Kolkata-700003, West Bengal, shall henceforth be known as Maisha Singh as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore vide affidavit no. 052 Dated 08.05.2023.Ehsaas Singh & Maisha Singh are same and identical person.

Name Change

I, Seema Mishra W/o. Kishor Kumar Mishra R/o. BF1/2, Sri Krishna Abasana, Deshbandhunagar, Baguiati, Pin- 700059, W.B., India shall henceforth be known as Seema Kumari Mishra. I declare that Seema Kumari Mishra and Seema Mishra is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 03-07-2024.

Name Change

I, Susanta Roy S/o. Jagadish Chandra Roy R/o. 372/1, Prince Anwar Shah Road, P.O. - Lake Gardens, P.S. - Lake Gardens, Dist.- Kolkata, Pin- 700045 shall henceforth be known as Sushanta Roy. I declare that Sushanta Roy and Susanta Roy is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 03-07-2024.

Name Change

I, Sk Tafejul S/o. Sekhaaabulahosen R/o. Vill- Uttar Baguan, P.O. - Chanserpur, P.S. - Tamluk, Dist.- East Medinipur, Pin-721653 shall henceforth be known as Sk Tafejal Ali. I declare that Sk Tafejal Ali and Sk Tafejul is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 03-07-2024.

Name Change

I, Vikash Mittal S/o. Late Balmukund Mittal R/o. 43, Shyam Nagar Road, Natural City, Block-G, Flat No. 4D, P.O. Bangur Avenue, P.S. - Barasat, Dist. - 24 Pgs. (N), Pin-700055 that my deceased father who previously known as Late Balmukand Mittal shall henceforth be known as Late Balmukund Mittal. I declare that my deceased father Late Balmukund Mittal and Late Balmukand Mittal is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate, Kolkata on 03-07-2024.

Name Change

I Chand Mal Mahnot s/o Hansraj Mahnot r/o 10, Agrasain Street BL-D, 3rd Floor, Howrah – 711204 have changed my name to Chand Mal Jain for all future purposes and both are one and same person. Further my actual date of birth is 01.06.1975 and not 05.04.1976.

Name Change

I,SK HYDER ALI, SON OF NEHAL AHMED, RESIDING AT 3A, TOPSIA ROAD, PO - TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK. HAIDER ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024. THAT SK HYDER ALI AND SK. HAIDER ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SAJJAD ALI, SON OF MD ISRAIL, RESIDING AT VILL-UTTAR SAKARMA, PO-SAHAPUR, MALDA-732142, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAJJAD ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024. THAT SAJJAD ALI AND MD SAJJAD ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SAIFUL ALAM SK, S/O BADARODDAJA SEKH, RESIDING AT KHORASH GRAM, PO-DIRGHAPARA, PS-NADANGHAT, PURBA BARDHAMAN-713515, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUL ALAM SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024. THAT SAIFUL ALAM SK AND SAIFUL ALAM SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KHATUN JAMADAR RAMICHA, D/O SK ABDUL KADER, W/O RAFIKUDDIN JAMADAR, R/O BARATAJPUR PENOPARA, CHANDITALA, HOOGHLY, 712306, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMICHA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT KHATUN JAMADAR RAMICHA AND RAMICHA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SABINA EYASMIN, D/O SK SARABAT ALI, W/O SEKH BAHAR ALI, R/O SIMULPUKUR, BASUBATI, SINGUR, HOOGHLY, 712409, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABINA YASMIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024,THAT SABINA EYASMIN AND SABINA YASMIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CEASOR BIMAL GOMES, S/O BIMAL GOMES, R/O 171/P/23, UNIQUE TOWER, PICNIC GARDEN ROAD, TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CEASOR GOMES, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT CEASOR BIMAL GOMES AND CEASOR GOMES ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রয়াণ দিবস'কে 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালনের দাবি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ জুলাই ঃ এক ষড়যন্ত্রের ফলে এ দিন অর্থাৎ নবাবকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার স্মরণ সমিতি এই দিনটিকে তাঁর মৃত্যু দিন কিংবা প্রয়াণ দিবস বলতে নারাজ, বরং সিরাজ কে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে তারা দাবি করেন। এর সপক্ষে ইতিহাসের গবেষকদের তথ্য প্রমান দিয়ে তারা এক দশকের কিছু বেশি সময় ধরে এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ সিরাজের মৃত্যু দিনকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে নবাব সিরাজ উদ দৌলা স্মরণ সমিতি। মুর্শিদাবাদের খোশবাগে কবিতায়, গানে, আলোচনার মধ্য দিয়ে পালিত হল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ- দৌলার প্রয়াণ দিবস। বুধবার, ৩ জুলাই ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ২৬৮ তম মৃত্যুদিন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ নবাব সিরাজ উদ দৌলাহর স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে নবাবের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবাব সিরাজ উদ দৌলাহ স্মরণ সমিতির পক্ষ এবং বিশ্বকোষ পরিষদের সদস্যবৃন্দ সহ অনেকে। এদিন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে দাবি তোলা হয় সিরাজের সঠিক মূল্যায়ন ও তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হোক। তবে বিশ্বকোষ পরিষদ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রয়াণের এই দিনটিকে তাঁর মৃত্যুদিন কিংবা প্রয়াণ দিবস বলতে নারাজ। বরং সিরাজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে দাবি করেন তাঁরা। তাই ৩ জুলাই সিরাজ-উদ- দৌলার প্রয়াণ দিবস'কে রাজ্যে শহিদ দিবস পালনের দাবি জানায় তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ইমরান সাহেব, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও প্রাবন্ধিক আলিমুজ্জামান, নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সমন্বয়ক মল্লিক, সাংবাদিক সংঘের বিপ্লব বিশ্বাস, ইমাম সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, কবি নওশাদ খান, স্মরণ সমিতির সভাপতি সন কর সহ আরো অনেক গুণীজন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

রায়নায় কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুলাইঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নম্বর কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে এক কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হলো বুধবার। আগামী বর্ষায় সুগন্ধি ধানের চাষ হবে এই এলাকা জুড়ে। কিন্তু প্রতিবছর সুগন্ধি ধান চাষ করার পর ধান কাটার কিছু আগেই শোষক পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় ধান। তার ফলে ব্যাপক হয় ক্ষতির শিকার হতে হয় কৃষকদের। যথা প্রযুক্ত ধান বীজ , সার, কীটনাশক ব্যবহার করার পরেও ফলন হয় না। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষকরা সুগন্ধি ধানের চাষ করেন তার জন্যেই এদিন কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি শোষক পোকা ঠেকানো যায়, ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাতে আখেরে লাভ হবে কৃষকদের। তাই ধান গাছ বপন করা থেকে শুরু করে পরিচর্যা সবেতেই যাতে কৃষকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন তারই প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির থেকে। এলাকার ২০০ জনের উপর চাষী এখানে উপস্থিত ছিলেন পাশাপাশি এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে নিজস্ব মেশিন দ্বারা যে জৈব সার উৎপন্ন করা হয়, সেই জৈব সার কৃষকদের বিনামূল্য দেওয়া হয়। আগামী দিনের গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য রাখবে এই জৈব সার ব্যবহার করে কৃষিতে উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ওপর। আগামী দিনে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই জৈব সার বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুরনঞ্জয় সরকার। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের এলাকার কৃষকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধান পুরনঞ্জয় সরকার, উপপ্রধান মন্দিরা রায়, রায়না এক নম্বর ব্লকের কৃষি অধিকর্তা, মহকুমা কৃষি অধিকর্তা সহ পঞ্চায়েতের সকল সদস্যরা।

জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে আগ্রহী মালদা জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী ফুটপাত দখল মুক্ত করার পাশাপাশি জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে আগ্রহী মালদা জেলা প্রশাসন। বর্তমানে প্রায় ৭০ শতাংশ অভিযোগই জমি সংক্রান্ত। সরকারি জমি থাকলেই জমির জবর দখল করা হচ্ছে। বিতর্কিত জমি থাকলে দলের একাংশ প্রতিনিধিরা টাকার বিনিময়ে দখল দিচ্ছে। চলছে অবাধ টাকার খেলা। এগুলি বরদাস্ত করতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি জমি উদ্ধার ও জলা জমি ভরাট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রী। তাই জেলা কালেক্টরেট বিল্ডিং এ প্রশাসনিক বৈঠক করা হয় এবং এই বৈঠকে রীতিমত বি এল আর ও দের উপস্থিত থাকতে বলা হয়। এদিনে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক দেবাহুতি ইন্দ্র, মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকের বিএল আর ও এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ কর্তারা। এদিন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বি এল আর ও দের করা ভাষায় কটাক্ষ করেন।

মাছ ধরতে গিয়ে মাঝ সমুদ্র থেকে নিখোঁজ ৬ জন মৎস্যজীবী

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৩ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি এক নম্বর ব্লকের শৌলা মৎস্য বন্দর থেকে যন্ত্র চালিত নৌকায় মাছ ধরতে গিয়ে মাঝ সমুদ্র থেকে নিখোঁজ ৬ জন মৎস্যজীবী সহ নৌকাটি। দশটি যন্ত্রচালিত নৌকা ও দুটি ট্রলার উদ্ধারের জন্য সন্ধান চালাচ্ছে সমুদ্রে। উদ্বেগের উৎকণ্ঠায় নিখোঁজ পরিবার পরিজন। গতকাল মাছ ধরতে বেরিয়েছিল এই যন্ত্র চালিত নৌকাটি। গতকাল দুপুরে ফেরার কথা ছিল। দুপুরে না ফেরায় উদ্বেগ বাড়ে। প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। রাতভর সন্ধান চালিয়েছে ট্রলার ও বেশ কয়েকটি যন্ত্রচালিত নৌকা। তারপরও সন্ধান মেলেনি। সকালে ছড়াতে একটু নৌকাটি উল্টে থাকতে দেখলেও নৌকায় থাকা ছয় মৎস্যজীবীর সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় মানুষ, পুলিশ ও হ্যাম রেডিওর উদ্যোগে দুবছর পর বাড়ি ফিরছে মহিলা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ জুলাই ঃ অবশেষে হুঁশ ফিরলো মানুষের। পুলিস, প্রশাসন এবং অন্যান্য সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত সংগঠন ও কিছু মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে মোবাইল চোর বা ছেলেধরা গুজব থেকে আপাতত মুক্তি পেয়েছে সমাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের ঢোষা এলাকায় এক মহিলাকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে বহু মানুষ। প্রশ্ন করলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন ওই মহিলা। বোঝা যায় ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। স্থানীয় যুবক অতনু সর্দার ও নস্কর বিল্ডার্স এর মালিক দ্রুত ঐ মহিলাকে নজরে রেখে স্থানীয় জয়নগর থানা ও হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করেন। জানা যায়, মহিলার নাম তাপসী ঘোষ । দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বামী মনোজ ঘোষ কেরলে কোটেম এ রাজ মিস্ত্রির কাজ করেছে। বৌ একাই থাকে বীরভূমের পাইকর থানার অন্তর্গত আমডোল গ্রামে। কেরলে মনোজ ঘোষ দুই বছর আগে জানতে পারেন তার বৌ বাড়ীতে নেই। দুই মেয়েরা ও তাদের জামাইরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাননি। তবে ঐ মহিলা তাঁর ঠিকানা বা নাম পরিচয় সঠিক বলতে পারেনি। ঢোষা অঞ্চলের স্থানীয় মানুষই তাঁর খাবার ও দেখভাল করছেন। দ্রুতই মহিলার পরিবারকে পাওয়া গেছে ফলে এলাকার মানুষ খুবই খুশী। আর এরজন্য তাঁরা ধন্যবাদ দিয়েছে হ্যাম রেডিও ও জয়নগর থানার পুলিশকে। পরিবারের লোকেরা দ্রুত তাদের আপনজনকে নিতে আসছেন। বর্তমানে ছেলেধরা গুজবের মাঝেই স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া এক মহিলা ফিরে যাচ্ছে তাঁর দেশের বাড়িতে। এই ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন, জয়নগর এলাকার মানুষকে

ধন্যবাদ জয়নগর থানা ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আমরা খুব শীঘ্রই ওই মহিলাকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেবো।

কুলতলির কৈখালীতে তৈরি হতে চলেছে ভাসমান জেটি ঘাট

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৩ জুলাই ঃ সুন্দরবনের কুলতলিকে পর্যটকদের কাছে আরও সুবিধার জন্য তৈরি হতে চলেছে এবার ভাসমান জেটি ঘাট। সুন্দরবনের মাতলা নদীর ধারে কুলতলি বিধানসভার কৈখালী সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার। কিন্তু বেহাল জেটিঘাট-সহ বিভিন্ন কারণে এখানে পর্যটকদের আনাগোনা অপেক্ষাকৃত কম। আর এ বার সেখানে ভাসমান জেটি তৈরিতে উদ্যোগী হলো প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা এবং কুলতলি বিডিও সহ বিধায়ক জেটি তৈরির জন্য জায়গা পরিদর্শন করে গেলেন। তাঁরা কৈখালীর নদীর পার বরাবর একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন। এখানে ভাসমান জেটি হলে এলাকায় পর্যটনে গতি আসবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় মানুষজন। আর এতে লাভবান হবেন জলপথের নিত্যযাত্রী ও মৎস্যজীবীরাও। প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, কৈখালীর দু'টি জায়গা বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে যে কোনও একটি জায়গায় জেটি তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সেচ ও পূর্ত দফতরের কাছে। সেই প্রস্তাব অনুমোদন হলেই জেটি তৈরির বাকি প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে। এই বিষয়ে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে ভাসমান জেটি তৈরির প্রস্তুতি চলছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ অন্যান্য দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জায়গা দেখা হয়েছে। আপতত দু'টি জায়গা ঠিক করে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হলে জেটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই জেটি তৈরি হলে পর্যটন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রসার ঘটবে।এই কৈখালী থেকে সরাসরি লঞ্চে পৌঁছে যাওয়া যায় বনি ক্যাম্প, কলসদ্বীপের মতো সুন্দরবনের গভীরের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে। এক দিনেই ঘুরে আসা যায় ঝড়খালি সহ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র। কৈখালী জায়গাটিও মনোরম। নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা রয়েছে এখানে। নদীর পারে রাত্রিবাসেরও জায়গা আছে। পর্যটকদের কাছে তাই এই জায়গাটির আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু বেহাল জেটিঘাটের কারণে অনেকেই এড়িয়ে চলেন জায়গাটি। ঘূর্ণিঝড় আমফান ও যশে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল কৈখালীর জেটিঘাটটি। দীর্ঘদিন ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল এর ফলে, সমস্যায় পড়তেন পর্যটক সহ বহু নিত্যযাত্রীরা। পরে জেটিঘাটের সংস্কার হয়েছে। তবে, নদীতে জল কম থাকলে যাত্রীদের লঞ্চে ওঠা-নামায় সমস্যা হয়। ভাসমান জেটি হলে এই সমস্যা মিটবে বলেই মনে করছেন অনেকে। এই জেটিঘাট থেকে বহু নিত্যযাত্রী কুলতলির বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করেন। কৈখালী থেকে বহু ট্রলারও মাছ ধরতে নদী সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ভাসমান জেটি হলে সুফল মিলবে তাঁদের ও। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে এ ও জানা গেল ,গত ২০১৮ সাল নাগাদ কৈখালীতে ভাসমান জেটি তৈরিতে উদ্যোগী হন তৎকালীন জেলা পরিষদ সদস্য, বর্তমানে কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। সেইমতো পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। সেচ ও পূর্ত দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই জেটিঘাটটি তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়। প্রাথমিক ভাবে জেটি তৈরির জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই জায়গাটি বাতিল হয়ে যায়। এরপরই নতুন করে জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়। এব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, এই ভাসমান জেটি ঘাটটি তৈরি হলে সুন্দরবনের কুলতলি ও কৈখালীতে পর্যটকদের ঢল নামবে। পর্যটনের মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নেবে কুলতলির কৈখালী পর্যটন কেন্দ্রটি।

এক রাতেই তিনটি স্কুলে চুরি নিয়ে রহস্য বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুলাই ঃ এক রাতে বর্ধমান শহরে তিনটি স্কুলে পরপর চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমান শহরে। এমনকি চুরি করার পর প্রমান প্রমান লোপাটের উদ্দেশ্যে এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যাতে পুলিশের হাতে না পৌঁছায় তার জন্য হার্ডডিস্ক পর্যন্ত খুলে নিয়ে চলে যায় দুস্কৃতিরা। যদিও স্কুলের পাশে একটি বাড়িতে দুটি সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল সেখান থেকে কিছু ছবি পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সেই ক্যামেরা দেখে দুস্কৃতিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান তেজগঞ্জ হাই স্কুল, বর্ধমান তেজগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বর্ধমান খাজা আনোয়ার বের হাই স্কুল এই তিন স্কুলে মঙ্গলবার রাতে চুরি হয়। স্কুলের পেছনে জানলা ভেঙ্গে দুস্কৃতীরা প্রবেশ করে বলে অনুমান। দুস্কৃতিরা তিনটি স্কুলের সমস্ত আলমারি তছনছ করে দেয় এবং কিছু কাগজপত্র লোপাট করে। শুধু তাই নয় বর্ধমান প্রাথমিক বিদ্যালয় তেজগঞ্জ স্কুলের শিক্ষিকারা জানান তাদের কিছু টাকাও ছিল আলমারিতে সেটাও তারা নিয়ে যায়। তবে স্কুলে এই ধরনের চুরির ঘটনা খুব কম দেখা যায়। কারন স্কুলে সাধারণত কাগজপত্র ও অফিসিয়াল ডকুমেঃটস ছাড়া আর সাধারণত কিছুই থাকে না। টাকা পয়সাও খুবই স্বল্প পরিমানে থাকে। তাই কেন দুস্কৃতীরা স্কুলে ঢুকলো চুরি করতে এই নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। তবে টাকা পয়সা বেশি না গেলেও জানলা দরজা ভাঙচুর এবং কিছু কাগজপত্র লোপাট হয়েছে, তাতে বেশ কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন স্কুলগুলি। স্কুলেই কেন হানা দিল দুস্কৃতিরা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখছে বর্ধমান থানার পুলিশ। গত তিনদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্ধমান শহর লাগোয়া বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। কোথাও দোকানে আবার কোথাও শো রুমে আবার স্কুলেও আবার কিছু বাড়িতে পরপর তিনদিন এই চুরির ঘটনা দেখা গেল বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন জায়গায়। হঠাৎ জেলায় চুরির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে দুশ্চিন্তা কিন্তু বাড়লো পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের, আতঙ্ক বাড়লো বর্ধমানবাসীদের মনে।

সুন্দরবনে ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ জুলাই ঃ সুন্দরবনে ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে চিংড়ি চাষিরা। দীর্ঘ সাফল্যের পরে ও ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখ দেখছেন চাষিরা। পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে এই চিংড়ি চাষ করে মৎস্যজীবীরা আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছিলেন। কিন্তু এ বছর হঠাৎ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে চাষিরা। জানা যায়, একেবারে প্রাচীন পদ্ধতিতে দেশীয় বাগদা চিংড়ি চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৪০০ থেকে ৫০০ কেজির মতো বাগদা চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব। তবে এই চিংড়ি নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি দেড় টন থেকে দুই টন চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, নিবিড় পদ্ধতিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। এতে লাভ হয় প্রচুর। কিন্তু সঠিক উপায়ে ভেনামি চিংড়ি চাষ না করা গেলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। জল ও বর্জ্য পদার্থ শোধন, বায়ু সঞ্চালন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগের তথ্য সংরক্ষণ, খাদ্য প্রয়োগ সহ অন্যান্য তথ্য ঠিকমতো না রাখলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। এই চিংড়ি চাষে ৯০ দিনের কালচারের সময় লাগে। সেই কালচারের সময় কম হলে অথবা মড়ক দেখা দিলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে পড়ে মৎস্যজীবীরা। বর্তমানে এই চিংড়ির বাজার দর ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি দরে। ফলে কৃষকরা খুবই নিরাশ হচ্ছেন। আর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হোক এটাই চাইছেন কৃষকেরা। এই মুহূর্তে সরকারি হস্তক্ষেপ অথবা বড় আড়তদের দ্বারা এই চিংড়ির দাম বাড়ানো হলে তবেই মৎস্যজীবীরা লাভবান হবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। আর ক্যানিং, কুলতলি , রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা সহ সুন্দরবনের বহু এলাকায় চাষের জমিকে চিংড়ি চাষের ভেড়ি বানিয়ে ভালো লাভের আশায় ভেনামি চিংড়ি চাষ করেছিলো চাষিরা। কিন্তু বর্তমানে চিংড়ির খাবার সহ অন্যান্য জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেলে ও চিংড়ির বাজার দর বাড়েনি। উৎপাদন প্রচুর হলে ও বিক্রয় দর না বাড়ার ফলে ক্ষতির সামনে পড়েছেন চাষিরা। এই ব্যাপারে কুলতলি ও মৈপীঠ এলাকার কয়েকজন চিংড়ি চাষি বলেন, আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ভেড়িতে ভেনামি চিংড়ি চাষ করছি। কিন্তু এ বছর এই চিংড়ির বাজার দর ঠিক মতন না পাওয়ায় ক্ষতির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। আমরা চাই সরকার এইব্যাপারে কিছু করুক।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং এসএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৪/২০২৪, তারিখ ০১.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ঠিকাদার যাঁদের বৈধ ঠিকাদারি লাইসেন্স রয়েছে, অংশীদারি সংস্থা প্রভৃতির যাঁদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং.** এসএএনডিটি-কন-০৪-আইএনএফ-২০২৪-এইচডব্লুএইচ; **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসন এবং আসানসোল ডিভিসনে যে কোনো স্থানে সিগন্যাল ও টেলিকম সক্রান্ত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যাল ও টেলিকম বাধা অপসারণ এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রী সরবরাহ, বিভিন্ন বাইপাস লাইনের কাজের প্রেক্ষিতে (সীতারামপুর বাইপাস, মধুপুর বাইপাস, সাঁইথিয়া বাইপাস ইত্যাদি), আরওবি, আরইউবি/এলএইচএস-এর কাজ এবং (ইআই-পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজকর্ম ব্যতিরেকে) বিবিধ কাজ; **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ₹৮,৪৪,৬৯,৫৫৬.০০; টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ ₹০.০০; প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকা)ঃ** ₹৫,৭২,৪০০; যা এফ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা-র অনুকূলে দাখিল করতে হবে। (১) দরপ্রস্তাবের এবং বায়না অর্থের বৈধতা টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত বজায় থাকবে। (২) **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। (৩) **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে 'টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in** -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয়। এইরূপ দাখিল করা বাস্তব টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-স্থিত নোটিসবোর্ড-এও দেখা যাবে। CON-35/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice inviting e-Tender for **NIT No-273/BEUP/2023-24/ Jangipara** for 02 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 17/07/2024 upto 10:00 Hrs.

Sd/- Executive Officer
Jangipara Panchayat Samity

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
E-Tender No: WBPUR/HURA/ PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 th FC)/NIT(e)-01/2024-25

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 11(Eleven) Nos. similar works. Last date of Submission of Bid (Online) 13.07.2024 at 11.00 PM. Bid Opening Date(online) 15.07.2024 at 11.00 PM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং এসএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৭/২০২৪, তারিখ ০১.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ঠিকাদার যাঁদের বৈধ ঠিকাদারি লাইসেন্স রয়েছে, অংশীদারি সংস্থা প্রভৃতির যাঁদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং.** এসএএনডিটি-কন-০৭-আইএনএফ-২০২৪-এইচডব্লুএইচ; **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন টেলিকম কাজকর্ম (যেমন জসিডি বাইপাস লাইন, সীতারামপুর-ঝাঝা-তে ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ, সীতারামপুর বাইপাস, মধুপুর বাইপাস, সাঁইথিয়া বাইপাস, ডিজিআর- ডিসিওপি-৫ম লাইনের কাজ) -এর পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, সূচনা এবং ব্যর্থতা সংশোধন সমেত ও এফসি এবং কোয়াড কেবেল ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম-এর টেলিকম কাজ ও আসানসোল ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে এই সম্পর্কিত অনুরূপ এস অ্যান্ড টি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম ও সাঁইথিয়া স্টেশনে (সাঁইথিয়া বাইপাস-এর) জন্য এই ধরনের কাজ; **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ₹১৬,১৪,৭০,৮৬৭.০০; টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ ₹০.০০; প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকা)ঃ** ₹৯,৫৭,৪০০; যা এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে দাখিল করতে হবে। (১) দরপ্রস্তাবের এবং বায়না অর্থের বৈধতা টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত বজায় থাকবে। (২) **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। (৩) **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে 'টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in** -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয়। এইরূপ দাখিল করা বাস্তব টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-স্থিত নোটিসবোর্ড-এও দেখা যাবে। CON-36/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-২২-এলএমজি -২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৪ এর জন্যে টেন্ডার নোটিসে সংশোধনী

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-২২-এলএমজি -২০২৪ -২৫ তারিখ ১৩-০৬-২০২৪ এর ক্রমিক নং. ৯ এ "ই-টেন্ডারের কারিগরি ডাক খোলার তারিখ" অনুগ্রহ করে "ই-টেন্ডার খোলার তারিখ" রূপে পড়বেন। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

TENDER NOTICE No.: 2/ SIM/15 th CFC/2024-25

Tender ID: 2024_ZPHD_705986_1, 2024_ZPHD_706033_1. Bid submission starting from 03.07.2024. Bid submission end date: 10.07.2024. Date Opening of Bid: 13.07.2024. For details visit office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF)
Dist-Purulia
Memo No.-325/HGP Dated-01/07/2024
NOTICE INVITING e-TENDER No.- 01(25)/2024-25

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the work. Last date of submission of Bid 11.07.2024 at 6:30 pm. Bid Opening Date(Technical) 15.07.2024 at 9AM. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/SGP/163/NIT-3/2024-2025

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of (1) SEGREGATION CUM STORAGE SHED OF SWM PROJECT AT SHERPUR GRAM PANCHAYAT, ID-2024_ZPHD_705663_1, Period of Completion(for all): 30 Days. Last date of submission of bid (online) 12/07/2024 at 04.00 p.m. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 15/07/2024 at 12.00 P.M. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN- 712405
TENDER NOTICE

The Executive Officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed from for Ten (10) nos. works vide **E-NIT No. 01/E.O/ HPS, Date- 03.07.2024.** For more information visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২৪, আসানসোল, তারিখ ০২.০৭.২০২৪
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশনের প্রকারঃ** পার্কিং। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এএসএন-পিএআরকে-৭-১৬০৭; **স্টেশন/স্থানের নাম ঃ** (১) আসানসোল নন-সার্কুলেটিং এরিয়ার সিটি বাস স্ট্যান্ডের নিকটে যোগী বাবা মোড়ে টু (০২), থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (২) মহেশমুন্ডা রেলওয়ে স্টেশনে টু (০২), থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৩) রূপনারায়ণ রেলওয়ে স্টেশনে টু (০২), থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৪) সীতারামপুর রেলওয়ে স্টেশনে টু (০২), থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৫) মথুরাপুর রেলওয়ে স্টেশনে টু (০২), থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৬) দুমকা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় টু (০২), থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৭) সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনে থ্রি (০৩) এবং ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৮) চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় টু (০২) হুইলার পার্কিং। (৯) ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় টু (০২) হুইলার পার্কিং। **ই-অকশন শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টায়। সমস্ত সম্ভাব্য বিডারদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখার জন্য এবং উপরে প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ASN-102/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Name of Projects	Last Date of Bid Submission
04/GPW/ WBFDC/ 2024-25(2 nd Call)	**Outdoor Gym Equipments at Banabitan Park, Salt Lake.**	**04.07.2024**	**11.07.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং ঠিকার (স্পেশাল মাইনোর ইউনিট)-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সিএটিজি-কেআইআর-০৭-২৪, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ১৬-০৭-২০২৪** তারিখের **১২.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৬-০৭-২০২৪** তারিখের **১৩.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-এইউবি-এসএমইউ-১৩৭-২৩-১	আলুয়াবাড়ি রোড
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর-এফবিজি-এসএমইউ-১৪০-২৩-১	ফরবেশগঞ্জ
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-কেএনই-এসএমইউ-১৩৩-২৩-২	কিষানগঞ্জ
এএ/৪	সিএটিজি-কেআইআর-বিএনডিপি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১	বুনিয়াদপুর
এএ/৫	সিএটিজি-কেআইআর-কেএনই-এসএমইউ-৫৪-২৩-১	কিষানগঞ্জ
এএ/৬	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৭৯-২৩-১	ওল্ড মালদা
এএ/৭	সিএটিজি-কেআইআর-এআরকিউ-এসএমইউ-১৫৪-২৩-১	আরারিয়া কোর্ট

অংশগ্রহণকারী/ বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/77 (1st call)**
Name of work: **Repairing of damaged road surface at different spots of AJC Bose Road, CIT Road, Dr. Suresh Sarkar Road & surrounding areas under Br.-VI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,90,271.65**. Earnest Money: ₹ **9,850.00**. Period of Completion : **180 Days**.

2. NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/30 (1st call)**
Name of work: **Repairing of Trenches Dug by W/S, S&D Deptt. and CESC at AJC Bose Road, CIT Road, Water Loo Street etc. under Br.-VI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,91,384.57**. Earnest Money: ₹ **9,850.00**. Period of Completion : **120 Days**.

3. NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/11 (1st call)
Name of work: **Repairing Trenches Dug by W/S, S&D Deptt. and CESC at Fenwick Bazar Street, Bentinck Street, S.N. Banerjee Road etc. under Br.-VI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,86,836.68**. Earnest Money: ₹ **9,750.00**. Period of Completion : **120 Days**.

4. NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/29 (1st call)
Name of work: **Repairing of Trenches Dug by W/S, S&D Deptt. and CESC at B.B. Ganguly Street, Ganesh Ch. Avenue, J.L. Nehru Road etc. under Br.-VI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,92,305.20**. Earnest Money: ₹ **9,850.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.07.2024 –12.00 Noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **15.07.2024 –12.00 Noon** (for Sl. No. 3 & 4).The bid forms and other details are available on and from **10.07.2024 (12.00 noon)** (for Sl. No. 1 & 2) & **06.07.2024 (12.00 noon)** (for Sl. No. 3 & 4). The website **https:// wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/82 (1st call)**
Name of work: **Repairing of damaged road surface at different places of Raja Dinendra Street and Bidhan Sarani etc. under Br.-IV.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,94,742.22**. Earnest Money: ₹ **9,900.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 –12.00 Noon**.The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 (12.00 noon)** in the website **https:// wbtenders.gov.in.**

The **E.E.(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: KMC/EE_PS/V_IX/G8/24-25 (1st call)
Name of work: **Periodical cleaning of 8 nos. Ghats along River Ganga by deploying labours from Mullick Ghat to DOI Ghat for a period of one year.** Estimated Cost: ₹ **4,13,736.40**. Earnest Money: ₹ **8,300.00**. Period of Completion : **365 Days**.
2. NIT No.: KMC/EE(PS)/MOHOR/ELEC/24 (1st call)
Name of work: **Daily operation and maintenance of electrical and sound system of Mohor Kunja (Citizen's Park) for a period of one year.** Estimated Cost(Amount to be quoted inclusive of all taxes): **QUOTATION INVITED**. Earnest Money: ₹ **4,400.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **11.07.2024 –1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **04.07.2024 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).
170/24-25

ঠিক ২৬৫ দিন পর লাহোরে ২২ গজে ফের ভারত-পাক ম্যাচ, দিনক্ষণ জানাল পিসিবি

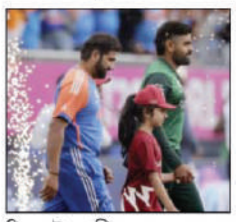

ইসলামাবাদ, ৩ জুলাইঃ পঁচিশে ফিরছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে যখনই কথা ওঠে একটা প্রশ্ন আসেই। তা হল ভারত কি পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাবে? এ বার পিসিবির পক্ষ থেকে দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য বড় খবর জানানো হল। আসলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হাইভোল্টেজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ভেনু ও দিনক্ষণ ঠিক করেছে পিসিবি। লাহোরে হবে ভারত-পাক মেগা ম্যাচ। কবে? ক্যালেন্ডারে মার্ক করুন সেই তারিখ। পিসিবি জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ১ মার্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হবে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবিত সূচি দেওয়া হয়েছে। আইসিসি বোর্ডের এক সিনিয়র সদস্য সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, বিসিসিআই ওই সূচিতে সম্মতি জানায়নি। আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলবে ৯ মার্চ অবধি। ১০ মার্চ রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে।

আইসিসি তালিকায় শীর্ষে হার্দিক

দুবাই, ৩ জুলাইঃ সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আর এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। গ্রুপ এবং সুপার এইট পর্বে কার্যত প্রতি ম্যাচেই ব্যাটে বলে অবদান রেখেছেন। আলাদা করে বলতে হয় ফাইনালের কথা। একটা সময় মনে হয়েছিল ভারতের হাত থেকে ম্যাচ বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে স্লগ ওভারে বুমরা, অর্শদীপের পাশাপাশি হার্দিক পান্ডিয়ার বোলিং ভারতকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেয়। এ বার সেই পুরস্কার মিলল আইসিসি ক্রমতালিকাতেও। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে হতাশাজনক পারফরম্যান্স করেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিতকে সরিয়ে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল তাঁকে। সমর্থকদের বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়েছিল। পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছিল কারণ, প্লেয়ার হিসেবেও পারফর্ম করতে পারছিলেন না হার্দিক। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাতেই অবশ্য অন্য হার্দিককে দেখা যায়। সদ্য ঘোষিত আইসিসি অলরাউন্ডারদের তালিকায় দু-ধাপ উন্নতি হয়েছে তাঁর। শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গাকে সরিয়ে অলরাউন্ডারের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করলেন ভারতের বিশ্বজয়ের অন্যতম হিরো হার্দিক পান্ডিয়া। বিশ্বকাপে ১৪৪ রান করেছেন করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। বেশির ভাগই ক্রাইসিস মোমেন্টে। স্ট্রাইক রেট ১৫০-এরও বেশি। পাশাপাশি টুর্নামেন্টে নিয়েছেন ১১টি উইকেটও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ফাইনালে বিধ্বংসী ব্যাটিং করা প্রোটিয়া ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেনের। শেষ ওভারেও বোলিং করেছিলেন হার্দিক। মাত্র ১৬ রান ডিফেন্ড করতে হত তাঁকে। মিলারকে ফেরান, ভারতের ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন কুংফু পান্ডিয়া।

আগামী আইপিএলে কোন টিমের দায়িত্ব নিতে পারেন রাহুল দ্রাবিড়?

মুম্বই, ৩ জুলাইঃ ভারতের কোচ হিসেবে সাফল্য পেয়ে প্রাক্তন হলেন রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর কোচিংয়ে এবং রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। বিশ্বকাপ ট্রফির স্বপ্ন পূরণ করে ভারতের হেড কোচের দায়িত্ব ছেড়েছেন দ্রাবিড়। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের দ্য ওয়াল কখনও বলেননি, তিনি আর ভবিষ্যতে কোচিং করাবেন না। কিংবা এও বলেননি যে অন্য কোনও ক্রিকেট

টুর্নামেন্টের সঙ্গে তিনি যুক্ত হবেন না। যে কারণে ক্রিকেট মহলে আলোচনা হচ্ছে, এমনটা হতেই পারে যে, আগামী আইপিএলে কোনও দলের কোচ হতে পারেন দ্রাবিড়। বার্বাডোজে, কয়েকদিন আগে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলেন বোর্ড সেক্রেটারি জয় শাহ। সেখানে জয় শাহ জানান কেন দ্রাবিড় আর ভারতের হেড কোচের দায়িত্ব পালন করতে রাজি নন। জয় শাহ বলেন, ''পরিবারকে সময় দিতে চান রাহুল দ্রাবিড়। আর সেই কারণেই কোচের দায়িত্ব তিনি ছাড়তে চান।'' জাতীয় দলের কোচ মানে দায়িত্ব অনেক বেশি। বছরের বেশিরভাগ সময়টাই বাড়ির বাইরে। তাই পরিবারকে সময় দিতে পারছেন না দ্রাবিড়। অবশ্য তিনি আইপিএলে কোচিং করাতেই পারেন। কারণ, আইপিএল মাস দুয়েকের ব্যাপার। যদি আরও আগে থেকে টিমের অনুশীলন সহ ধরা হয় সেক্ষেত্রে ওই কম করে ৩ মাসের কাজ। ফলে পরিবারকে সময় দিয়েই দ্রাবিড় চাইলে পারবেন আইপিএলের কোনও টিমের কোচিং করাতে। এই তালিকায় ৪টে টিমের নাম ভেসে উঠছে। কলকাতা নাইট রাইডার, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, লখনউ সুপার জায়ান্টস ও দিল্লি ক্যাপিটালস। ক্রিকেট মহলের যা খবর, তাতে গৌতম গম্ভীর ভারতের পরবর্তী হেড কোচ হতে চলেছেন। ফলে এ বারের আইপিএল জয়ী কেকেআরের মেন্টরের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য দ্রাবিড় শ্রেয়। মুম্বইয়েও যেতে পারেন দ্রাবিড়। মার্ক বাউচারের কোচিংয়ে মুম্বই খুব ধামাকাদার কিছু করতে পারেনি। ফলে দ্রাবিড়কে এনে মুম্বইয়ের ভাগ্য ফিরতে পারে। গৌতম লখনউয়েরও মেন্টর ছিলেন। তিনি কেকেআরে চলে আসার লখনউয়ের মেন্টর পদ খালি রয়েছে। সেখানে দ্রাবিড় মেন্টরের দায়িত্ব পালন করতেই পারেন। ২০১৬-১৭ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। ফলে তিনি আবার দিল্লির কোচের ভূমিকায় যোগ দিতেই পারেন।

ইউরো কাপ

অস্ট্রিয়ার চ্যালেঞ্জ সামলে কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্ক

লাইপজিগ, ৩ জুলাইঃ লাইপজিগে মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ম্যাচে ২-১ গোলে জিতল তুর্কিরা। ২০০৮ সালের পর ইউরোয় শেষ ষোলোর বাধা পার হলো তারা। পুরো ম্যাচে বল দখলে এগিয়ে থাকা অস্ট্রিয়া দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে একচেটিয়া আধিপত্য করে। প্রথম অর্ধে গোলের উদ্দেশ্যে ছয়টি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে না পারা দলটি দ্বিতীয়ার্ধে আরও ১৫টি শট নেয়, লক্ষ্যে থাকে পাঁচটি। কিন্তু সমতাসূচক গোলের অপেক্ষা তাদের আর শেষ হয়নি। যেখানে তুরস্কের পাঁচ শটের তিনটি থাকে লক্ষ্যে, যার দুটিই সফল। প্রথম ৩০ সেকেন্ডেই প্রতিপক্ষের আক্রমণের চেষ্টা রুখে দিয়ে পাল্টা আক্রমণে ওঠে তুরস্ক। আদায় করে নেয় কর্নার। ওই কর্নার থেকেই ৫৮ সেকেন্ডের মাথায় এগিয়ে যায় তারা। আর্দা গিলেরের কর্নারে উড়ে আসা বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় অস্ট্রিয়া। ডিফেন্ডার স্টেফানের পায়ে লেগে বল প্রায় গোললাইন পেরিয়েই গিয়েছিল, একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনোমতে আটকান গোলরক্ষক। কিন্তু বল পেয়ে যান গোলমুখেই মেরিহ দেমিরাল। জোরাল শটে গোলটি করেন আল আহলির এই ডিফেন্ডার। দুই মিনিটের মধ্যে সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগ তৈরি করে অস্ট্রিয়া। গত মার্চে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ৬ সেকেন্ডে বল জালে পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দ্রুততম গোলের রেকর্ড গড়া ক্রিস্টফ বমগার্টনারের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে গেলে এগিয়ে থাকে তুরস্ক। একটু পর কর্নার থেকে অস্ট্রিয়া ফের গোলের দারুণ সম্ভাবনা জাগায়। কিন্তু গোলমুখে বল পেয়েও প্রয়োজনীয় টোকাটা দিতে পারেননি কেউ। প্রথম ১০ মিনিট পর দুই দলের খেলায়ই গতি একটু কমে যায়। অস্ট্রিয়া বেশি আক্রমণ শাণালেও বিরতির আগে পরিষ্কার সুযোগ আর তৈরি করতে পারেনি কেউ। ওই গোল ছাড়া প্রথমার্ধে দুই দলের আর কোনো শটই লক্ষ্যে ছিল না। সমতায় ফিরতে মরিয়া অস্ট্রিয়া দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১০ মিনিটে আরও চারটি গোলের জন্য শট নেয়, একটি লক্ষ্যেও থাকে। কিন্তু মার্কো আর্নাউতোভিচের শটটি রক্ষণে প্রতিহত হয়। প্রতিপক্ষের চাপের মুখেই পাল্টা আক্রমণে একটি কর্নার পায় তুরস্ক। ৫৯তম মিনিটে এই কর্নার থেকেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে তারা। রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ মিডফিল্ডার গিলেরের কর্নারে দুই ডিফেন্ডারের মাঝে সবার ওপরে লাফিয়ে হেডে দ্বিতীয় গোলটি করেন দেমিরাল। প্রথম পর্বে দারুণ পারফরম্যান্সে পোল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হওয়া অস্ট্রিয়া এবার পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি। কর্নারে সতীর্থের হেড পাস ছয় গজ বক্সে পেয়ে নিখুঁত টোকায় ব্যবধান কমান ফরোয়ার্ড মিখায়েল। গোল পেয়ে যেন আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে অস্ট্রিয়া। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখে তারা। চার মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মুহূর্তে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল তারা কিন্তু বমগার্টনারের হেড দুর্দান্ত ক্ষীপ্রতায় ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক ম্যার্ট গিনক। ওই সেভের পর ম্যার্ট গিনককে ঘিরে সতীর্থদের উচ্ছ্বাসের দৃশ্যই বলে দিচ্ছিল, এর মাহাত্ম্য কতখানি। একটু পরই বাজে শেষের বাঁশি। হতাশায় নুয়ে পড়ে অস্ট্রিয়ার খেলোয়াড়রা। শুরু হয় তুর্কিদের উদযাপন। বার্লিনে আগামী শনিবার সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে তুরস্ক।

আক্রমণের ঝড় তুলে শেষ আটে নেদারল্যান্ডস

মিউনিখ, ৩ জুলাইঃ মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় মঙ্গলবার শেষ ষোলোর ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে রোনাল্ড কুমানের দল। প্রথমার্ধে কোডি হাকপো দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে শেষ দিকে জোড়া গোল করেন ডোনিয়েল মালেন। নেদারল্যান্ডসের দাপটের চিত্র মেলে পরিসংখ্যানেও। পুরো ম্যাচে ৬৫ শতাংশ সময় পজেশন ধরে রেখে গোলের জন্য তারা শট নেয় মোট ২৩টি ৬টি ছিল লক্ষ্যে, এর তিনটি সফল। রোমানিয়ার ৫ শটের একটি লক্ষ্যে ছিল। সাহসী ফুটবলে ম্যাচের শুরুটা ভালো করে রোমানিয়া। প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগটা পায় অবশ্য নেদারল্যান্ডস। ষষ্ঠ মিনিটে বক্সে ঢুকে সিমন্সের প্রচেষ্টা এগিয়ে এসে রুখে দেন গোলরক্ষক। চতুর্দশ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় রোমানিয়া। বক্সের বাইরে জায়গা বানিয়ে দেনিস মানের নেওয়া শট ক্রসবার ঘেঁসে বেরিয়ে যায়। ২০তম মিনিটে চমৎকার গোলে নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে নেন হাকপো। সিমন্সের পাস ধরে বাম দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি, একজনের বাধা এড়িয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে খুঁজে নেন ঠিকানা। চলতি আসরে ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের গোল হলো ৩টি, জর্জিয়ার জর্জেস মিকাউতাদজে, জার্মানির জামাল মুসিয়ালা ও স্লোভাকিয়ার ইভান শারাঞ্জের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। ২০২২ সালের বিশ্বকাপেও ৩ গোল করেছিলেন হাকপো। ওই গোলের পর থেকে রোমানিয়াকে চেপে ধরে ডাচরা। ২৭তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পান স্টেফান ডা ভ্রেই। মেমফিস ডিপাইয়ের কর্নারে ইন্টার মিলান ডিফেন্ডারের হেড পাশের জালে লাগে। ৪৪তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ হারান সিমন্স। ডান দিকের বাইলাইনের কাছ থেকে ডেনজেল ডামফ্রিসের কাটব্যাক পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি তিনি। অনেকটা সময় ধরে ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকা রোমানিয়া প্রথমার্ধের শেষ দিকে একটি সুযোগও পেয়ে যায়। তবে গোলরক্ষক বরাবর দুর্বল শট করেন দেনিস দ্রাগাস। দ্বিতীয়ার্ধেও একের পর এক আক্রমণ করে যায় নেদারল্যান্ডস। ৫৮তম মিনিটে ভাগ্যের ফেরে গোল পায়নি তারা, কর্নারে ভার্জিল ফন ডাইকের হেড পোস্টে লাগে। ৬৩তম মিনিটে হাকপো জালে বল পাঠালেও ভিএআরে ধরা পড়ে অফসাইড। একটু পর মেমফিসের শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। অবশেষে ৮৩তম মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় ডাচরা। বক্সের ভেতর বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছে প্রতিপক্ষের একজনের চ্যালেঞ্জ সামলে দারুণ পাস দেন হাকপো, ফাঁকা জালে বল পাঠান দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি নামা মালেন। যোগ করা সময়ে তৃতীয় গোলটি করেন মালেন। নিজেদের অর্ধ থেকে বল ধরে এগিয়ে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের জয়। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে অস্ট্রিয়া অথবা তুরস্কের মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস।

স্বাগত জানাতে তৈরি তো?

বেরিল টপকে দেশে ফিরছেন চ্যাম্পিয়ন বিরাট-রোহিতরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের অপেক্ষা এ বার শেষ হল বলে। অবশেষে বেরিল বাধা টপকে ভারতে ফিরছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ২৯ জুন। তারপর থেকে সেখানেই আটকে ছিল বিশ্বজয়ীরা। কারণ বার্বাডোজে বেরিল চোখ রাঙাচ্ছিল। এ বার বিশ্বকাপ ট্রফি ও দলবল নিয়ে দেশে ফিরছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। নিজের ইন্সটাগ্রামে সূর্যকুমার যাদবের পাশে বিমানের ভেতর দাঁড়িয়ে একটি ছবি শেয়ার করেছেন রোহিত। যেখানে দেখা গিয়েছে স্কাই হাসছেন এবং রোহিতের হাতে থাকা বিশ্বকাপ ট্রফির দিকে ইশারা করছেন। ছবিটির ক্যাপশনে ভারতের ক্যাপ্টেন লেখেন, 'বাড়ি আসছি।' সঙ্গে একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি এবং একটি চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ইমোজি। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য এক চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার স্পেশাল ওই চার্টার্ড ফ্লাইটের নাম এআইসি২৪ডব্লুসি। বার্বাডোজ থেকে ওই বিমান সেখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৪.৫০এ ছেড়েছে। দিল্লিতে ভারতের চার্টার্ড ফ্লাইট পৌঁছনোর কথা বৃহস্পতিবার সকাল ৬.২০ নাগাদ। দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রোহিত অ্যান্ড কোংয়ের দেখা করার কথা। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর চ্যাম্পিয়নদের মুম্বইয়ে একটি রোড-শো করার কথা। এরপর ওয়াংখেড়েতে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে। তারপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি জয় শাহর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেবেন রোহিত শর্মা।

কলম্বিয়ার বিপক্ষে ড্র করে কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়েকে পেল ব্রাজিল

ক্যানিফোর্নিয়া, ৩ জুলাইঃ পরিষ্কার সমীকরণ মাথায় নিয়ে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল। জিততে পারলে 'ডি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পানামার মুখোমুখি হতে হবে। জয় ছাড়া অন্য কোনো ফলে সেই ভাগ্যটা হবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারার লেভি'স স্টেডিয়ামে এই লক্ষ্যে মাঠে নেমে ভাগ্যটা নিজেদের পক্ষে আনতে পারেনি ব্রাজিল। কলম্বিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে দরিভাল জুনিয়রের দল। দুটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ১২ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে দুর্দান্ত গোল করেন ব্রাজিল উইঙ্গার রাফিনিয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোলটি শোধ করেন কলম্বিয়ার দানিয়েল মুনোজ। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে পানামার মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করল কলম্বিয়া। ব্রাজিল ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে। শুধু কঠিন প্রতিপক্ষই নয়, কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের অন্য দুশ্চিন্তাও আছে। হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞায় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারকা উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে পাচ্ছে না ব্রাজিল। কলম্বিয়ার বিপক্ষে হলুদ কার্ড দেখায় নিষেধাজ্ঞাটি পেতে হলো ভিনিকে। প্রথমার্ধ যে মেজাজে শেষ করেছিল দুই দল, বিরতির পর শুরু করেছে সেখান থেকেই। পাল্টাপাল্টি আক্রমণে লেভি'স স্টেডিয়ামের গ্যালারিভর্তি দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল দুই দল। তবে ৮৩ মিনিটে পাওয়া গোলের সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারায় কপাল চাপড়াতে পারেন কলম্বিয়ার খেলোয়াড়েরা। বাঁ প্রান্ত থেকে লুইস দিয়াজের পাস থেকে ব্রাজিলের গোলকিপার আলিসনকে সামনে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড রাফায়েল বোরে। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের এটাই সেরা সুযোগ ছিল কলম্বিয়ার। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝমাঠ থেকে কলম্বিয়ান রক্ষণ চিড়তে সুচের মতো কিছু পাস ছেড়েছেন ব্রাজিল মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারাইস। ভিনিসিয়ুস সেগুলো ধরতে পারলেও কাজে লাগাতে পারেননি কড়া মার্কিংয়ে থাকায়। গোলের নেশায় মরিয়া ব্রাজিল ৭০ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রদ্রিগো, গিমারাইস জোয়াও গোমেজকে তুলে এদেরসন, দগলাস লুইজ ও সাভিওকে মাঠে নামিয়েছে। শেষ ২০ মিনিট বেশ চড়াও হয়ে খেলার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু কাজের কাজ যেটি, সেই গোল করতে পারেনি। ৫৯ মিনিটে দূরপাল্লার শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি পেতে পারতেন রাফিনিয়া। কলম্বিয়ান গোলকিপার ভারগাসের দৃঢ়তায় হয়নি। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে গিমারাইজের বাঁকানো শট ভারগাস না ঠেকালে অবশ্য ম্যাচের ফল অন্য রকম হতে পারত। প্রথমার্ধে রোমাঞ্চকর

কোপা আমেরিকা

ফুটবল উপহার দিয়েছে দুই দল। কলম্বিয়া গুছিয়ে উঠতে সময় নিলেও ব্রাজিল শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। গতিময় খেলেছে বাঁশি বাজার পর থেকেই। কলম্বিয়াও ছেড়ে দেয়নি। ৮ মিনিটে প্রায় ৩৫ গজি ফ্রি-কিকে ব্রাজিলের পোস্ট কাঁপান কলম্বিয়ান অধিনায়ক হামেস রদ্রিগেজ। দর্শকেরা দারুণ ফ্রি-কিকটি দেখে ধাতস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই চার মিনিট পরই দেখা গেল আরেকটি দুর্দান্ত ফ্রি-কিক। এবার সেটি ব্রাজিলের পক্ষে। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া সেই ফ্রি-কিক থেকে রাফিনিয়ার করা গোল ব্রাজিলের ভক্তদের অনেক দিন মনে থাকবে। বাঁ পায়ের জোরালো শটে বলটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে জালে পাঠান বার্সেলোনা উইঙ্গার। কোপা আমেরিকায় কলম্বিয়ার বিপক্ষে ১৯৯৭ সালের পর সরাসরি ফ্রি-কিকে এটাই প্রথম গোল ব্রাজিলের। আর এই টুর্নামেন্টে ২৫ বছর পর সরাসরি ফ্রি-কিক থেকে গোল পেল ব্রাজিল। সর্বশেষ ফ্রি-কিক থেকে গোল পেয়েছিল ১৯৯৯ সালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। গোল হজম করে পিছিয়ে পড়া কলম্বিয়া মোটেও ঢিমেতালে খেলেনি। ১৫ মিনিটে কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজের পাস থেকে দারুণ ভলি করেছিলেন রদ্রিগেজ। বল পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায়। দুই মিনিট পর আরও একটি ফ্রি-কিক পায় ব্রাজিল। রাফিনিয়া এবার বল পোস্টে রাখতে পারেননি। ম্যাচের ১৭ মিনিটের মধ্যে তিনটি ফ্রি-কিক পাওয়া ব্রাজিলকে দুই মিনিট পরই জাল থেকে বল কুড়োতে হয়েছে। রদ্রিগেজের ক্রস থেকে বল জালে পাঠিয়েছিলেন কলম্বিয়ান সেন্টারব্যাক দাভিনসন সানচেজ। লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা তুলে ধরেন। পরে ভিএআরও জানিয়ে দেয়, সানচেজ অফসাইডে থাকায় গোলটি হয়নি। ম্যাচে ২৪ মিনিটের পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। টাচলাইনে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে ব্রাজিল মিডফিল্ডার হোয়াও গোমেজ ও কলম্বিয়ান মিডফিল্ডার জেফারসন লারমার মধ্যে বেঁধে গিয়েছিল। দুজনেই হলুদ কার্ড দেখেন। পরবর্তী পাঁচ-ছয় মিনিট এ নিয়েই খেলার মাঝে কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি চলেছে। এর মধ্যে ৩৪ মিনিটে আবারও ফ্রি-কিক থেকে ব্রাজিল গোলকিপার আলিসনের পরীক্ষা নেন কলম্বিয়ার তারকা মিডফিল্ডার রদ্রিগেজ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে ভিনিসিয়ুস কলম্বিয়ান বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির দাবি করেছিল ব্রাজিল। ভিএআর প্রযুক্তিতে দেখা যায়, সেটি মোটেও ফাউল ছিল না। কলম্বিয়া ম্যাচে ফিরেছে ঠিক এক মিনিট পরই। ফরোয়ার্ড জন কর্দোবার থ্রু পাস ধরে সমতাসূচক গোল করেন রাইটব্যাক দানিয়েল মুনোজ। তবে পরিসংখ্যানে তাকিয়ে ব্রাজিল নিশ্চয়ই তখনো বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল। এই টুর্নামেন্টে ম্যাচে প্রথম গোল করে গত ৪৫ বছরে কখনো হারেনি ব্রাজিল যদিও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ফলটি পায়নি। প্রথমার্ধে ৮টি শট নিয়ে ৪টি পোস্টে রেখে কলম্বিয়া বেশ ভালো খেলেছে। ব্রাজিল ৩টি শট নিয়ে পোস্টে রাখতে পেরেছে ২টি। প্রথমার্ধে দুই দল মিলিয়ে ফাউলের সংখ্যা মোট ১৭টি। ম্যাচের ৭ মিনিটে রদ্রিগেজকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখা উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস নিষেধাজ্ঞার কারণে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারবেন না। অন্যদিকে 'ডি' গ্রুপ থেকে নিজেদের শেষ ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ২-১ গোলে হারালেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি কোস্টারিকা। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হলো দলটিকে। ৩ ম্যাচে ১টি করে জয়, হার ও ড্রয়ে মোট ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় হয়েছে কোস্টারিকা। ৩ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া প্যারাগুয়ে গ্রুপের তলানিতে। ডি গ্রুপের দুই শীর্ষ দল কলম্বিয়া ও ব্রাজিল উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। টেক্সাসে কিউটু স্টেডিয়ামে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ৭ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করেছে কোস্টারিকা। ফ্রান্সিসকো ক্যালভাও ৩ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দেওয়ার ৪ মিনিট পর গোল করেন জোসিমার আলকোসের। প্যারাগুয়ের হয়ে ৫৫ মিনিটে গোলটি করেন র‍্যামন সোসা।

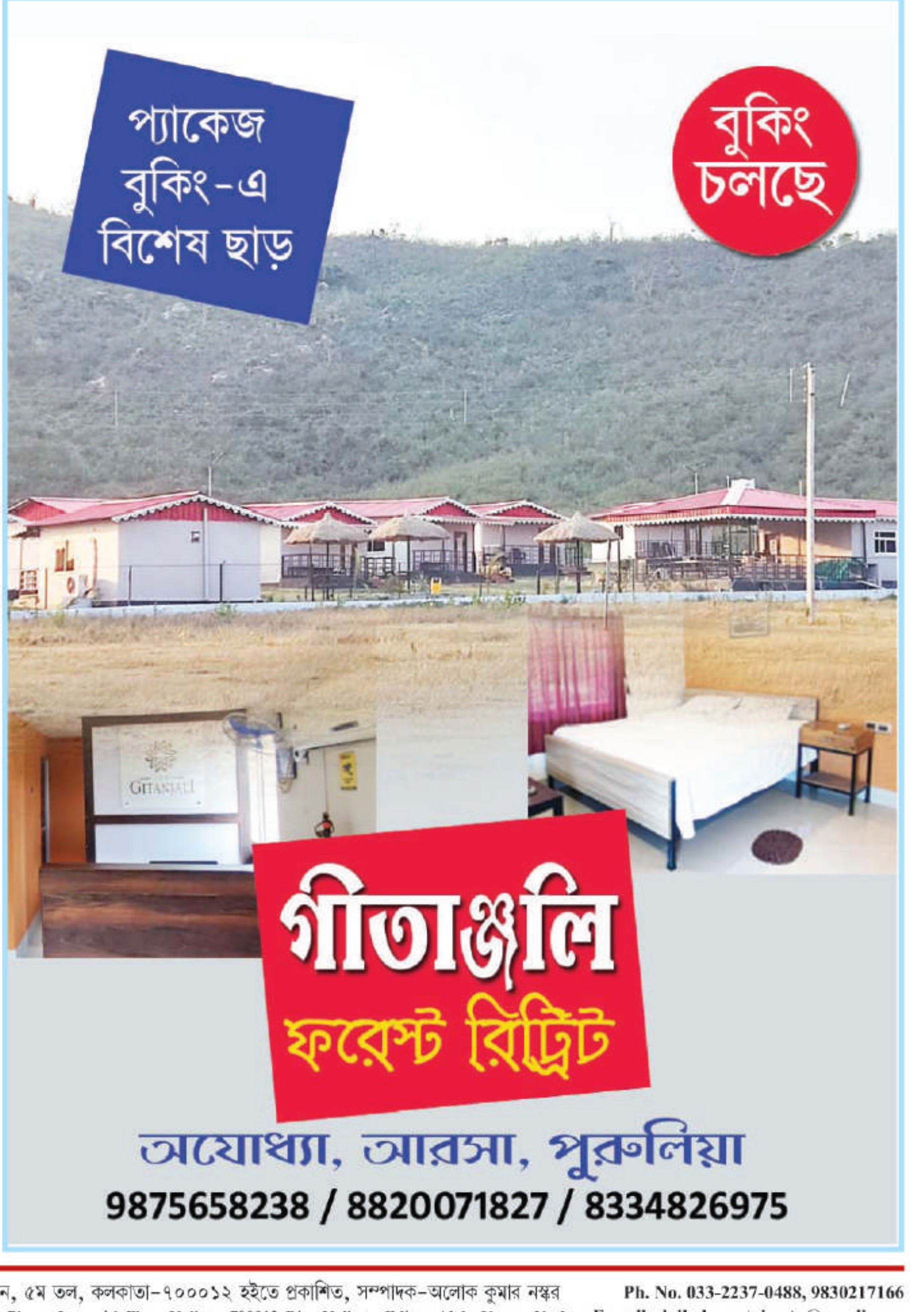

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com